সুর-সুন্দরী।

(উপন্যাস)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta:

Printed & Published by S. C. Sen at t

GREAT TOWN PRESS.

163, Musjeedbari Street.

1891.

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালায় রমন্যাস লিখিবার রীতি এখানি যে প্রথম, তাহাও নহে। পূর্ব্বে আ- খানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার একখানি রমন্যা, আর একখানি উপন্যাস। কাহাকে উপন্যাস, কা- হাকে নবন্যাস, কাহাকে রমন্যাস বলে, বাঙ্গালা পাঠকেরা আজিও তাহা বুঝেন নাই।

সুরসুন্দরী ঐতিহাসিক নহে—সুতরাং ইতি- হাসের সহিত ইহার কোন সম্পর্কও নাই। ঐতি- হাসিক কোন কথা তুলিয়া আপত্য উপস্থিত করিলে সে কথা সম্ভাব্য হইবে না। অনেকে উপকথা লিখিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস নাম দেন, সেটা আমরা সুযুক্তি বিবেচনা করি না। ইতি- হাসের কথা—ছোট কথা; সেটা না থাকিলেই যে ভাগবৎ অশুদ্ধ হয়, তাহা নহে। উপন্যাস, নবন্যাস, রমন্যাস,—এ সকলে লোকচরিত্র— লোকশিক্ষার্থে থাকা চাই, তাই থাকিলেই হইল।

বড় তাড়াতাড়ি পুস্তকখানি শেষ করিতে হই- য়াছে, স্থানেং ভুল থাকিবার সম্ভব, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

অনন্তপুর
১২৯৬ বঙ্গীয়াব্দ।
২৬ শে ফাল্গুন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সুর-সুন্দরী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"হিযার মাঝারে যতনে বাখিব
বিবল মনেব কথা।
মরম না জানে ধবম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥"

রামবঙ্গণ।

ভারত যখন স্বাধীন ছিল, বিদেশীতে যখন ভারতের হাতে পায়ে নিগড় শৃঙ্খলাবদ্ধ না করিয়াছিল,—সেই সময় ভারতবর্ষের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ লইয়া এই ভারতে অনেকগুলি রাজধানী ছিল; সুবর্ণপুর তাহার অন্যতম। সুবর্ণপুরে এক রাজা বাস করিতেন, তাঁহার প্রতাপ ও সৈন্যাদি

দেখিয়া অনেক বি   ছিল।

মুকুন্দনারায়ণ   জন মন্ত্রী,—রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র। রাজা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া অতি সামান্য কার্য্যও করিতেন না। মন্ত্রীও অত্যন্ত রাজভক্ত ; কি প্রকারে রাজার রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারের উন্নতি সাধন হয়, মুকুন্দ নারায়ণ সতত তাহার চিন্তা করিতেন।

একদা খুব প্রত্যুষে রাজা এবং মন্ত্রী মুকুন্দ-নারায়ণ সিংহ দুইজনে প্রফুল্লচিত্তে উপবন ভ্রমণ করিতেছিলেন। তখনও উষা আছে—উষার অব-গুণ্ঠন মধ্যে আলুলায়িত চিকুর-রাশি ধীর সমীরে ঈষৎ দোলায়মান হইতেছে। তবে তিনি শীঘ্রই পশ্চিম সাগরে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেছেন না—"যাই, যাই" ধরিয়াছে। গাছ গুলি নীহার রূপ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে,—বলিতেছে, তোমার মত আর কেহ নয়, তুমি যে'ওনা। নিশা ও দিবা দুই জনই আমাদিগকে বড়ই যাতনা দেয়। দুই বোনই স্বামী সঙ্গে আইসে,—তাহাদের সে বেহায়ামো আমা-দের ভাল লাগে না। আর তুমি শান্তিরূপিণী চির উদাসিনী।

কিন্তু এ জগতে কেহ কি কাহারও কথা শুনিয়া কাজ করে ? উষা-সতী চারু আঁচল ঘুরাইতে ঘুরাইতে পশ্চিম মুখে গমন করিতে লাগিলেন। গাছেরা পাতারূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতগুলি নাড়িয়া কত নিষেধ করিতে লাগিল। উষা-সতী হাসিতে হাসিতে—নব যৌবন সম্পন্না কামিনীর ন্যায় আপন মনে হেলিতে দুলিতে মুচ্‌কী মুচ্‌কী হাসিতে হাসিতে চলিলেন। পাখীকুল গাছে ছিল, উষা অনুরোধ না রাখিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া—আশ্রয়দাতা গাছের পক্ষ হইয়া উষা সতীকে শত ধিক্কার দিল, বলিল—“ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!” এই গোলযোগে জগতের সকলেই জাগিয়া পড়িল।

মল্লিকা মালতী গোলাপ জুঁতি প্রভৃতি কুসুম-কুমারীগণ প্রস্ফুটিত হইয়া হৃদয়-ভরা মধু লইয়া মধু-চোরা ভ্রমরের সহিত সমস্ত রজনী প্রেম-বিভোরা ছিল, লোকে দেখিবে ভয়ে ভ্রমর চলিয়া গেল। ফুলকুমারীগণ আলুথালু বেশে সভয় অন্তরে এর ওর মুখের দিকে দুলে দুলে চাহিতে লাগিল। একটুখানি অনুপস্থিতে জগতে বহুবিধ পাপকার্য্য ঘটিতে দেখিয়া সূর্য্যদেব রক্তিমাননে পূর্ব্ব গগণা-গারে উদিত হইলেন। ‘অত রাগ করা ভাল নহে’

এই কথা বলিয়াই নলিনী সুন্দরী ফিক্ করিয়া হাসিয়া হৃদয়বল্লভ দিননাথের প্রতি চাহিল।—বেলা প্রায় দুই দণ্ড হইল।

এখনও রাজা ও মন্ত্রী মুকুন্দ নারায়ণ সিংহ উপবনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। রোদ উঠিয়াছে দেখিয়া রাজা বলিলেন,

"মন্ত্রী, চল গৃহে যাই—বেলা হইয়াছে।"

মন্ত্রী মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ চলুন।"

উভয়ে রাজবাটী অভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময় একটী যুবক তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া প্রণাম করিল;—অতঃপর সেই রূপ অবস্থাতেই যুক্তকরে দীন নয়নে রাজার বদন প্রতি চাহিয়া থাকিল।

তাহার দীনানন প্রতি চাহিয়া রাজার মনে কিছু দয়ার উদ্রেক হইল। বলিলেন,

"বাপু তুমি কে? কিজন্যই বা ওরূপ ভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ?"

যুবক মৃদুস্বরে কাতর কণ্ঠে কহিল,

"মহারাজ, আমার নাম রামরঙ্গণ, নিবাস হুগলীর নিকট, আমার সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ,

দিনপাত চলে না। মহারাজের প্রসাদের ভিখারী, আমাকে রাজ-সরকারে কোন একটী চাক্‌রী দিতে হইবে।”

রাজা। তুমি লেখা পড়া জান?

যুবক। জানি অল্প।

রাজা। কোন্ ভাষা?

যুবক। পারসী ও সংস্কৃত।

রাজা। তুমি কোন্ বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছা কর?

যুবক। সৈনিক বিভাগে।

রাজা। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা আছে?

যুবক। কিছু কিছু জানি।

রাজা। পদাতিক হবে?

যুবক অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন, শেষ বলিলেন,

“মহারাজ, অশ্ব-কৌশল, অস্ত্র-কৌশল আমি বেশ শিখিয়াছি, যদি পরীক্ষা করিয়া তদুপযুক্ত একটী কাজে নিয়োজিত করেন, তবে আমি বড়ই আনন্দিত হই।”

রাজা বিস্ময়-চকিত-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"তুমি অস্ত্রবিদ্যা ভাল জান?"

যুবক। নিতান্ত মন্দ নহে।

রাজা। ক'জন অস্ত্রধারীর প্রবল আক্রোশ হইতে স্বচ্ছন্দে আত্মরক্ষা করিতে পার?

যুবক। পাঁচশত সুশিক্ষিত অস্ত্রধারীর নিকট হইতে বিনা ক্লেশে আত্মরক্ষা করিতে পারি।

রাজা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন,

"অশ্ব-কৌশল কিরূপ জান?"

যুবক। মহারাজ! আমার বল, সাহস, বীরত্ব, কৌশল এগুলি পরীক্ষা করিয়া আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

রাজা বলিলেন,

"তোমার প্রার্থনা পূরণ করিতে আমি বিন্দুমাত্রও অবহেলা করিব না, বরং যথাসাধ্য তাহা পরিপূরণ করিব।"

যুবক জানু নত করিয়া করযোড়ে বলিল,

"মহারাজ, তবে কবে আমার পরীক্ষা হইবে?"

রাজা। আগামী কল্য বৈকালে।

"যে আজ্ঞা," বলিয়া যুবক রাজাকে প্রণাম করতঃ চলিয়া গেল। মন্ত্রী সমভিব্যাহারে রাজাও স্বালয়ে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"যদি উচ্চ পদলাভে হয় অভিমত।
তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত॥
কেশরী প্রথমে নত করিয়া শরীর।
মহাতেজে উঠে গিয়া মস্তকে করীব॥"

কার্য্যলাভ।

ফাল্গুন মাস। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নবীন বসন্ত পবন ধীরে বহিয়া প্রকৃতি সতীকে ব্যজন করিতেছে। রৌদ্রের উত্তাপ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। নবকিশলয়-সজ্জিত বৃক্ষবল্লরী সমূহ সুবর্ণ বর্ণ সৌরকিরণে যেন শোভাতিশয় বর্দ্ধন করিতেছে।

এই সময় রাজার গড়ের দক্ষিণে প্রকাণ্ড মাঠে লোকে লোকারণ্য। কেহ আসিতেছে, কেহ আসিয়া দাঁড়াইতেছে, কেহ মিছামিছি চেঁচাচেঁচি

করিতেছে—কাতারে কাতারে লোক জমাট বাঁধিতেছে,—একটা মহা হুলস্থূল ব্যাপার, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড!

সুপ্রশস্ত নবীন দূর্ব্বাদল বিমণ্ডিত সেই প্রাঙ্গণের উত্তরপার্শ্বে রাজার বিলাসগৃহ। গৃহখানি দ্বিতল, সেই দ্বিতল মাঝারে, গবাক্ষ-সান্নিধ্যে সেই জনতার দিকে চাহিয়া কতশত রাজপুত্রের হৃদয়-বাঞ্ছিত, অপ্সরা-বিনিন্দিত, লোকললামভূতা চম্পকবরণী রমণী। কাহারও মুখে কথা নাই—একদৃষ্টে, সাগ্রহ মনে সকলেই সেই প্রাঙ্গণ পানে চাহিয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে কতকগুলি অশ্বারোহী-সৈন্য, সেই জনতা ভেদ করিয়া, গুরুগম্ভীর হুহুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে, সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিল। তাহারা যেন কাহার অপেক্ষায় আছে, কে যেন আসিবে। কে আসিবে?—পাঠকের পরিচিত সেই যুবক। যুবকের পরীক্ষা হইবে।

অনেকক্ষণ সৈন্যগণ আসিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এখনও রামরঙ্গণ আসিল না। দর্শকগণ তাহাতে বড়ই দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন,

"হাঁ—তুমিও যেমন, সে নাকি একা আবার এত বলবান, সুশিক্ষিত, শাণিত-কৃপাণ ও বন্দুক-ধারী সৈন্যের সঙ্গে পারে!"

আর একজন বলিলেন,

"সে কথা কি আর মিথ্যা! প্রথম প্রথম ভেবেছিল, দু'চার জন দ্বারবান।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন,

"না, তা ভাবে নাই। ও ভেবেছিল, রাজা কি আর সত্যি সত্যিই পরীক্ষা করিবে; মুখে আমি গুচ্চির আগ্‌ড়ম্ বাগ্‌ড়ম্ বকিলাম, তাতেই রাজা কাজ দেবে। এতদূর যে গড়াবে এটা তার আদৌ ধারণাই ছিল না। এখন টানাটানি দেখে সরেছে"।

আর এক ব্যক্তি বলিল,

"তাই কি এমনই হইবে? আস্‌ছে আস্‌ছে।"

ইত্যাকার বহুবিধ তর্ক বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় এক তেজস্বিনী অশ্বিনীপৃষ্ঠে বহুবিধ অস্ত্রাদিতে ভূষিত হইয়া জনতা রাশি ভেদ করিয়া রাম-রঙ্গণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামরঙ্গণ দেখিতে সুশ্রী নহেন। উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ, প্রকাণ্ড দেহ, নাসিকা ঈষৎ স্ফীত। অধরোষ্ঠ পুরু, আজানুলম্বিত বাহু, মস্তকে ঝাঁকড়া চূল।

রামরঙ্গণ আসিয়া এক বিকট ভৈরব রব করিল। সে রবে—সে ভীষণ রবে সকলেরই চক্ষু তাঁহার দিকে পড়িল। সকলেই তাঁহাকে রামরঙ্গণ বলিয়া বুঝিতে পারিল।

রামরঙ্গণ পরীক্ষা স্থলে উপস্থিত হইয়া যেন কাহার প্রতীক্ষায় কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ।

দেখিতে দেখিতে কয়েকখানি শিবিকা আসিয়া সেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল। যথাস্থানে গিয়া শিবিকা দাঁড়াইল. শিবিকারোহী শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া সুসজ্জিত, প্রহরীরক্ষিত বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিলেন। তাহার মধ্যে কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ দেওয়ান, কেহ ধনী সকলেই গণ্যমান্য লোক।

তাঁহারা আসিলে বাদকগণ গুরুগম্ভীর স্বরে রণবাদ্য বাজাইতে লাগিল। অনুজ্ঞা পাইয়া সৈন্যগণ রামরঙ্গণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। যুদ্ধ ঘোরতর; পাঁচশত সৈন্য-মধ্যে একা রামরঙ্গণ। রামরঙ্গণের চক্ষুর্দ্দয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, বদনমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু স্বেদনীর ঝরিতেছে; তাঁহার রণকৌশল—অদ্ভুত। পাঁচশত অশ্বারোহী-

সৈন্য কোনক্রমেই তাঁহার বিভীষণ বেগ সহ্য করিতে পারিতেছে না।

অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, রামরঙ্গণের তরবারি আঘাতে প্রায় একশত সৈনিকের উষ্ণীষ ও পঞ্চাশটী অশ্ব বিলীন হইয়া গেল। দেখিয়া শুনিয়া রাজা বলিলেন,

"যুদ্ধ স্থগিত রাখ।"

রাজাজ্ঞায় যুদ্ধ স্থগিত হইল। একজন প্রহরী যাইয়া রামরঙ্গণকে ডাকিল, রামরঙ্গণ আসিয়া অবনত জানুতে যুক্তকরে রাজাকে প্রণাম করিয়া ঠিক তদবস্থাতেই থাকিল।

রাজা তাহার যুদ্ধ-কৌশল ও বীরত্ব দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলেন। নিজে উঠিয়া রামরঙ্গণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,

"বৎস রামরঙ্গণ! আমি তোমার অমানুষিকী ব্যাপারে যে,কতদূর সন্তুষ্ট ও প্রীত হইয়াছি, তাহা বলিয়া জানাইবার নহে। আজি হইতে তুমি আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলে। তোমাকে আমি আমার পঁচিশ সহস্র অশ্বারোহী-সৈন্যের নায়কপদে অভিষিক্ত করিলাম। আর এই ধর রাজখেলাৎ লও।"

এই কথা বলিয়া রাজা একটী উৎকৃষ্ট সৈনিকের পরিচ্ছদ রামরঙ্গণের হস্তে প্রদান করিলেন। রামরঙ্গণ তাহা গ্রহণ করিয়া তখনি গায়ে দিলেন এবং কৃতজ্ঞতা-ভরে রাজাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন।

পরীক্ষা সমাধা হইল। রাজা প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর সকলে চলিয়া গেলেন, রামরঙ্গণ ও সৈন্য-গণ বাহির হইয়া গেল। সুতরাং দর্শকমণ্ডলীও জনতা ভাঙ্গিয়া রামরঙ্গণকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

এদিকে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যাও হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"কে বলে ভালবাসা ভাল ।
না বুঝে বাসিয়ে ভাল—প্রাণ গেল ।
আর ভাল বাসিব না, মনেরে করিব মানা,
ভালবাসা কি লাঞ্ছনা, বিস্মৃতি না ঘটিল ॥"

সেই ভাল ।

শুক্ল পক্ষীয় বাসন্তী রজনী বড় মধুময়ী ও শোভাময়ী । একটী প্রাসাদের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে দুইটী রমণী বসিয়া গবাক্ষ-দ্বার দ্বারা প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতেছে । রমণী দুইটিই যুবতী । জ্যেষ্ঠার বয়স সতর আঠার,—কনিষ্ঠার বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ । জ্যেষ্ঠার নাম সুষমা; কনিষ্ঠার নাম সুরসুন্দরী ।

সুষমা সুন্দরী, তপ্ত কাঞ্চনবৎ গৌরাঙ্গী নহে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা; কিন্তু গঠনপারিপাট্য বড়ই মধুর। সুরসুন্দরী দেশ-প্রসিদ্ধা সুন্দরী। বসন্ত নিকুঞ্জ-প্রহ্লাদিনী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর ন্যায় সে সৌন্দর্য্য ঢল ঢল করিতেছে। অমন সুন্দরী তৎকালে তৎ-প্রদেশে ছিল না বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। যেমন মুখ চোক, তেমনি গঠনের পারিপাট্যতা,—তেমনি গোলাপী বর্ণ। ফলতঃ এরূপ সর্ব্বলোক সম্মত সুন্দরী পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

যুবতীদ্বয় অনেকক্ষণ বসন্তের চাঁদের পানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে বসন্তের অনন্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিল। শেষ সুষমা বলিল,

"সুরু!"

সুরসুন্দরীকে সকলে নামের সংক্ষেপ জন্য সুরু বলিয়া ডাকিত। সুরু যেন অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল,—"হুঁ!"

সুষমা একটু মৃদু হাসিয়া বলিল,

"কি ভাব্‌ছিস্?"

সুরুও মৃদু হাসিল। বলিল,

"কিছু না।"

আদরভরে সুরুর গাল টিপিয়া দিয়া সুষমা বলিল,—"কিছু না?"

সুরু। হাঁ, কিছু না।

সুষমা। কিছু না নয়—বড় কিছু।

সুরু মৃদু হাসিয়া বলিল,

"বড় কিছু—কি রকম?"

সুষমা। বলিব?

সুরু। বলিবে না কেন?

সুষমা। মন হারিয়েছে!

সুরু। মন আবার কি হারায়?

সুষমা। না, না, দান করিয়াছি।

সুরু। মন কি দান করা যায়?

সুষমা। যায় না? সকলেই করে।

সুরু। তুমি দান করেছ?

সুষমা। করিনি? সকলে করে। আমি কি সকল ছাড়া?

সুরু। তুমি কাকে মন দিয়েছ?

সুষমা হাসিয়া বলিল,

"শ্রীল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় মহাশয়কে।"

সুষমার স্বামীর নাম হেমচন্দ্র রায়।

সুরু হাসিল, হাঁসিয়া বলিল,

"তুমি বড় বেহায়া।"

সুষমা। হায়াওয়ালাই বা কে, তা'ত বুঝি না।

সুরু। বরের নাম ক'রে ফেল্লে।

সুষমা। ওঃ! ভয়ানক কাণ্ড করেছি, এ পাপে আমার নরকেও স্থান হবে না, তুমি সাবধান কখনও যেন ও নাম মুখেও এন.না।

সুরু। নাম,—কার নাম মুখে আনিব না?

সুষমা। বরের নাম।

সুরু। বর কে?

সুষমা। হবে। মাইরি ভাই সুরু, তোর বাপ তোর বিয়ের কথা একদিন মনেও করেন না। কুলীলেন ঘরের মেয়ের কি জ্বালা ভাই—এত বড় হলি, তবু তোর বিয়ে হ'ল না। বর্ষা গেলে বাদল হবে।

সুরু কোন কথা কহিল না।

সুরু কথা কহিল না দেখিয়া সুষমা নিজেই আবার বলিতে লাগিল,

"আহা রামরঙ্গণের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়, তবে বেশ হয়।"

সুরু এইবার কথা কহিল। কথা অস্পষ্ট,

জড়িত,—অতি ধীর অতি মৃদুস্বরে বলিল,

"বেশ হয় কিসে।"

সুষমা। ছেলে ভাল।

সুরু। ভাল দেখ্‌লে কিসে?

সুষমা। মন্দই বা কিসে?

সুরু। ঐ একটা ধাওড়া, কালো—বিচ্ছিরি।

সুষমা। তবে ওর দিকে তুমি অমন ক'রে চেয়ে থাক কেন?

সুরু। কিম্ভুত কিমাকার রূপ দেখি।

সুষমা। না সুরু, তুমি আমায় ফাঁকি দিচ্চ, তুমি যথার্থই উহাকে ভাল বাসিয়াছ।

সুরু। যদি বাসিয়া থাকি, তবে কি হইবে?

সুষমা। বিয়ে হবে।

সুরু। কে দিবে?

সুষমা! কেন, তোমার বাপ!

সুষমা। উহার সঙ্গে তিনি আমার বিয়ে দিতে সম্মত নহেন। ও পাড়ার বিষ্ণু কাকা সে প্রস্তাব করেছিলেন। প্রথম প্রথম কয়েক দিন বাবা হেঁসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, শেষ যখন তিনি চেপে ধরিলেন, তখন বল্লেন,—"সে কি হয়, আমি উহার পরিচয়ে জানিয়াছি, উহারা বঙ্গজ কায়স্থ, আর

আমরা রাঢ়ী, তা কেমন করিয়া হইতে পারে!"

সুষমা। তার পরে আর কোন কথা হইল?

সুরু। হ'ল বৈকি।

সুষমা। কি হ'ল?

সুরু। তার পরে কাকা বল্লেন, তবে বিয়ের কি কোচ্ছ, সুরুরত বিয়ের বয়েস উত্তীর্ণ প্রায়।

সুষমা। তাতে মন্ত্রী মহাশয় কি উত্তর করিলেন?

সুষমা। তিনি খানিক নিস্তব্ধে থাকিয়া শেষ বলিলেন,—"সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, এই পাহাড়ে জাতিরা রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা আয়ত্ত হইলেই শুভ বিবাহোৎসব আরম্ভ করি।

সুষমা। কোথায় কাহার সহিত বিবাহ হবে শুনিলে?

সুরু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে, নির্নিমেষে, সুষমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। শেষ বলিল,

"কেন তুমি শুন নাই? তোমারি হেমচন্দ্র যে আমার বিয়ের ঘটক।"

সুষমা। কৈ, কিছুত শুনিনি।

সুরু। তিনি হরিদাস মিত্রের পুত্রের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন, বাবাও তাহাতে

স্বীকৃত হইয়াছেন।

সুষমা। তা সে সম্বন্ধ বড় ভাল হইয়াছে। অক্ষয় বড় সুন্দর ছেলে, বিষয়ও অতুল, বংশও উৎকৃষ্ট।

সুরু কথা কহিল না, অধোবদনে রহিল।

সুষমা বলিল,

"কথা কহিলে না যে, অক্ষয়ে কি মন পড়ে না? সে সুন্দর, সে ধনবান, সে কুলীন।"

এই কথা বলিয়া সুষমা সুরুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হইল, যেন উত্তরের আশায় অপেক্ষা করিতেছে। চাতক যেন নবজলধরের দিকে বারি প্রার্থনায় ঊর্দ্ধমুখে রহিয়াছে। কিন্তু চাতকের তৃষা ভাঙ্গিল না, মেঘ বর্ষিল না। সুষমার আশা পূরিল না, সুরু কথার উত্তর দিল না।

সুষমা কথার উত্তর যদি না পাইল, তবে নিজেই আবার কথা পাড়িল। বলিল,

"অক্ষয় হতে কি রামরঙ্গণ ভাল?"

সুরু ধীরে গম্ভীরে জড়িতস্বরে বলিল,

"আমি ভাল মন্দ জানি না।"

সুষমা। তবে কি রামরঙ্গণেই মন পড়িয়াছে?

সুরু কথার উত্তর দিল না। মৌনে সম্মতি

লক্ষণ স্থির করিয়া সুষমা বলিল,

"তার উপর যদি তোমার মন পড়ে থাকে, তবে তাকেই বিবাহ করা উচিৎ।"

সুরু। সে তো আমার হাত নহে, বাবার ইচ্ছা।

সুষমা। এ কথা আমি তোমার মাকে বলিব।

সুরু যেন কিছু লজ্জিত, কিছু ভীত, কিছু অপ্রতিভ হইল। বলিল,

"দূর্! দূর্! তা বলিতে যাবি কেন?"

সুষমা হাসিয়া বলিল,

"এম্নি ভাবেই কি বলিব, যে তোমার তাহাতে কোন লজ্জার কারণ আছে।"

সুরু আর কোন কথা কহিল না।

সুষমা আবার বলিল,

"তবে আমি এখন যাই, কাল আবার হেমচন্দ্র পাহাড়িয়া জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, সুতরাং আজি সকাল সকাল তাঁহাকে আহারাদি করাইতে হইবে, কেননা সকালে না শয়ন করিলে ভোরে উঠিতে পারিবেন না।

সুরু বলিল, "হেমচন্দ্র যাইবেন, তবে বোধ হয় তাঁহাদিগের অধিনায়ক রামরঙ্গণও যাইবেন?"

সুষমা। যাঁইবেন বৈ কি।

সুরু। তিনি এখন বুঝি পঁচিশ হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক?

সুষমা। না, ত্রিশ হাজার। প্রথমে রাজা বাহাদুর তাঁহাকে পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব পদে বরণ করেন, তাহার পর কোটার রাজার সহিত যুদ্ধে কেবল রামরঙ্গণের বাহুবলে বিজয় লাভ করায় রাজা তাঁহাকে ত্রিশ সহস্র সৈন্যাপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ও যথোচিত রাজসম্মান দিয়াছেন।

সুরু। কতদিন পরে আবার তাঁহারা প্রত্যাগত হইবেন?

সুষমা। পাহাড়ীয়াগণ বশ্যতা স্বীকার করিলেই ফিরিয়া আসিবেন।

সুর আর কোন কথা কহিল না, সুষমাও উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"বিবাদের জন্য বিদ্যা দর্প হেতু ধন।
শক্তি প্রয়োজন পর-পীড়ার কারণ॥
খলের এ রীতি,--বিপরীত সাধুজনে।
পরিণত জ্ঞান, দান, পর প্রয়োজনে॥"

দম্পতি।

রাত্রি প্রহরাতীত—দম্পতি যুগলে কথা হইতেছিল। দম্পতির নাম হেমচন্দ্র ও সুষমা। সুষমার স্বামী অতিশয় ক্রূর প্রকৃতির লোক। পরানিষ্ট করা তাঁহার স্বভাবের কার্য্য। বিশেষতঃ রামরঙ্গণ তাঁহার একান্ত চক্ষুঃশূল। তাহার যে কোন কারণ নাই, এমনও নহে। রামরঙ্গণের অধীনে একটী উচ্চপদ খালি হইয়াছিল, হেমচন্দ্র সেই পদ প্রার্থনা

করে, কিন্তু রামরঙ্গণ হেমচন্দ্রকে সে কর্ম্ম না দিয়া এবং হেমচন্দ্র অধিক উপযুক্ত এ স্বত্ত্বেও রামরঙ্গণ, তাঁহার একজন বন্ধু শিবচন্দ্রকে প্রদান করেন। শিবচন্দ্র দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি মিষ্টভাষী, সুরসিক ও বিশ্বাসী। হেমচন্দ্র রামরঙ্গণের সেই পক্ষপাতিত্ব জন্য তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট চেষ্টা করিতে সর্ব্বদার জন্য সচেষ্টিত ছিল।

সরলা সুষমা তাহার কিছুই জানিত না। সে ভাবিত, স্বামী হেমচন্দ্র যখন রামরঙ্গণের অধীন কর্ম্মচারী, তখন সুরুর রামরঙ্গণ প্রণয় প্রবলেচ্ছা শুনিলে তাঁহাকে বলিবেন ও এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ বন্ধুত্বভাব জন্মিবে। তাই সুষমা ইচ্ছা করিয়া উৎসাহ মনে হেমচন্দ্রকে বলিলেন,

"সুরুর নিতান্ত ইচ্ছা, সে রামরঙ্গণকে বিবাহ করে।"

হেমচন্দ্র ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,

"সুরু—মন্ত্রীর কন্যা?"

সুষমা বলিল,—"হাঁ।"

হেমচন্দ্র। তার বিয়ে কি রামরঙ্গণের সহিত হইবে?

সুষমা। হবে কি না হবে, তা বলিতে পারিনে। তবে সুরুর বড় ইচ্ছে বটে!

হেমচন্দ্র। সুরুর ইচ্ছে?—ইচ্ছা হলেই ত হবে না, তার বাপের ইচ্ছা লইয়াই ত'কথা। তার বাপ কি বলেন?

সুষমা। তিনি অস্বীকার।

হেমচন্দ্র। তাত হবেনই, রামরঙ্গণ বীর বটে, কিন্তু ভদ্রবংশীয় নহে।

সুষমা। হ'লে কিন্তু বড় ভাল হয়।

হেমচন্দ্র। তাত হয়; হয় না যে। আচ্ছা, মন্ত্রী মহাশয় সুরুর বিবাহ কোথায় স্থির করিতেছেন?

সুষমা। তুমি যে সম্বন্ধে স্থির করিতেছ, তাঁহার সেইটী ইচ্ছা।

"একজন প্রধান মন্ত্রী, সে'ত আর বোকা নহে।" এই কথা বলিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিল; শেষ বলিল,—"সুষমা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি একটা জায়গা হতে আসি।"

সুষমা বলিল,—কোথা যাবে, রাত্রি অনেক হয়েছে," এখন ঘুমাও। কা'ল আবার সকাল সকাল ত উঠিতে হইবে।"

হেমচন্দ্র বলিল,

"না—আমাকে একটু যাইতেই হইবে। বাণ-লিঙ্গ শিবের পূজারী ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন, যখন কোন যুদ্ধাদিতে যাও, আমার নিকট হইতে মহেশ্বরের নির্ম্মালী ও চরণামৃত লইয়া যাইও, সমস্ত স্থানে বিজয়ী হইবে, সমর-পতনের ভয় থাকিবে না। সেটা মনে ছিল না, হঠাৎ মনে হ'ল, আমাকে এখনই যাইতে হইতেছে।"

হেমচন্দ্র অবশ্য শিবমন্দিরে যাইবে না, তাহার মনোমধ্যে অন্য কোন কু-অভিসন্ধি পূরণের বাসনা উদয় হইয়াছে, তাহারই পরামর্শ করিতে, তাহারই সিদ্ধ উপায় অবলম্বন করিতে বহির্গত হইবে। কিন্তু সরলা বালা সুষমা তাহার কিছুই বুঝিল না। সে ভাবিল, স্বামী আমার যুদ্ধে যাইবেন,—শত শত বিপক্ষের গোলাগুলি ও অস্ত্রের সম্মুখীন হইবেন,—এ অবস্থায় তাঁহাকে দৈববলে বলীয়ান হওয়াই কর্ত্তব্য। কেননা দৈবের পর আর বল নাই। সুতরাং সতী স্বামীকে দেবালয়ে যাইতে আগ্রহ সহকারে অনুমতি করিল। হেমচন্দ্র ত্বরিতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী; জগৎ ঘনান্ধ-

কারে আবৃত। সেই অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া হেমচন্দ্র এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। দ্বারে দ্বারবান বসিয়া পিলু রাগিণীতে গান গাহিতেছিল, হঠাৎ হেমচন্দ্রকে দেখিয়া তাহার গানের তাল ভঙ্গ হইল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল।

হেমচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল,

"তোমার বাবুকে গিয়া বল, হেমবাবু আসিয়াছেন।"

দ্বারবান তাহাকে চিনিত, সুতরাং আর বাক্য ব্যয় না করিয়া বাবুর নিকট গেল। হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"সুরুর মত সুন্দরী মেয়ে—মন্ত্রীর মেয়ে, যাহাতে রামরঙ্গণ লাভ করিতে না পারে, আমি তাহা করিব। রামরঙ্গণের যেরূপেই পারি, কিছু না কিছু অনিষ্ট করাই আমার জীবনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। ইহাতে কি সে ক্ষতি বোধ করিবে? সে বীর হৃদয় ইহাতে কি টলিবে? কিন্তু প্রণয়ের নিকট বীরত্ব খাটে না, সেখানে সব সমান। তবে রামরঙ্গণ সুরুকে ভাল বাসিয়াছে কি না,—তাহাই সন্দেহ। বোধ হয় ভালবাসিয়াছে, নহিলে সুরু অত ভালবাসিবে

কেন? ভালবাসা উভয়ের না হইলে একজনের হয় না, একহাতে তালি বাজে না।—উহাদের যাহাতে বিবাহ না হয়, তাহা করিব,—রামরঙ্গণকে মর্ম্মযাতনায় ফেলিব। সে আমার উপযুক্ততা-স্বত্ত্বেও যেমন আমার আশা ভঙ্গ করিয়া আমার প্রাণে কষ্ট দিয়াছিল, এবার তাহাকে তেমনি ততোধিক্ যন্ত্রণা দিব।”

হেমচন্দ্র দ্বারে দাঁড়াইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তথায় দ্বারবান আসিয়া জানাইল,

“বাবু আপনার প্রতীক্ষায় আছেন, আপনি তাঁহার খাস বৈঠকখানায় গমন করুন।”

হেমচন্দ্র আর বাক্যব্যয়ও করিলেন না, একেবারে যেখানে বসিয়া বাবু আলবোলার নলে মুখ লাগাইয়া ধূমপান করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবুর নাম অক্ষয়চন্দ্র মিত্র, স্বর্গীয় হরিদাস মিত্র মহাশয়ের পুত্র। বয়স আন্দাজ দ্বাবিংশ বৎসর; দেখিতে বেশ সুন্দর। অক্ষয়চন্দ্র পিতার অগণিত ধনরাশির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

হেমচন্দ্র সম্মুখীন হইবামাত্র, অক্ষয়চন্দ্র বহু-

সম্মানে—বহু সমাদরে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এখন কি জন্য আমার ভবনে পদার্পণ হইল ?"

হেমচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

"আমি আগামী কল্য প্রত্যুষে পাহাড়ে জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব।"

অক্ষয় কিছু যেন বিস্মিত হইয়া স্ফুরিতনেত্রে চকিত প্রাণে বলিলেন,

"কা'ল সকালে যাইবেন নাকি ?"

হেমচন্দ্র। হাঁ—কা'ল সকালেই।

অক্ষয়চন্দ্র। আমার উপায় কি করিয়া যাইতেছেন ?

হেমচন্দ্র। তোমার উপায় তুমি স্থির করিলেই হয়; মন্ত্রী মহাশয়'ত সম্মত আছেন। তবে একটী কথা বলিতে আমার আসা,—

অক্ষয়চন্দ্র কিছু যেন ব্যস্ত হইলেন। বলিলেন,

"কি বলুন দেখি।"

হেমচন্দ্র। আমি আমার স্ত্রীর নিকট বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, মন্ত্রীকন্যা রামরঙ্গণকে বিবাহ করিতে একান্ত বাসনা প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু

এ কথা অদ্যাপি রামরঙ্গণের কর্ণগোচর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সে যদি শুনিতে পায়, অনন্ত সৌন্দর্য্য ও গুণশালিনী মন্ত্রীকন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে বাসনা করিতেছে, তবে তখনি সে তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। আমি জানি সে যদি বিশেষরূপে চেষ্টা করে, তবে মন্ত্রীকে বাধ্য হইয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতেই হইবে। কেননা, রামরঙ্গণ আমাদের রাজার দক্ষিণ বাহু।

অক্ষয়। তবে এখন উপায়? আমার সমস্ত সম্পত্তি, মান, গৌরব, সকলই এক দিকে—আর এক দিকে সুর-সুন্দরী।

হেমচন্দ্র একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

"যদি এত হয়, তবে যাহাতে কার্য্য সমাধা শীঘ্র হয়, তাহা করিবে। রামরঙ্গণ এখন পাহাড়ে দেশে চলিল, আসিতে এক মাসের উপরেও হইবে। রামরঙ্গণের এই অনুপস্থিতি মধ্যে যদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবেই হইল, নতুবা নহে।"

অক্ষয়। ইহা করিতে যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় হয়, আমি তাহাতেও স্বীকৃত আছি।

হেমচন্দ্র। যদি সুর-সুন্দরীকে লাভ করিবার বাসনা তোমার হইয়া থাকে; যদি সেই উজ্জ্বল

রূপরাশি উপভোগ করিবার জন্য তোমার প্রাণের বাসনা হয়, তবে যাহাতে এক মাস মধ্যে বিবাহ সমাধা হইয়া যায়, তাহা করিবে।"

অক্ষয়। তবে কি রামরঙ্গণ ফিরিয়া আসিলে সুর-সুন্দরীকে পাইবার আশা আমার থাকিবে না?

হেমচন্দ্র। কিছু না; তাইতেত বলিতেছি, যাহাতে আমরা না ফিরিতে ফিরিতে সুরসুন্দরীর সহিত যাহাতে তোমার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহা করিও।

অক্ষয়। প্রাণপনে আমি তাহা করিব।

"আমি তবে এখন বিদায় হইলাম। তোমার কার্য্য তুমি করিয়া লইও।"

এই কথা বলিয়া হেমচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অক্ষয়চন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন,

"আর একটু বসুন।"

"আজ আর নহে।"

এই কথা বলিয়া হেমচন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"তুমি মোর চক্ষু মন কল্পনার সহচরী,
দেখিলাম, বুঝিলাম, আজিকে লো প্রাণেশ্বরী ;
তোমা ছাড়া প্রাণাধার,
সুধুই আঁধার সার,
সাহারার মরু প্রায়, কেবল জ্বলিয়া যায়,
বারি পুষ্প লতা হীন, বিভীষণ মহাকায়"।

দেখা।

প্রভাত হইতে বেলা ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত রাজদুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতেছে। অগণিত পদাতিক, অশ্বারোহী, অশ্ব, হস্তী, বন্দুক, কামান, তরবারি পরিপূরিত শকটরাশি, খাদ্য দ্রব্যপূর্ণ শকট সমূহ

শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গ্রামের বাহির হইতেছে। লোকে লোকারণ্য। রাজপথের দুই ধারে ধনী, দরিদ্র, রুগ্ন, সুস্থ, যুবক, বৃদ্ধ, বালক, বালিকা, জমাট বাঁধিয়া সৈন্যাদির গমন দেখিতেছে। পথের দুধারের গবাক্ষে বসিয়া কুলললনাগণও নির্নিমেষ নয়নে তাহা দেখিতেছে।

মন্ত্রীর বাড়ীও রাস্তার ধারে। তাহার একটী জানালায় বসিয়া সুর-সুন্দরী ও সুর-সুন্দরীর প্রিয়-সহচরী সুষমা। উভয়ে এক মনে সৈন্যশ্রেণীর গমন দর্শন করিতেছে। কত পদাতিক-সৈন্য, কত অশ্বারোহী-সৈন্য, কত হস্তী-আরূঢ়-সৈন্য আসিতেছে, আবার বাহির হইয়া যাইতেছে। কত অস্ত্র, কত কামান বন্দুক, গাড়ী বোঝাই হইয়া চলিয়া যাইতেছে। কত এল—কত গেল,—কিন্তু যাহার আশায় সুরসুন্দরী একনজরে—একদৃষ্টে—চাহিয়া আছে, সে এখনও আসিয়া পৌছিল না। কে সে?—সে রামরঙ্গণ। রামরঙ্গণের আগমন প্রতীক্ষায়,—একবার তাহাকে দেখিবার জন্য, সুর-সুন্দরী বসিয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে গভীরনাদে উপর্য্যুপরি দুই বার তোপধ্বনি হইল। কয়েকজন অশ্বারোহী-সৈন্য

বাহির হইয়া গেল। তাহাদের পরই রক্তবর্ণের পতাকা-হস্ত চারিজন অশ্বারোহী শরীর-রক্ষকে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রকাণ্ড এক তেজস্বিনী অশ্বিনী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিযা রামরঙ্গণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুর-সুন্দরীর প্রাণের ভিতর বিদ্যুদ্বেগে আনন্দলহরী খেলিয়া উঠিল; সে একদৃষ্টে—এক প্রাণে—রামরঙ্গণের দিকে চাহিয়া থাকিল।

রামরঙ্গণও সেখানে আসিযা নিজের অসীম বীরত্ব, গুরুতর দায়ীত্ব ভুলিয়া সেই গবাক্ষপানে চাহিল। চারি চক্ষুতে সম্মিলিত হইল। প্রণয়ী প্রণয়িনীর নিকট চোখে চোখে বিদায় চাহিল,—সুর-সুন্দরীর রামরঙ্গণ-দর্শন-পিপাসু-আঁখি বিদায় দিতে নারাজ হইল,—সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বড় আপত্ত্য উপস্থিত করিল; সে আপত্যে কোন ফল ফলিল না—রামরঙ্গণ চলিয়া গেলেন।

রামরঙ্গণ যদি চলিয়া গেলেন, তবে মান ভরে,—দুঃখ ভরে—সুর-সুন্দরীর নয়নযুগল অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। সুর-সুন্দরী মনে মনে বলিলেন,

"যাও প্রাণেশ্বর, শত্রুদলন করিয়া এস; তুমি বীর,—আমাদের রাজা তোমার বীর-বাহুযুগলের আশ্রিত। রাজাকে নিরাপদ করিয়া এস। মা

দুর্গা! হে হরি! তোমরা আমার প্রাণনাথের সহায় হও।”

দেখিতে দেখিতে জনতা ভাঙ্গিয়া গেল। লোক জন সব স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

সুষমা এতক্ষণ চারিদিকে চাহিতেছিল, লোক সকল চলিয়া গেল দেখিয়া সুর-সুন্দরীর দিকে চাহিল। দেখিল, সুর-সুন্দরীর নীলনয়নেন্দিবর-যুগল হইতে জলধারা পতিত হইতেছে। শশব্যস্তে কহিল,

“ওকি সুরু কাঁদ্‌চ?

সুরু আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল,

“কাঁদ্‌চি কৈ?”

সুষমা। চোখ দিয়ে জল পোড়্‌ছে কেন?

সুরু। অনেকক্ষণ একদিকে চেয়ে ছিলেম।

সুষমা। সেটা মিছে কথা, আসল কথা রাম-রঙ্গণ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

সুরু। উনি বীর, যুদ্ধ করিতে গেলেন,—আমি কাঁদিব কেন?

সুষমা। সেটা মুখে বলা যায়, প্রাণেত তা শুনে না।

সুরু। তবে তুমি কাঁদ্‌চ কৈ?

সুষমা। চোখ দিয়ে জল পোড়্ছে না, সেটা অনেকবার সহ্য হয়েছে ব'লে। কিন্তু বুকের ভিতর খাক হয়ে যাচ্চে।

সুরু। তোমার যেন স্বামী যুদ্ধে গেলেন, তাই দুঃখ হইতেছে, আমার কি?

সুষমা। রামরঙ্গণ।

সুরু। রামরঙ্গণ,—আমার কে?

সুষমা। হেমচন্দ্র আমার যা, রামরঙ্গণও তোমার তাই।

সুরু। আমার নিকট বটে, কিন্তু বাবাত তা হ'তে দিবেন না।

সুষমা। রামরঙ্গণ মনে করিলে, সহজে হইবে।

সুরু। কি প্রকারে?

সুষমা। তুমি কি জাননা রামরঙ্গণ আমাদের রাজার দক্ষিণ বাহু?

সুর-সুন্দরী স্থির দৃষ্টিতে উদাস মনে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"বিজাতীয় বাঞ্ছা কভু শোভিত না হয়।
বিতর্কি বেদের প্রভা কখন না বয়॥
অধরে অঞ্জন রেখা কেবল দূষণ।
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ব্ব ভূষণ॥"

সম্বন্ধ।

বৈকালের রোদ পড়িয়া আসিয়াছে,—এই সময় মন্ত্রী মুকুন্দনারায়ণ সিংহের বৈঠকখানায় অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

একজন বলিলেন,

"দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, এমন সম্বন্ধ কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। এমন বংশ, এমন ধনী, এমন মানী এখানে খুব কমই আছে।"

আর একজন বলিলেন,

"সে কথা আর বলিতে;—আর পাত্র কেমন, যেমন রূপ, তেমনি গুণ।"

মন্ত্রী মহাশয় গম্ভীর অথচ মৃদুস্বরে বলিলেন,

"হাঁ অক্ষয় ছেলে ভাল।"

কথাটা শুনিয়া প্রথম ব্যক্তি সদর্পে বলিলেন,

"ভাল কি—খুব ভাল। অমন ধনে, মানে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে, রূপে, গুণে আর একটী ছেলে দেখাও দেখি?"

মৃদু হাসিয়া মুকুন্দনারায়ণ বলিলেন,

"——তা বটে!"

প্রথম ব্যক্তি। তা বটে নয়! ঠিক্।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে কথা যাক, তা হইলেই অক্ষয়কে মেয়ে দেওয়াই স্থির ত?

মন্ত্রী। স্থির বৈ আর কি।

প্রথম ব্যক্তি। তবে একটা স্থির করিয়া ফেলুন। পোনর দিনের মধ্যে বিবাহ দেওয়া চাই, নতুবা আর একটী উপস্থিত আছে, সেইটী করিতে

হইবে।

মন্ত্রী। তাহা আর করিতে হইবে না, আমার সম্পূর্ণ মতই আছে। যে দিন আপনাদিগের ইচ্ছা, তাহাই স্থির করুন।

তখনই গণক পঞ্জিকা খুলিয়া দিন দেখিতে বসিল। অনেকক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া একটা দিন স্থির করিল। অদ্য হইতে পঞ্চদশ দিবসের দিন বিবাহের দিন সাব্যস্ত হইল, গণক এই কথা সকলকে বলিলেন। সকলেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হইল, সকলে আহ্লাদিত চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মন্ত্রী মহাশয় বাটির মধ্যে গমন করিয়া সকলকে সুর-সুন্দরীর বিবাহের দিনের কথা জানাইলেন।

বিবাহের কথা শুনিয়া দাস দাসী পরিজনবর্গ সকলেই মহা উল্লাসিত হইল। কেবল গৃহিণী কথাটা শুনিয়া তত সুখিনী হইলেন না; তিনি মন্ত্রী মহাশয়কে নির্জ্জনে ডাকিয়া, হাতের বাউটী খুঁটিতে খুঁটিতে মাটির দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,

"একটা কথা বলিব?"

মন্ত্রী হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হুকুম চাই নাকি?"

গৃহিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "চাই বৈকি।"

মন্ত্রী। আচ্ছা হুকুম দেওয়া গেল, কি বল।

গৃহিণী। বিবাহের দিন কি স্থির হয়ে গেল?

মন্ত্রী। হাঁ হয়েছে—পঁচিশে বৈশাখ।

গৃহিণী। অক্ষয়ের সহিত?

মন্ত্রী। তবে কাহার সহিত?

গৃহিণী। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মন্ত্রী। জিজ্ঞাসা করিবার মানে কি?

গৃহিণী। মানে এমন কিছু নেই।

মন্ত্রী। এমন কিছু নাই,—আছে একটু তবু?

গৃহিণী। ছিল—

মন্ত্রী। তবে বল।

গৃহিণী। আচ্ছা রামরঙ্গণের সঙ্গে বিয়ে দিলে হ'ত না?

মন্ত্রী। অক্ষয় হ'তে রামরঙ্গণ কি ভাল ছেলে?

গৃহিণী। ভাল মন্দের কথা হইতেছে না, সুরুর বড় ইচ্ছা, সে রামরঙ্গণের সহধর্ম্মিণী হইবে।

মন্ত্রী। তোমার সহিত নিজে ব'লেছে নাকি?

গৃহিণী। না আমার সাক্ষাতে আর সে বলে নি, হেমের বৌ ব'লেছে।

মন্ত্রী। তোমরা স্ত্রী জাতি, কিছুই বোঝ না। প্রথমে বংশ দেখিতে হয়,—তার পর আর আর সকল।

গৃহিণী। পবিত্র প্রণয়টা বড় বাঞ্ছনীয়।

মন্ত্রী। সে সকলে বাধ্য হইয়াত আর অজাতে দিলে চলে না।

গৃহিণী। রামরঙ্গণ কি অজাতি?

মন্ত্রী। নীচ বংশ।

গৃহিণী কাঁচা ঘুঁটি নিয়ে খেলিতে বসিয়াছিলেন, সুতরাং সত্বরেই তাঁহাকে হারি মানিতে হইল। এ ও তা বলিয়া বর্ষান্ত জলদের মত বার কতক আগড়ম্ বাগড়ম্ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন দুঃখিত চিত্তে, অপ্রসন্ন মনে গৃহিণী তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ক্ষণিক যাইয়া সুর-সুন্দরীর সহচরী সুষমার সহিত গৃহিণীর সাক্ষাৎ হইল। সুষমা বলিল,

"সুরুর নাকি বিয়ে?"

গৃহিণী। তাইত শুনিতেছি!

সুষমা। অক্ষয়ের সঙ্গেই কি স্থির হইল?

গৃহিণী। তাই হ'ল।

সুষমা। সুরুর কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ অমত।

গৃহিণী। তা ব'লে আর কি হয়?

সুষমা। আপনি কেন একবার মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া দেখুন না?

গৃহিণী। এই তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি।

সুষমা। কথাটা কি পাড়িয়াছিলেন?

গৃহিণী। রামরঙ্গণের সহিত সুরুর বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অনুরোধও করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; তাহার মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না।

শুনিয়া দুঃখিত চিত্তে বিষণ্ণবদনে সুষমা চলিয়া গেল। গৃহিণীও ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

যেখানে বসিয়া সুর-সুন্দরী উদাসভাবে মৃদু-মধুরকণ্ঠে গীত গাহিতেছিলেন, সেই স্থানে গিয়া সুষমা দর্শন দিলেন। তাহাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া সুর-সুন্দরী গান বন্ধ করিয়া দিল।

সুষমা প্রদীপালোকে অনেকক্ষণ সে মেঘাবৃত

পূর্ণিমা রজনীর ন্যায়, বিষণ্ণ অথচ অনন্ত সৌন্দর্য্য মাখা মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শেষ বলিল,

"গান বন্ধ হ'ল যে ?"

সুরু জড়িত স্বরে বলিল,

"গান আবার কে গাচ্ছিল !"

সুষমা হাসিয়া বলিল,

"ঈশ্বর ত আমায আর কালা করেন নাই।"

সুরু বলিল,

"তবে গেয়েছি।"

সুষমা বলিল,

"তবে আমায় দেখিয়া বন্ধ করিলে কেন ?"

সুরু। ভয়ে।

সুষমা। কিসের ভয় ?

সুরু। তোমার।

"তা বটে !"

এই কথা বলিয়া সুষমা স্নিগ্ধ প্রদীপালোকে সায়াহ্ন পদ্মিনীবৎ সুর-সুন্দরীর ম্লান অথচ সহাস মুখখানি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সে মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিল, তাহাতে সুর-সুন্দরী কিছু অপ্রতিভ হইল। বলিল,

"মরি! কি দেখ্‌ছ!"

সুষমা কথা কহিল না। সে যেমন একদৃষ্টে তার বদন প্রতি চাহিয়া ছিল, তেমনই চাহিয়া থাকিল।

সুর-সুন্দরী বলিল,

"কি দেখ্‌ছ?"

সুষমা এবার কথা কহিল, বলিল,

"না, এমন কিছু নহে।"

সুরু। তবু?

সুষমা এবার ঢোক গিলিয়া বলিল,

"তোমার যে বিবাহ।"

সুর-সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে যেন কে আগুণ জ্বালিয়া দিল; বলিল,

"কাহার বিবাহ, তোমার?"

সুষমা। আমার বিবাহ?—আমার কি বিবাহ হয় নাই, দুবার কি কারও বিয়ে হয় নাকি?

সুরু। দুবার হয় না, কিন্তু দুজনের সঙ্গে হয় কি?

সুষমা। দুজনের সঙ্গে কি স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়? পুরুষের হয়।

সুরু। যদি স্ত্রীলোকের না হয়, তবে আমা-

রও হইবে না,—রামরঙ্গণ দেশে ফিরিয়া না এলে আমার বিবাহ হইবে না।

সুষমা। দিন স্থির হ'য়ে গেল যে?

সুরু। কবে?

সুষমা। এই মাসের পঁচিশে।

সুরু। সুর-সুন্দরীর যমের বাড়ী যাওয়ার দিন চব্বিশে স্থির হইয়াছে।

সুষমা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। আকুলিত হৃদয়ে, জড়িতস্বরে বলিল,

"তবে কি তুমি রামরঙ্গণ ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না?"

সুরু। রামরঙ্গণ আমার স্বামী, আমি রামরঙ্গণের স্ত্রী। বাবা আমাকে অন্য করে দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার দেহ তিনি দিতে পারেন; কেননা এ দেহ তাঁহার—তাঁহারই শুক্রে এ দেহের উৎপত্তি। কিন্তু প্রাণ'ত আমার;—দেহ দানের আগে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

সুষমা বিস্ফারিত নেত্রে সুর-সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

"যদি তোমার মনের ভাব এতদূর, তবে স্পষ্ট ক'রে সকল কথা খুলে বলনা কেন?"

সুরু। "কাহাকে?"

সুষমা। তোমার পিতাকে।

সুরু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া বলিল,

"বাবাকে বিয়ের কথা বলিব,—ছিঃ!"

সুষমা। আমি তোমার মাকে বলেছিলেম, তিনি কর্ত্তাকে অনেক ব'লেছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

সুরু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,

"হবেও না।"

সুষমা। তবে এখন উপায়?

সুরু। উপায় যম।

সুষমা। সে উপায় ভিন্ন আর কিছু নাই কি?

"কিছু না।"

এই কথা বলিয়া সুরু সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। নিকটেই একখানি সুদৃশ্য পালঙ্ক বহুমূল্য শয্যা বক্ষে করিয়া বিরাজ করিতেছিল, সুরু গিয়া তাহার বক্ষে উঠিলেন, একটা চাদর টানিয়া আপাদ মস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিলেন। সুষমা নিকটে গিয়া দুই তিন বার ডাকিল, কিন্তু সুরু উত্তর দিল না। সুষমা শুনিতে পাইল, সুরু টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"সাবাস্ প্রণয়, ক্ষমতা তোমার
আধিপত্য তব জগত-মাঝার।
যেরূপ সেরূপ কাহারও নাই—
কটাক্ষ নয়নে চাহ যার পানে
ফিরে—কব তারে,—
সে তোমারে জানে
তুমিই বিজয় সকল ঠাঁই।"

প্রেম-পীড়িত।

রামরঙ্গণের সেনা সকল আসিয়া পাহাড়ীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, তাহারাও সদলে সবলে আসিয়া প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইল, উভয় দলে ভয়ানক্ যুদ্ধারম্ভ হইল। এক আধ দিন নহে,

উপর্য্যুপরি চারি পাঁচ দিন যুদ্ধ হইল, কিন্তু বীর-পুঙ্গব রামরঙ্গণের বাহুবলে ও কৌশলজালে পাহাড়ীগণ পরাজয় হইল।

তখন রামরঙ্গণ সেখানকার সুবন্দোবস্ত করিয়া—একজন প্রতিনিধি রাখিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনের আদেশ করিলেন। কিন্তু নব বিজিত প্রদেশে কিছু দিন থাকিয়া শান্তি উপভোগ করিতে অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করিল; সুতরাং বাধ্য হইয়া সে দেশে কিছু দিন থাকিতে হইল।

একদা সন্ধ্যাকালে,—আকাশে বড় মেঘ উঠিয়াছে, কড় কড় নাদে গর্জ্জন হইতেছে, বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে। দেখিতে দেখিতে ভয়ানক ঝড় উঠিল, ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, প্রকৃতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন!

রামরঙ্গণ একাকী একটী গৃহের মধ্যে শয্যায় অর্দ্ধশয়নাবস্থা। চারিদিকের জানেলা সার্সী বন্ধ। মধ্যে মধ্যে জোর বাতাসে জানেলা গুলা কাঁপিয়া উঠিতেছে,—গম্ভীর শব্দ হইতেছে। মেঘের সময়—বৃষ্টির সময়, বিরহীর কথা দূরে থাকুক, প্রিয়া-সহচরেরও দারুণ বিরহ উপস্থিত হয়,—মন যেন উধাও হইয়া কোথায় যায়। রামরঙ্গণ একাকী

বসিয়া ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন? ভাবিতেছেন,—

"সে কে? যাহার জন্য প্রাণ আমার এত উতলা হইতেছে! তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি?—আমার'ত সে কেহ নহে। কখনও যে কেহ হইবে, এ আশাও নাই। আমার জন্য শিবচন্দ্র সুরুর পিতার নিকট বলিয়াছিল, রামরঙ্গণের সহিত সুরুর বিবাহ দিন। তিনি অস্বীকার করিয়াছেন, আমরা এক শ্রেণী নহি। কিন্তু সুরু—সুর-সুন্দরী পরের হইবে! প্রাণে'ত সহ্য হইবে না! দেশে যাই, পুনরায় প্রার্থনা করি, সম্মত না হয়েন, বাহু-বল প্রকাশ করিব। বীরের আবার তাহাতে দোষ কি, অর্জ্জুন ভীষ্ম কি ক'রেছিলেন! আমিও তাহাই করিব।—প্রাণ যায় সেও স্বীকার, রাজার বিরাগ ভাজন হই, সেও ভাল,—তথাপি প্রাণাধিকা সুরুকে ছাড়িব না। সে যে আমার মনচোরা, তাহাকে ছাড়িয়া কাহার জন্য, কোন্ আশায় এ জগৎ সংসারে থাকিব!"

রামরঙ্গণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একজন দ্বারবান আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,

"ছোট বাবু আপনার নিকট আসিতে অনুজ্ঞা

চাহিতেছেন।”

ছোট বাবু শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্র পাশের একটা ঘরে আছেন। রামরঙ্গণ দ্বারবানকে কহিলেন,

“শীঘ্র তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দে।”

দ্বারবান চলিয়া গেল এবং কিয়ৎ পরেই শিবচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবচন্দ্রের সহাস্য মুখ। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

“অমন করিয়া বিষণ্ণ মুখে কি ভাবিতেছেন।

রামরঙ্গণও মৃদু হাসিলেন। বলিলেন,

“বল দেখি কি ভাবিতেছি ?”

শিবচন্দ্র কহিলেন,

“তাকি বুঝিতে বাকি আছে! আপনি নিভৃত নির্জ্জনে বসিয়া সুর-সুন্দরীর অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী রূপরাশি ভাবিতেছেন!”

গম্ভীরস্বরে রামরঙ্গণ বলিলেন,

“ঠিক তাই;—কিন্তু ভাবিয়া কোন ফল নাই, বৃথা কষ্ট!”

শিবচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন।

রামরঙ্গণ আবার বলিলেন,

“শিবচন্দ্র! সুর-সুন্দরীকে পাইবার কি কোন উপায় নাই ?”

শিবচন্দ্র বলিলেন,

"আমি'ত যতদূর বলিতে হয়, মন্ত্রী মহাশয়কে তাহা বলিয়াছি; কিন্তু কোন ফল হয় নাই।—ফল হইল না দেখিয়া খুড়ী মাকেও বলিয়াছি, তাঁহার কিন্তু সম্পূর্ণ মত; তবে স্ত্রীলোকের আর ক্ষমতা কি!"

রামরঙ্গণ বলিলেন,

"খুড়ীমা কে?"

শিবচন্দ্র। মন্ত্রী মহাশয় আমার সম্পর্কে খুল্লতাত, তাঁহার স্ত্রী অর্থাৎ সুরুর মা খুড়ীমা।

রামরঙ্গণ। তাহ'লে সুরু তোমার সম্পর্কে ভগ্নী। তবে তাহার নিকট যাইবার অধিকারও'ত তোমার আছে, তাহাকে গিয়া একদিন আমার কথাটা জানাও নাই কেন?

শিবচন্দ্র। কতদিন জানাইয়াছি। তবে সে ভগ্না, আমি তার দাদা;—স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই। ছলে কৌশলে তোমার কথা পাড়িয়া তাহার মন বুঝিয়াছি।

রামরঙ্গণ। তাহাতে কি বুঝিয়াছ?

শিবচন্দ্র। একান্ত তোমাতে রতা।

রামরঙ্গণ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া শেষ

এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"আমি এমনই হতভাগ্য—যে আমাকে প্রাণ দিয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"

শিবচন্দ্র বলিল,

"আপনি অত উতলা হইবেন না। চলুন, দেশে যাইয়া যে হয় একটা উপায় করা যাইবে। এখানে আর কালবিলম্ব করা উচিৎ হইতেছে না। কেননা যদি সুরুর এর মধ্যে বিবাহ হইয়া যায়, তবেত আর কিছুই হইবে না।"

রামরঙ্গণ ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,

"উপায় আর কি হইবে;—মন্ত্রী মহাশয়ের কন্যা, তিনি যখন দিতে অস্বীকৃত, তখন আর কোন উপায়ই নাই। তবে দেশে যাইবার কথা বলিতেছ, আজ প্রত্যুষেই যাত্রা করা যাইবে। তুমি আমার এই হুকুম সৈন্যদলের মধ্যে প্রচার করিয়া দাও।"

শিবচন্দ্র উঠিয়া একটা জানেলা খুলিয়া দেখিল, মেঘ গিয়াছে, বৃষ্টি থামিয়াছে,—মধ্যে মধ্যে এক একবার দুঃখের সময়ের হাসির ন্যায় মন্দ মন্দ বিদ্যুৎ ঝল্সিতেছে। গাছের পাতা হইতে, তাম্বুর নর্দ্দামা হইতে, তখনও দুই চারি ফোঁটা জল ঝরি-

তেছে। পয়প্রণালী দিয়া তখনও জল যাইতেছে।

শিবচন্দ্র বাহির হইয়া সম্বাদ-ঘোষককে ডাকিয়া তাহাকে বলিলেন,

"সৈন্যগণ যেন আগামী কল্য প্রভাতে দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। আমাদের সেনাপতি মহাশয়ের হুকুম হইয়াছে।"

এই কথা বলিয়া শিবচন্দ্র আপনার কুটীরে ফিরিয়া গেলেন, সম্বাদ-ঘোষক সেনাদলের নিকটে নিকটে সম্বাদ-ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলেই শুনিতে পাইল যে, "আগামী কল্য প্রত্যূষে আমাদিগকে দেশে যাইতে হইবে।" সুতরাং সকলেই কাপড়াদি গুছাইতে লাগিল। এই নূতন প্রদেশে আসিয়া যিনি যে সকল নূতন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা যত্নে বাঁধিয়া লইলেন। সকল ঘরেই আলো জ্বলিতেছে, সকল ঘরেই লোকে কলরব করিতেছে! অনেকক্ষণ পরে ক্রমে ক্রমে আলো নিবিল,—লোক-কোলাহলও থামিল,—সকলেই নিদ্রিত।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া গেল। লোকজনও সব জাগরিত হইল। বাদ্যকরগণ উৎসাহ বাদ্য বাজাইতে লাগিল।

রামরঙ্গণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। দৈনিক কার্য্য যথাবিধি সমাপ্ত করিয়া শিবচন্দ্রকে ডাকাইলেন। শিবচন্দ্র নিকটস্থ হইয়া যথাবিধি সম্মান জানাইল।

রামরঙ্গণ বলিলেন,

"তবে দেশে চল ?"

শিবচন্দ্র সহাস্যমুখে বলিলেন,

"হাঁ—চলুন। যাহাতে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা প্রাণপনে করিব।"

তখনি সুসজ্জিত অশ্ব ও রামরঙ্গণের শরীর-রক্ষকগণ আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে রামরঙ্গণের সৈন্য শ্রেণী, অস্ত্রাদির শকট, খাদ্যাদির ভার বাহির হইয়া গেল। কার্য্যানুরোধে সকলের পুরোভাগে শিবচন্দ্রকে যাইতে হইল। সকলে যখন বাহির হইয়া গেল, তখন রামরঙ্গণ অশ্বারোহণ করিলেন। শরীররক্ষকগণের শিক্ষিত ঘোড়া নাচিতে নাচিতে তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ ছুটিল।

রামরঙ্গণ যাইতে যাইতে সুরুর কথা ভাবিতে লাগিল। তাঁহার নিকট এ বীরত্ব কাহিনী, রাজানুগ্রহ, অতুল সম্মান, এ সকল তুচ্ছ বোধ হই-

তেছে। কেবল সে হৃদয়ে সেই এক কামনা! কেমনে—কোন্ উপায়ে—সুর-সুন্দরীকে সঙ্গিণী করিতে পারিবেন,—কেমনে সেই সুকণ্ঠ-নিঃসৃত কণ্ঠরব শুনিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন,—কেমনে সে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও গুণশালিনী সুরু তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র অধিকারিণী হইয়া তাঁহার অন্ধকার হৃদয় আলো করিবে,—এই চিন্তারাশি হৃদয়ে করিয়া উদ্ভ্রান্ত ভাবে, অবিশ্রান্তগতিতে দেশাভিমুখে চলিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"বিদ্যাই নরের হন সমধিক রূপ।
বিদ্যাই প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধনের স্বরূপ॥
বিদ্যা সুখভোগ প্রদা, যশোবিধায়িনী;
বিদ্যাই গুরুর গুরু, কল্যাণদায়িনী॥
বিদ্যা হন বন্ধুজন,—বিদেশ গমনে।
পূজনীয়া হন বিদ্যা, ভূপতি সদনে॥
পরম দেবতা বিদ্যা সর্ব্ব ধন সার।
বিদ্যাই নরের হয়—সুখের আকর॥"

বিদ্যাবল।

সুবর্ণপুর প্রসিদ্ধ রাজ-বংশীয়দিগের পুরাতন রাজধানী। মন্ত্রী মুকুন্দনারায়ণ সিংহের আবাস ভূমিও সুবর্ণপুরে। রাজা অধিকাংশ সময়ই সুবর্ণপুরে অতিবাহিত করিতেন। মন্ত্রী মুকুন্দনারায়ণ

রাজার নিকট নিজ কন্যা সুর-সুন্দরীর বিবাহ কথা জানাইলেন। বলিলেন,

"মহারাজ, আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে এখন পাত্রস্থ করাই কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় হরিদাস মিত্রের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি। আগামী পঁচিশে বিবাহ হইবে।"

তখনকার রাজাগণ কেবল ভূস্বামী ছিলেন না; সামাজিক শাসন দণ্ডও তাঁহাদিগেরই হস্তে ছিল, সুতরাং সমাজ সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্য করিতে হইলে, রাজা বা তন্নিয়োজিত লোকের নিকট অনুমতি লইয়া কার্য্য সমাধা করিতে হইত।

মন্ত্রীর বাক্যাবসানে রাজা বলিলেন,

"কবে বিবাহ, পঁচিশে! পঁচিশে'ত আগামী পরশ্ব।

মন্ত্রী বলিলেন,

"এই আগামী পরশ্বই হইবে।"

রাজা। তা মন্দ নহে, বংশও ভাল, ছেলেও মন্দ নহে। তবে কিনা পাহাড়ে দেশ হইতে রাম-রঙ্গণ ও সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিলে আনন্দে উৎসবে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা যাইবে। নতুবা তাহারা

বিপন্নে, বিদেশে রহিয়াছে—আমাদের কি আমোদ উপভোগ ভাল লাগিবে।

মন্ত্রী কিছু অপ্রতিভ হইয়া এদিক ওদিক করিয়া বলিলেন,

"এদিনে না দিলে, তাহারা অন্যত্র করিবে।"

রাজা গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"তবে এই দিনেই বিবাহ দাও, উৎসবাদি তাহারা আসিলে হইবে।"

মন্ত্রী বলিলেন,

"আমিও তাহাই স্থির করিতেছি।"

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সামরিক বিভাগের একজন দূত আসিয়া শুষ্ক-কণ্ঠে, কম্পিত স্বরে বলিল,

"মহারাজ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। মহারাষ্ট্রীয়-গণ আসিয়া নগরে পড়িয়াছে। পণ্য বিপনী সকল লুঠ করিতেছে শুনিতে পাইয়া সেনাপতি মহাশয় একদল সেনা প্রেরণ করেন, কিন্তু অচিরে মহা-রাষ্ট্রীয় বলের নিকট সৈন্যদল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তারপর নিজে সেনাপতি মহাশয় বহু-সংখ্যক সৈন্য লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হয়েন, কিন্তু অল্পক্ষণ যুদ্ধেই তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত

হইয়াছেন,—এখন যুদ্ধ চলিতেছে। বোধ হয় এতক্ষণ মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ জয়লাভ করিয়াছে। এক্ষণে যাহা সুবিবেচনা করেন, তাহাই অনুমতি করুন।”

কথা শুনিয়া রাজা সভয়-চকিত-নেত্রে মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন, মন্ত্রী শশব্যস্তে কহিলেন,

“মহারাজ, রামরঙ্গণ বিদেশে—সুতরাং আপনি নিজে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা না করিলে আর কোন উপায় নাই।”

রাজা বলিলেন,

“তবে তাই আমি নিজেই যুদ্ধে যাইব।”

মন্ত্রী তখনই রাজ-সৈন্যগণকে সাজিতে আদেশ দিলেন। রাজাও রণবেশে সজ্জিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ বাসনায় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দুর্গের বাহির হইলেন।

রাজা সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, সেনাপতি সেখানে নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণ বীরনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

রাজা আসিয়াছেন দেখিয়া বিশ্বস্ত সৈন্যগণ আবার একত্রিত হইল। আবার সকলে হুহুঙ্কার

করিল—আবার যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু সে অমিত বলশালী মহারাষ্ট্র অনিকিনীর নিকট তাঁহাদের বল ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিল। ক্রমেই তাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কৃষ্ণপক্ষের রজনী—গাঢ় মশিমালায় বদনাবৃত করিলেন,—আর কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। সুতরাং যুদ্ধ সে দিনকার মত স্থগিত হইল। রাজা ও রাজ-সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গভীর নিশিথে সামরিক সভা আহ্বান করিয়া রাজা মহাশয় দারুণ মহারাষ্ট্রীয় কবল হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় স্থির করিতে বসিয়াছেন। সকলেই ভীত, সকলেরই মুখে বিষাদ-চিহ্ন প্রকাশমান।

রাজা বলিলেন,

"এক রামরঙ্গণ ব্যতিত মহারাষ্ট্রীয় কর হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমন বীর আমার আয়ত্তীভূত আর কেহই নাই। আমার বিশ্বাস, আমরা কখনই মহারাষ্ট্রীয় দিগের সহিত পারিব না।

মন্ত্রী বলিলেন,

"তবে উপায়?"

রাজা। মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্থের দাস। কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করাই কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। তবে তাহাই করা হউক,—আগামী কল্য সকালে অর্থ দিয়া উহাদিগকে নিরস্ত করিয়া দেওয়া যাইবে।

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। এমন সময় একজন সম্বাদবাহী আসিয়া জানাইল,

"দ্বারদেশে মহানুভব বীর রামরঙ্গণ উপস্থিত, অনুজ্ঞা হইলে দুর্গদ্বার খুলিয়া দেওয়া যায়।"

এই বিপদ সময়ে সহসা বীর রামরঙ্গণের আগমনে রাজার হৃদয়ে আনন্দের উদ্ভব হইল। রাজা সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

"শীঘ্র তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।"

দূত চলিয়া গেল এবং অচিরে রামরঙ্গণকে রাজানুজ্ঞা শুনাইল। রামরঙ্গণ যথাস্থানে সৈন্যাদি প্রেরণ করিয়া রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক নত জানু হইয়া প্রণাম করিয়া জোড়হাতে রহিল।

রাজা তাঁহাকে দক্ষিণদিগের আসনে উপবেশন করাইয়া বলিলেন,

"রামরঙ্গণ কুশল ত?"

রাম। মহারাজ, আপনার প্রসাদে ও আশী-র্ব্বাদে পাহাড়ীয়া জাতিগণ অনেক যুদ্ধের পর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

রাজা। সকল বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছ?

রাম। আজ্ঞা, বন্দোবস্ত হইয়াছে।

রাজা। এক্ষণে আর এক নব বিপদে জড়িত হইয়াছি।

রাম। কি?

রাজা। মহারাষ্ট্রীয়গণ নগরে বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে,—স্থানীয় সেনাপতি আহত, আমিও ক্ষত বিক্ষত—নগর লুণ্ঠিত!

রামরঙ্গণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

"নগর নিরাপদ হইয়াছে। আপনারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যখন দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আমরা সেই সময় নগরে প্রবেশ করিলাম। সূর্য্যসিংহের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তখনই তাহাদি-গের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া দিলাম। এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই দস্যুগণকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া—এই মহারাজের নিকট আসিতেছি।"

কথা শুনিয়া রাজা বিস্ময় ও হর্ষরসে গলিয়া গেলেন, সিংহাসন হইতে উঠিয়া রামরঙ্গণকে কোল

দিলেন, গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন,

"রামরঙ্গণ, তুমি আমাকে কিনিয়া রাখিলে,—তুমিই এ সিংহাসনের অধিপতি। আমি তোমার অনুগৃহীত প্রতিনিধি।"

রামরঙ্গণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তকরে, বিনীত-কণ্ঠে কহিলেন,

"মহারাজ, সামান্য ভৃত্যের নিকট অত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেন করিতেছেন,—আমি আপনার দাসানুদাস, স্নেহাকাঙ্ক্ষী।"

রাজা তখন সভা ভঙ্গ করিয়া রামরঙ্গণের হাত ধরিয়া বিশ্রাম ভবনে প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

"অতি বড় যোগ্যতী না পান ঘর,
অতি বড় সুন্দরী না পান বর,
জন্ম মৃত্যু বিয়ে,
তিন বিধাতা নিয়ে।"

* * * * *

"বাঞ্ছিত লভিল বীর আপনার গুণে,

* * * * *

"গুণের কাছে কি খাটে বল।
গুণে ছেদ করে কুটিল কৌশল॥"

সম্বন্ধ।

আজি বৈশাখ মাসের চতুর্ব্বিংশতি দিন। আগামী কল্য সুর-সুন্দরীর বিবাহ হইবে। অক্ষয়-চন্দ্র বন্দ্যপাত্র,—হেমচন্দ্রের উৎসাহে, সংযোজ-

গতায় এ বিবাহ নিষ্পন্ন হইতেছে, সুতরাং তাহার আর আনন্দ ধরিতেছে না; অক্ষয়চন্দ্র তাহাকে যথোপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করিতেছে,—উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্যে তাঁহার রসনার তৃপ্তি বিধান করিতেছে,—অর্থও যথোপযুক্ত প্রদান করিতেছে। অক্ষয়চন্দ্রেরও আনন্দ অপার! সে বহুদিনের বাঞ্ছিত রত্ন লাভ করিবে,—দেশ প্রসিদ্ধ সুন্দরী সুরর স্বামী হইবে, সুতরাং সে আনন্দে বিভোর।

মন্ত্রী মহাশয়েরও আনন্দ অসীম। একমাত্র কন্যার আজি বিবাহ, আজি জামাতা যাইবেন,—দশজনের সমাগম হইবে, সুতরাং তাঁহারও আনন্দ! মন্ত্রী ভবনে দাস দাসীরও আনন্দ, দুই পয়সা উপহার পাইবে, এক আধখানা নূতন কাপড় পাইবে। প্রতিবেশীগণের আনন্দ, দুই দিন উদর পূরিয়া উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য খাইতে পাইবে। নগরবাসীগণের আনন্দ, বাজি বাজনা দেখিয়া নয়ন মনের কৌতূহল নিবারণ করিবে। ফলতঃ সুর-সুন্দরীর বিবাহ উৎসবে নগরবাসী সকলেই যেন উৎফুল্ল।

কেবল বিষণ্ণ রামরঙ্গণ আর শিবচন্দ্র। রামরঙ্গণ দেখিলেন, তাঁহার সকল আশা ভরসা আজি অতল জলধিজলে ভাসিতে বসিয়াছে,—জন্মের মত

তাঁহার হৃদয়ের ভালবাসার ধন অপরের হইতে বসিয়াছে। তিনি ভাবনায় আকুল,—দারুণ চিন্তার কশাঘাতে নিষ্পীড়িত। যে বীরহৃদয় অসীম অস্ত্র প্রহারেও ক্লান্ত হয়না,—যে প্রাণ শত্রুর গভীর নিনাদেও দমে না,—আজ তাহা একটা স্ত্রীলোকের জন্য একেবারে দমিয়া গেল,—একেবারে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। শিবচন্দ্র রামরঙ্গণের অধীনস্থ নিম্ন-কর্ম্মচারী—তথাপি হৃদয়ের বন্ধু !

আর দুঃখিতা সুর-সুন্দরী। সুর-সুন্দরীর নীল নয়নেন্দিবর যুগল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠি-য়াছে,—গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। রাম-রঙ্গণ,—যাহাকে সে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, তাহাকে পাইবে না, অন্যের সহিত বিবাহ হইবে।

বেলা দ্বিপ্রহর ! সুর-সুন্দরী বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিল. ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, মরিব। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় প্রেমশূন্যের প্রীতি—যমের আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় নাই। এই ভাবিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, খাঁচা ভাঙ্গিয়া পাখি উড়াইয়া দিল। খেলানা গুলা লইয়া দাসীদিগের মেয়ে ছেলের মধ্যে বিলাইয়া দিল। ছুঁচ সুতা পাড়ার বৌদের ডেকে দিল। এ সকল কেন করিতেছ,

জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "কাল শ্বশুর বাড়ি যা ও সকলে আর প্রয়োজন কি?" মনে মনে বলিল; "আজি রাত্রে যখন মরিব, তখন ও সকলে আমার প্রয়োজন কি?"

এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া সুর-সুন্দরী বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। চাদর দিয়া আপাদ মস্তক ঢাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে আশমিত নিশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল।

মন্ত্রী, কন্যার বিবাহ জন্য ছুটি লইয়া বাড়ী রহিয়াছিলেন। একজন রাজদূত আসিয়া তাঁহাকে এক পত্র দিল, পত্র স্বয়ং রাজা লিখিয়াছেন। মন্ত্রীপত্র পাঠ করিয়া রাজ-সমীপে গমন করিলেন।

রাজা তখন সামরিক সভা করিয়া পাত্র মিত্র লইয়া বিষণ্ন বদনে বসিয়া আছেন। মন্ত্রী অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলে রাজা বলিলেন,

"মন্ত্রী, বিপদের উপর বিপদ! মহারাষ্ট্রীয়গণ এখান হইতে রামরঙ্গণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া চলিয়া গিয়া,—আবার অধিক সংখ্যক লোক সমবেত হইয়া দক্ষিণ বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়াছে; তথাকার শাসন কর্ত্তা লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এ বিপদ সময়েরামরঙ্গণ ব্যতিত আর কোন উপায় নাই। তাহার নিকট লোক পাঠান হইয়াছিল, সে বলিয়া পাঠাইয়াছে, তাহার শরীর ও মন অত্যন্ত অসুস্থ, সে এখন যুদ্ধ করিতে যাইতে পারিবে না। আরও বলিয়া পাঠাইয়াছে, "মহারাজকে বলিও,—আমার আশা তিনি যেন পরিত্যাগ করেন, আমি সত্বরেই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব।" মন্ত্রী। রামরঙ্গণ যে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে, ইহা কখনও আমি মনে ভাবি নাই। হঠাৎ তাহার এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি, আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

মন্ত্রী অনেকক্ষণ গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন,

"তাহাকে ডাকিতে আবার লোক পাঠান।"

রাজা। আবার লোক পাঠান হইয়াছে।

মন্ত্রী। তবে একটু অপেক্ষা করুন,সে আসুক।

মন্ত্রী ও রাজা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই সময়ে রাজ-প্রেরিত লোকের সহিত শিবচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবচন্দ্র রাজাকে যথাবিহিত সম্মান করিয়া দাঁড়াইলে, রাজা বলিলেন,

"শিবচন্দ্র, তোমার সেনাপতি কোথায়?"

শিবচন্দ্র, নতবদনে বলিল,

"বাসায়।"

রাজা। আমি তাহাকে ডাকিতে পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতেছি, সে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে না কেন?

শিব। মহারাজ, তিনি আমাকে পাঠাইলেন—বলিয়া দিলেন,—"মহারাজকে বলিও, আমি অদ্য হইতে আমার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম, আর বলিও—আগামী কল্য রজনীতে এ দেহও পরিত্যাগ করিব।"

রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,

"সে কি! রামরঙ্গণ অমন হইল কেন?"

শিবচন্দ্র কহিলেন,

"মহারাজ—প্রণয়ে তাহাকে পাগল করিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,

"বুঝিয়াছি, হাজার হউক সে নবযুবক,—অস্থির-চিত্ত। যাহাহউক শিবচন্দ্র তুমি বল, সে কোন্ রমণীর পাণি গ্রহণেচ্ছা করিয়া তাহাতে ভগ্নাশ হইয়া জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে। যাঁহাকেই সে ইচ্ছা করুক, আমি তাহার সহিত বিবাহ দিব।

অধিক কি—যদি আমার কন্যার উপর তাহার ভাল-বাসা হইয়া থাকে, আমি অনতিবিলম্বে তাহাকে কন্যাদান করিব। যদি তুমি অবগত থাক, শীঘ্র বল। আর যদি না জান, তবে এখনি তাহার নিকট গিয়া বল, সে যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহাকেই পাইবে।"

শিবচন্দ্র বিনীত মস্তকে করযোড়ে রাজাকে বলিলেন,

"মহারাজ, যদিও আমি তাঁহার অধীন ও নিম্ন কর্ম্মচারী, তথাপি তিনি আমাকে দয়া করিয়া বন্ধু বলিয়া ভাবেন এবং তাঁহার মনের কথা সব আমার নিকট প্রকাশ করেন।"

রাজা বলিলেন,

"তবে বল, কাহার উপর তাহার ভালবাসা জন্মিয়াছে।"

শিব। মন্ত্রী মহাশয়ের কন্যা সুর-সুন্দরীকে তিনি আন্তরিক ভালবাসিয়াছিলেন, আমি শুনিয়াছি সুর-সুন্দরীও তাঁহাতে নিতান্ত অনুরক্ত হইযাছেন। আমি এই সকল জানিতে পারিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট ঐ বিবাহের কথা উত্থাপন করি, মন্ত্রী মহাশয় তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া অক্ষয়ের সহিত

বিবাহ স্থির করেন। সে বিবাহ আগামী কল্য,—তাই সেনাপতি মহাশয় ভগ্নাশ হইয়া জীবনে ঘৃণিত হইয়াছেন।”

রাজা বলিলেন,

“এই,—ইহারই জন্য! মন্ত্রী কন্যার উপর যদি তাহার প্রাণের এত পিপাসা, তবে এতদিন সে কথা আমাকে বলে নাই কেন?”

শিব। আমরা পাহাড়ীয়া দেশ হইতে আসিয়া শুনিলাম সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে,—পঁচিশে বিবাহ। তবু আমি আরও একটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সেনাপতি মহাশয় নিষেধ করিলেন। বলিলেন, আর চেষ্টা করা বৃথা! বিশেষতঃ এখন কলে কৌশলে এ বিবাহ বন্ধ করিয়া দিলে, এবং নিজে বিবাহ করিলে, রাজা অবিশ্বাস করিবেন,—সে হ'তে এ সামান্য জীবন নষ্ট করাই ভাল।”

রাজা মৃদু হাসিলেন। বলিলেন,

“রামরঙ্গণ,—রামরঙ্গণ আমার দক্ষিণ বাহু। সে যদি আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিত, তাও দিতে প্রস্তুত হইতাম। তুমি এই দণ্ডে তাহাকে গিয়া বল, ভাল শুভলগ্নে অক্ষয়ের পরিবর্ত্তে তাহা-

রই সহিত সুর-সুন্দরীর বিবাহ হইবে। কিন্তু পরশ্ব দক্ষিণ বঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় বিরুদ্ধে তাহাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।”

কথাটা শুনিয়া মন্ত্রী মহাশয় দুই একবার আম্‌তা আম্‌তা করিলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। শিবচন্দ্রকে বলিলেন,

“যাও তুমি ত্বরায় রামরঙ্গণকে এ সম্বাদ প্রদান করগে।”

শিবচন্দ্র আনন্দিত মনে রামরঙ্গণের নিকট গমন করিল।

রাজা তখন বলিলেন,

“মন্ত্রী, সুর-সুন্দরী যেমন সুন্দরী ও গুণশালিনী রামরঙ্গণ তদুপযুক্ত পাত্রই বটে। আনন্দচিত্তে উহাকে কন্যা সম্প্রদান কর।”

মন্ত্রী মস্তক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন,

“রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।”

রাজসভা ভঙ্গ হইল।

মন্ত্রী গৃহে গমন করিলেন। রাত্রি অধিক হই-য়াছে বলিয়া আর বাহিরে না বসিয়া একেবারে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই গৃহিণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কর্ত্তার মুখ ভাঁরি বিষন্ন!

কর্তার মুখ বিষণ্ণ, সুতরাং কর্ত্রীও অস্থির হইলেন। বলিলেন,

"মুখখানি বিরস কেন ?"

মন্ত্রী বলিলেন,

"বড় বিষম সমস্যা—"

কর্ত্রী সোৎসুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি !"

মন্ত্রী। তোমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, রামরঙ্গণকেই জামাতৃত্বে বরণ করিতে হইল।

কর্ত্রী। ওমা সেকি। অক্ষয়ের সঙ্গে যে স্থির হ'য়ে গিয়েছে। কাল বিবাহ; আজ অন্যমত কেন ?

মন্ত্রী। তোমাদিগের অনুরোধে।

কর্ত্রী। যখন অনুরোধ করিয়াছিলাম, তখন কর্ণপাতও কর নাই,—এখন অনুরোধে কেন ?

মন্ত্রী। রাজ আদেশ।

কর্ত্রী। কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বিনী থাকিয়া বলিলেন,

"কাজটা কি ভাল হইল, সকলেই জানিয়াছে, সকলেই শুনিয়াছে, আগামী কল্য অক্ষয়ের সহিত সুরর বিবাহ। সে ভদ্রলোকের ছেলেও সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছে।"

মন্ত্রী গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"তা বটে, কিন্তু রাজাজ্ঞা অবহেলা করার সাধ্যত আমার নাই। রামরঙ্গণ রাজার দক্ষিণ বাহু। দক্ষিণবঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়গণ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে, রামরঙ্গণ ভিন্ন তাহাদিগকে দমন করিতে পারে, এমন বীর সুবর্ণপুরে আর কেহ নাই। রামরঙ্গণও অস্বীকার করিল, তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী শিবচন্দ্র আসিয়া রাজাকে বলিল, তিনি কোন রমণীর প্রেমে হতাশ হইয়াছেন,—জীবনও রাখিবেন না, যুদ্ধেও যাইবেন না। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি আমার কন্যাকে সে বিবাহ করিতে চায়, আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি। শিবচন্দ্র বলিল, মন্ত্রীর কন্যার জন্য তিনি উন্মত্ত। রাজা তখন আমাকে বলিলেন, তোমার কন্যা রামরঙ্গণকে দিতেই হইবে। আর আমি কি করিব।"

কর্ত্রী নিস্তব্ধে থাকিলেন। মুখে কোন রূপ আনন্দ চিহ্ন প্রকাশ পাইল না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। স্ত্রীজাতি বংশাদির ধার ধারেনা, গুণের পক্ষপাতী। রামরঙ্গণ রাজার দক্ষিণ বাহু! সেই রামরঙ্গণ জামাই

হইবে, গৃহিণীর চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইল।

সুর-সুন্দরী এই রাত্রেই উদ্বন্ধনে জীবন নষ্ট করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এতক্ষণ তাঁহার জীবন অনন্তে বিলয় প্রাপ্ত হইত, কেবল সুষমা নিকটে রহিয়াছে,—সে উঠিয়া না গেলেত আর কার্য্যসিদ্ধ হইবে না, সুতরাং তাহার গমন জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। এতক্ষণে সে উঠিয়া গেল,—বাহির হইতে কর্ত্রীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কর্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,

"সুষমা তোদের আশা পূর্ণ হইল, রামরঙ্গণই সুরুর স্বামী হইল।"

সুষমা যেন স্বর্গ হাতে পাইল। বলিল,

"মা—হটাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?"

কর্ত্রী সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া সুষমার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সুরুকে সম্বাদ দিতে গেল।

সুরু তখন বিছানায় বসিয়া একগাছি মোটা দড়ির আগায় ফাঁস বাঁধিতেছিল। সহসা সুষমাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মনে মনে কিছু বিরক্ত হইল, আস্তে আস্তে দড়ি গাছটি লুকাইল।

সুষমা সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিল না।—সে মনের আনন্দে কিছুই দেখিতে পাইল না। বলিল,

"সুরু, কিছু বখ্‌শিস্ দিবে কি?"

সুর-সুন্দরী তাহার আগমনেই বিরক্ত হইয়াছে, আবার রহস্যময় বাক্যে জ্বলিযা গেল। বলিল,

"বখ্‌শীস্ দিব, কিল্।"

সুষমা হাসিয়া বলিল,

"শুভ সম্বাদে ওরূপ বখ্‌শীস যদি তোমার পসন্দ হয় দিও। তোমার বিবাহ।"

সুরু ভ্রুকুটী করিয়া বলিল,

"তাত অনেক দিন শুনেছি।"

সুষমা বলিল,

"তা নয়, তা নয়—আসল বিবাহ, রামরঙ্গণের সহিত।"

সুরু বিরক্ত হইল। বলিল,

"সুষমা, এ রঙ্গরসের সময় নয়। মন আমার বড়ই অস্থির।"

সুষমা বলিল,

"আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি না। এইমাত্র কর্ত্তামার নিকট শুনিয়া আসিলাম, রাজাজ্ঞায় রামরঙ্গণের

সহিত তোমার বিবাহ হইবে।”

সুর সুন্দরী তাহার মুখের দিকে চাহিল। সুষমা যেরূপে যাহা ঘটিয়াছে, সমস্ত বিস্তারিত রূপে বিবৃত করিল।

কথা শুনিয়া সুর-সুন্দরীর নয়নদ্বয় বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মনে মনে বলিল,

“প্রাণেশ্বর, তুমি যদি মনে মনে আমাকে এত-ভাল না বাসিতে, তবে কি আমি তোমার জন্য এত পাগল হইতাম! ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য তোমার বীরত্ব,—যাহার বলে, আজি রাজাকে বশীভূত করিয়া দাসীর কর গ্রহণে সক্ষম হইলে!”

কথাটী সত্য কিনা জানিবার জন্য বাহিরে গেলেন। দাসদাসী কর্ত্তা কর্ত্রী সকলেরই মুখে রামরঙ্গণের সহিত বিবাহ কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। প্রাণ পুলকিত হইল।

ওদিকে শিবচন্দ্রের নিকট সুর সুন্দরী লাভের কথা শুনিয়া রামরঙ্গণও আনন্দিত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

"তদবধি স্মৃতিদেশ হৃদয় কন্দরে।
বিমল বিবেকদীপ চারু প্রভাধারে ॥
যদবধি কুরঙ্গনয়না বালাগণ।
চঞ্চল অপাঙ্গ নাহি করে সঞ্চালন ॥"

বিবাহ,— বাসব।

সেই রাত্রেই হেমচন্দ্র সুষমার নিকট শুনিয়াছেন, রাজাজ্ঞায় অক্ষয় চন্দ্রের সহিত সুরুর বিবাহ হইল না। রামরঙ্গণের সহিত আগামী কল্য বিবাহ হইবে। হেমচন্দ্রের মনে দারুণ ক্ষোভের উদয় হইল।

প্রত্যুষেই অক্ষয়চন্দ্রও সম্বাদ পাইলেন যে, তাহার আঁশা ভরসা সকল ফুরাইয়া গিয়াছে,

রাজ-আদেশে মন্ত্রীকে বাধ্য হইয়া রামরঙ্গণকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইল। শুনিয়া তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই,—তবু হৃদয়ে বড় যাতনা,—সর্পদষ্ট ব্যক্তিরমত ছট ফট করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিবাহ বাড়িতে মহাধূম। সকলেরই আনন্দ। কন্যা'ত সুখ-সরে সাঁতার দিতেছে।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইল। মহাসমারোহে বড় ধুমধামে পাত্র সভাস্থ হইলেন। বরকর্ত্তা স্বয়ং রাজা বাহাদুর! আমোদে আহ্লাদে, বিশিষ্ট রূপ জাঁক জমকে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বাসর ঘরে বড় আমোদ। সুতরাং পাড়ার মেয়েরা আসিয়া জুটিল। কত তাল বেতালে গান হইতে লাগিল,—কত পুরাণ, পচা রসিকতা পাচার হইতে লাগিল।

এখনকার অনেকে বাসর-ব্যাপারটার উপর অশ্রদ্ধা করেন। আমরাও যে নিতান্ত উহাকে ভালপ্রথা মনে করি, এমন নহে। কেন ভাল প্রথা বলিয়া বিবেচনা করি না, তাহা বলিতেছি। কিন্তু সে কথা বলিবার আগে আমার একটা কথা আছে! সে কথাটী এই,—

"স্ত্রী আর পুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। অনেক সাম্যবাদী মহাত্মারা সাম্যবাদী নিক্তিদ্বারা তৌল করিয়া দেখিয়াছেন যে, স্ত্রীপুরুষে কোন পার্থক্য নাই। যাঁহারা তাহা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাসর ব্যাপার বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি না। কেননা তাঁহারা স্ত্রী ও ভগ্নী কন্যাদিগকে যে পথে দাঁড় করাইয়াছেন, সে পথ হইতে বাসর অবশ্য খুব ভাল। যেহেতু এখানে অনেক স্ত্রীলোক একত্রে থাকে,—অনেকের সম্মুখে পাপকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু বন্ধুসহ বাগান-বিহারে—সে এহ'তে অনেক নরক! কিন্তু যাঁহারা সেরূপ নিক্তি পান নাই, তত সরল যাঁহাদের চিত্ত হয় নাই, তাঁহাদিগকেই বাসর-ব্যাপারের দোষাদোষ শুনাইব। তাঁহারাই বা কোন্ না জানেন।"

বাসরে কি কি হয়, স্ত্রীলোকেরা কি কি করে, তাহা বোধ হয়, বিবাহিত পাঠকগণকে জানাইতে হইবে না। অবিবাহিত পাঠকগণও বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, রায়েদের মেয়ের বিয়ে, জামাই এসেছেন—বিবাহ হইয়া গেল। বাসরে ভারি ধুম! গ্রাম শুদ্ধ লোকের বৌ ঝি তথায় উপস্থিত হইলেন। নিধু

বাবুর টপ্পা, কাশ্মিরী খেম্‌টা, গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর, মালিনীর ছড়া, প্রেম বিরহ—কিছুই সেখানে বর্ণিত হইতে বাকি থাকিল না। যত অশ্লীল কথা, অশ্লীলভাব বাসরে প্রবাহিত হয়, এমন আর কোথাও নহে। ঝিয়ার অনুরোধ রাখেন না, বৌ শাশুড়ীর খাতির করেন না। মা মেয়ের মুখের দিকে চান না,—ফলতঃ কেহই কাহারও খাতির রাখেন না, স্বাধীনভাবে স্বাধীন প্রাণে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, তাহাই বলেন। সে রাত্রে অবশ্য কোন বিশেষ মন্দ ফল না ও ফলিতে পারে। কিন্তু জামাই যে, সকল গুলিই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আগমন করেন, তাহা নহে, কত ভাবের কত জন আছেন, সেই বাসরেই উহার মধ্যে বাছিয়া গুছিয়া ছাপ দিয়া রাখেন, পুনরাগমনে মনের সমস্ত আশা সমস্ত ভাব মিটাইয়া লয়েন। কথাটী সকলে মনে মনে না বুঝিলে আমাদিগের আর বুঝাইয়া দিবার উপায় নাই। অতএব ওরূপ দূষ্য প্রথা প্রচলিত না রাখা মন্দ নহে।

মন্দ নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আর সকলে শুনে। এ সংসারে কত কুকার্য্য ভাল বলিয়া

পাচার হইয়া যাইতেছে,—কেহ যদি মন্দ বলিয়া দেখাইয়া দিতে চায়, সকলে তাঁহাকেই আবার মন্দ বলিয়া চাপিয়া ধরেন। সুতরাং সভয়ে আমি এ কথা পরিত্যাগ করিয়া সুর-সুন্দরীর বাসরে প্রবেশ করিলাম। পাঠকও যদি পারেন আমার সঙ্গে আসুন। আর রুচি না হয়, ফিরুন! আমরা যে কার্য্যে ব্রতী,—তাহাতে আমাদিগের রুচি, অরুচি, ঘৃণা, শ্রদ্ধা, মান, অপমান সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়। কেবল শুভ্র সুনির্ম্মল চন্দ্রের কিরণ বর্ণনা করিলে প্রকৃতির ভাব বর্ণনা হয় না। কেবল পুণ্যরাশী দেখাইয়া দিলে মানব চরিত্র দেখান হয় না, কেবল যুবতী রমণীর সৌন্দর্য্য দেখাইলে সৌন্দর্য্য বর্ণনা হয় না। আলোর ধারে অন্ধকার চাই, পুণ্যের ধারে পাপ চাই, সুন্দরের কোলে কুৎসিত চাই। জগৎ যখন ভাল মন্দ দুইই লইয়া জড়িত, আমাদেরও তখন গত্যন্তর নাই।—আসুন বাসর দেখাই,—অনেক বাজে বকুনি বকিয়াছি!

যে ঘরে বাসর শয্যা করা হইয়াছে,—সে দ্বিতল প্রকোষ্ঠের একটা বড় দরদালান। দালানের সমস্ত জায়গা কার্পেটের বিছানায় বিমণ্ডিত; তাহার উপর মখমলের গদি। চারিধারে তাকিয়া

—সকলের মাঝখানে একটা তোষক, তোষকের উপর কিংখাপের চাদর, তাহার চারিধারে তাকিয়া মাঝখানে বরকন্যা। চারিপাশে প্রস্ফুটিত গোলাপ কলিকাবৎ সুন্দরী সুহাসিনী কত রমণী। উপরে চন্দ্রাতপ, চারিধারে দেওয়ালগিরি,—ঝাড় লণ্ঠন, বেল। জামাতা রামরঙ্গণের সম্মুখে রূপার আলবোলা, প্রকাণ্ড কলিকায় মৃগনাভির অরিষ্ট মাখান গয়ার তামাক,—উপরে সরপোষ, দুই একবার নল মুখে দিয়া রামরঙ্গণ ধূমপান করিতেছেন, দুই একবার রমণীগণের কথায় উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছেন। সকলেরই মনে আনন্দ যেন উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে।

সুষমা বাসরের সর্দ্দার,—আর তাহার সহকারী-সর্দ্দার সরোজিনী নাম্নী একটী যুবতী, তদ্ভিন্ন আরও গুটিকয়েক যুবতী আছেন। অন্যান্য সকলে দর্শকের মত, বিচারকের মত চারিধারে বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথা কহিতেছেন, দুই একবার হাসিতেছেন, আর সাধারণ সমালোচকের মত এক পক্ষেরই জয় দিতেছেন। কোন পক্ষের জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহা বোধ হয় পাঠককে আর বলিয়া দিতে

হইবেনা। সুষমা যদিও সর্দ্দার, তথাপি যেন প্রাণ খুলিয়া—মন ভরিয়া রামরঙ্গণকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। কেন পারিতেছেন না, সেটা সহজানুমেয়। রামরঙ্গণ প্রভু, সুষমার বাণী তাঁহার অধীন। এতেই কেমন যেন একটা উচ্চ নীচতা ভাব আনিয়া দিতেছে। দাম্ভিকতা কুটী-লতায় যে রসিকতা রমণীগণের করণীয়, তাহা যেন সুষমা করিতে পারিতেছে না। সে ভার সরোজিনীর উপর। সরোজিনী অন্যান্য সহকারিগণ লইয়া সে কার্য্য করিতেছে। হাসিতে হাসিতে সরোজিনী বলিল,

"বর একটা গান গাওনা।"

রামরঙ্গণ বলিলেন,

"আমি আর কি গান গাহিব ?"

সরোজিনী বলিল,

"যা জান তাই গাও।"

রামরঙ্গণ বলিলেন,

"কিছু জানিনা, কি গাহিব ?"

রমণীগণ কিন্তু সে কথা শুনিল না। গান গাওয়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন অগত্যা রামরঙ্গণকে গান করিতে

হইল। রামরঙ্গণের কণ্ঠে বেশ সুন্দর সুর ছিল, তালমানও বোধ ছিল, সুতরাং গান মন্দ হইল না। রামরঙ্গণ গাহিল,

(গীত।)

সহেনা সহেনা এ ঘোর যাতনা
হরি হরি বল বদনে।
হরি বোল, হরি বোল, হরিবল বদনে।
মোহ মায়ামদে প্রাণ মত্ত করে,
আমার আমার করি সদা মন মরে,
সঙ্কুল,—করে আকুল,
তাহে বিষম অগণন,
বড় বিব্রত করিয়া তুলেছে রে—
বড় পাগল ক'রেছে সুরেন্দ্রমোহনে॥

গীত সমাপ্ত হইলে, রমণী মহলে ভারি হাসির ধুম পড়িয়া গেল। রামরঙ্গণ যদি প্রকৃত বীর না হইতেন, তবে সে হাসিতে কোথায় ভাসিয়া যাইতেন। সে শ্লেষমাখা হাসি। অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিল, প্রচণ্ড বায়ু প্রঘাতোত্থিত ঊর্ম্মিমালা কমিল। তখন সভয়ে ধীরে ধীরে রামরঙ্গণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনারা অত হাসিলেন কেন?"

সরোজিনী বলিল,

"তোমার গান শুনে।"

রামরঙ্গণ কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

"গান ভাল হয় নাই।"

একজন প্রৌঢ়া যেন রামরঙ্গণের দুঃখে কিছু দুঃখিত হইলেন। বলিলেন,

"তা নয়, গান বেশ হযেছে! তবে বাসরে ও রকম গান কি গায়! ও যে ধর্ম্মমন্দিরে গাহিবার উপযুক্ত। টপ্‌পা গাও; তুমি গাবে, উহারা উত্তর দিবে, উহারা গাহিবে, তুমি উত্তর দিবে।"

রামরঙ্গণ বলিলেন,

"তবে আগে উঁহারা গান। আমি উত্তর দিব।"

সরোজিনী বলিল,

"তুমি গাও আমি উত্তর দিব।"

রামরঙ্গণের আর গাহিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না গাহিলে, অব্যাহতি কৈ? সুতরাং গাহিতে হইল। খাম্বাজ রাগিণীতে রামরঙ্গণ গাহিতে লাগিলেন,

"প্রাণ কেড়ে না নিলে পরে সাধ ক'রে কেউ
করে কি দান।

প্রেমের ফাঁদে প্রেমের বাঁদে প্রাণে প্রাণে
ধরাধরি—
তাতেই হারা হয় পরাণ।
নইলে পরে মজ্‌তে পরে,
সাধ ক'রে সই মন কি সবে,
থাক্‌তে বশে পড়্‌ব ফাঁসে যেচে দিয়ে দান।
জোর কোরে মন নিলে পরে হ'তে হয় অজ্ঞান॥"

গান শুনিয়া সকলে বড় প্রীত হইলেন,—মন খুলিয়া হাসিলেন। সরোজিনী গান ধরিল। কোকিলকণ্ঠে বাহার-খাম্বাজ রাগিণীতে গাহিল,

"ও মোহন রূপে কেন
মজিল পোড়া নয়ন।
মধুর হাসি ভালবাসি
প্রাণ কেন হ'ল এমন।
সহচরি সনে বনে শিখেছি কুসুম খেলা,
সে খেলা খেলিতে এখন বাড়য়ে বিষম জ্বালা,
ইচ্ছা করে হে তোমারে
করি সদা দরশন॥"

গান বন্ধ হইল। রামরঞ্জণ গানের সময় সরোজিনীর বদন প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। গান গাহিতে গাঁহিতে সরোজিনীর সুন্দর মুখের মধুর

হাসি, সুটানা-নয়নে বিলোল-কটাক্ষ,—রামরঙ্গণকে ভাসাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিল; কিন্তু রাম-রঙ্গণ প্রকৃত বীর, তাই সে তরঙ্গে স্থির থাকিতে পারিয়াছিলেন। সাধারণ লোক হইলে সুর-সুন্দরীকে অকুলে ভাসাইয়া নিজে সে কটাক্ষ-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইত।

তাহার পর আরও কত রকমের গান হইল, কত ছড়া, কত বক্তৃতা হইল। সে সকল আর লিখিতে ইচ্ছা নাই। 'পুঁথি বেড়ে যায়' ভয়ে এই স্থানে নিবৃত্ত হইলাম।

এদিকে উষাসতী আসিয়া পূর্ব্বগগণে উদিত হইলেন। কাক, কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাজবাড়ী তোপ পড়িল।

রামরঙ্গণ রমণী মণ্ডলের নিকট বিদায় চাহিলেন। বলিলেন,

"আর আমার বসিবার অবসর নাই, ঐ শুনুন, ভোরের তোপ পড়িয়াছে; আমাকে এখনই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে দক্ষিণ বঙ্গে গমন করিতে হইবে।"

সরোজিনী মৃদু হাসিয়া বিলোল কটাক্ষ করিয়া বলিল,

"আমাদের নয়নবাণে স্থির থাকত অন্য যুদ্ধে যেও।"

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। সে নয়নবাণে স্থির থাকা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে রামরঙ্গণ স্থির থাকিলেন। তিনি বিনিতস্বরে বলিলেন,

"যদি মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জীবিত থাকি, তবে পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হইবে অদ্য বিদায় দিন।"

তখন অগত্যা রমণীগণ তাঁহাকে বিদায় দিলেন। রামরঙ্গণ বাহিরে আসিলেন। দুইজন সামরিকদূত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় মন্ত্রীভবনের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। রামরঙ্গণ আসিবামাত্র তাহারা অভিবাদন জানাইয়া বলিল,

"মহারাজ বলিলেন, আপনাকে এখনই। দক্ষিণ বঙ্গে যাত্রা করিতে হইবে।"

রামরঙ্গণ বলিলেন,

"সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধোপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া শিবচন্দ্রকে বাহির হইতে বলগে. এই অনুমতি পত্র লইয়া যাও। আমি শ্বশুরের নিকট বিদায় লইয়া আসিতেছি।"

লিপি লইয়া দূতদ্বয় চলিয়া গেল। রামরঙ্গণ মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে

বহুবিধ সদালাপের পর রামরঙ্গণ বলিলেন,

"আপনাকে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, অদ্য এখনই আমাকে দক্ষিণ বঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমন জন্য গমন করিতে হইবে। আমি ইচ্ছা করিতেছি, আপনার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

মন্ত্রী বলিলেন,

"আমার কন্যা যখন তোমায় সম্প্রদান করিয়াছি, তখন যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পার।"

তখন জামাই ও কন্যা বিদায়ের মহা ধূম পড়িয়া গেল। মেয়ে মহলে ভারি গোলযোগ। কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হুলু দিতেছে, কেহ কেবল বকিতেছে, কেহ কেহ বা কাঁদিতে কাঁদিতে হুলু দিতেছে। বাদ্যকরগণ তালে তালে বাজনা বাজাইতেছে। শিবিকাবাহীগণ শিবিকা প্রস্তুত করিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

স্ত্রীদিগের মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা হইলে, সুরসুন্দরীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া দিল। রামরঙ্গণের জন্য সৈন্যবারিক হইতে সুশিক্ষিত অশ্ব আসিয়া ছিল, তিনি তাহাতে আরোহণ করিলেন। শরীররক্ষকগণ পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিল, রামরঙ্গণের অগ্র পশ্চাৎ তাহারা ধাইল।—সৈন্য-

গণও আসিয়া জুটিল। সকলে মহা আড়ম্বরে দক্ষিণ বঙ্গে গমন করিলেন।

সুর-সুন্দরীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে আর এক-খানি শিবিকা চলিল। সেখানিতে সুষমা;—সুষমা সুর-সুন্দরীর পরিচারিকা-রূপে গমন করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

'চক্ষুর বাহির হ'লে কার্য্যক্ষয়কারী।
সম্মুখেতে কথাগুলি মধুমাখা ভাবি॥
গরলেতে ভরা কুম্ভ—মুখে মাত্র ক্ষীর।
হেন মিত্র পরিহার করিবে সুধীর॥"

কুটীলতার পরিচয়।

দশ বার দিনের পর রামরঙ্গণের সেনা-সমূহ দক্ষিণ বঙ্গে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহাকে আর মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল না। রামরঙ্গণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ বঙ্গে

শান্তি সংস্থাপিত হইল,—রামরঙ্গণের নাম শুনিয়াই মহারাষ্ট্রীয়গণ দূরে পলায়ন করিল। তখন সুর-সুন্দরীর সহিত মহাসুখে থাকিয়া রামরঙ্গণ দেশের বন্দোবস্ত ও শাসননীতির সুদৃঢ় বন্ধন করিতে লাগিলেন।

যেমন উভয়ে প্রেমে মজিয়া—অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া বিবাহ করিতে পাইয়াছেন,—তেমনি সুগভীর প্রণয়ে মজিয়া, অনন্ত স্নেহ ভালবাসায় বিজড়িত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু রামরঙ্গণের সুখের মন্দির সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য হেমচন্দ্র ভিত্তি-নিম্নে গহ্বর খনন করিতেছিল,—তাঁহার হৃদয়কে দারুণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য ধূর্ত্ত হেমচন্দ্র জাল বিস্তৃত করিতেছিল,—যাহাতে রামরঙ্গণের বসন্তাকাশবৎ শুভ্র সুখের হৃদয় দারুণ মেঘে আবৃত হয়, তাহার জন্য কপটী হেমচন্দ্র প্রাণপনে যত্ন করিতেছিল। সুর-সুন্দরীর সতীত্ত্বে রামরঙ্গণের সন্দেহ উৎপাদন কয়িবার জন্য হেমচন্দ্র সহস্র উপায় অবলম্বন করিতেছিল, সেই সঙ্গে শিবচন্দ্রের সর্ব্বনাশেরও আয়োজন হইতেছিল। হেমচন্দ্রের স্ত্রী সুষমা সুর-সুন্দরীর সহচরীরূপে দাক্ষিণ-বঙ্গে

আসিয়াছিলেন,—তাঁহারই সাহায্যে হেমচন্দ্র সুর-সুন্দরীর নিকট হইতে রামরঙ্গণের নাম খোদিত, রামরঙ্গণ-প্রদত্ত প্রেমোপহার স্বরূপ সুবর্ণাঙ্গুরিটী হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। সুষমা স্বামীর নারকী চরিত্রের কিছুই জানিত না, কেন অঙ্গুরী চাহেন, জিজ্ঞাসা করিলে হেমচন্দ্র হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিত!

রামরঙ্গণ আসিয়া মহারাষ্ট্রীয় কবল হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছেন, এই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দক্ষিণ বঙ্গবাসীগণ আনন্দে এক উৎসবের আয়োজন করিলেন। চারিদিকেই আনন্দ উৎসব,—নাচ, গান, বাদ্য হইতে লাগিল। বিবিধ প্রকারের বহুমূল্যের বাজি ছুঁড়িতে লাগিল। কত মল্ল, কত সাপুড়ে, কত ঐন্দ্রজালিক আসিয়া নিজ নিজ কৃতবিদ্যতা দেখাইতে লাগিল। আহারাদিরও বন্দোবস্ত প্রচুর;—সকলেই বিনামূল্যে, বিনা আয়াসে বিবিধ প্রকারের খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

রামরঙ্গণের সৈন্যগণও উৎসবে মিলিয়া আমোদ প্রমোদ করিবার অনুমতি পাইয়াছে। রামরঙ্গণ শিবচন্দ্রকে রজনীতে যাহাতে কোথাও কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তাহারই

.।ণ করিয়া নিজ শয়নাগারে গিয়াছেন। হেমচন্দ্র সময় ও সুবিধা বুঝিয়া শিবচন্দ্রের সর্ব্বনাশের জন্য, তাহাকে উৎসবের নাম করিয়া,—আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতে প্রলোভিত করিল। প্রথমে শিবচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু কুচক্রীদিগের চক্রভেদ করিতে পারে, জগতে এমন কেহ নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া শিবচন্দ্র অন্যান্যের সহিত উৎসবে মিলিত হইলেন। হেমচন্দ্র তাহাকে এক দিব্যাঙ্গণা বারাঙ্গণালয়ে লইয়া গিয়া সুরাপানের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। শিবচন্দ্রও একবার, দুইবার করিয়া বহুবার সুরাপান করিলেন। হেমচন্দ্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে সুরা-বিষ শিবচন্দ্রের মস্তকে উঠিল,—তাহার শরীর ক্রমে টলিতে আরম্ভ করিল; তিনি ক্রমে সম্পুর্ণ জ্ঞানবিরহিত হইয়া পড়িলেন।

সুরায় লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। সুরাসেবীগণ কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে না, আত্মপর জ্ঞান থাকে না, সুরায় না ঘটাইতে পারে, জগতে এমন কুকার্য্য কিছুই নাই। তাই হিন্দু মহর্ষিগণ বলিয়া

গিয়াছেন, "সুরা পানীয় নহে, দানীয় নহে, গ্রাহ্যও নহে!"

সুরা সেবন করিয়া শিবচন্দ্র কথায় কথায় অপর আর একজন সৈনিকের সহিত কলহ বাধাইলেন,—তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলেন। উভয়ে যুদ্ধারম্ভ হইল,—শিবচন্দ্র কর্ত্তৃক সৈনিক পুরুষ আহত হইলেন। কুটীল হেমচন্দ্র সুবিধা বুঝিয়া চারিদিকে একটা কোলাহল উত্তোলিত করিল,—দুর্গপ্রাচীর হইতে সবলে ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিল। সৈন্যগণ শত্রু আসিয়াছে ভাবিয়া সশস্ত্র হইয়া বহির্গত হইল, নগরবাসীগণ ভীত হইয়া অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। গোলযোগে রামরঙ্গণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, চমকিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি সসজ্জ হইয়া বহির্গত হইলেন। সুর-সুন্দরী হটাৎ শত্রুর আক্রমণ হইয়াছে ভাবিয়া নিতান্ত ভীতা হইলেন!

রামরঙ্গণ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন,—কোথাও শত্রুর চিহ্নমাত্রও নাই,—শিবচন্দ্র লজ্জিত হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাঁহার মস্তিষ্কে সুরা

তখনও অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল, তাঁহার কথা কহিবার তখনও শক্তি হয় নাই। যখন রামরঙ্গণ বজ্রগম্ভীর-নিনাদে এই সকল মিথ্যা গোলযোগের কারণ শিবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শিবচন্দ্র মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন মাত্র, একটী কথাও বলিতে পারিলেন না। তখন বিরক্ত সন্তপ্ত ও ক্রোধিত হইয়া রামরঙ্গণ হেমচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া এই সকল ব্যাপারের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইতে চাহিলেন। ধূর্ত্ত হেমচন্দ্র নানাছলে শিবচন্দ্রের কীর্ত্তি প্রকাশ করিলেন।—যেন শিবচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার একটী কথাও বলিবার ইচ্ছা নাই,—যেন তিনি সেনাপতির আজ্ঞা পালনের জন্যই যাহা কিছু শিবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বলিলেন,—আর যাহা বলি-লেন, তাহাও এরূপভাবে বলিলেন যেন, তাহাতে শিবচন্দ্রের বিরুদ্ধভাব কিছুই প্রকাশ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কথায় শিবচন্দ্রের সকল কার্য্য বরং অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইল। রামরঙ্গণ তৎক্ষণাৎ শিবচন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

তখন হেমচন্দ্র ধীরে ধীরে শিবচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া অতি সস্নেহে ও সাদরে বলিলেন,

"ছোট বাবু আপনি কি দুঃখিত হ'য়েছেন?"

শিবচন্দ্র মর্ম্মাহতভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,

"সে দুঃখের আর অবধি নাই।"

হেমচন্দ্র বলিল,

"ঈশ্বর যেন এরূপ কখনও না করেন।"

শিবচন্দ্র দুঃখিত স্বরে, উদ্ভ্রান্তভাবে বলিলেন,

"যশ, যশ, যশ,—আমার যশ গেল, মান গেল, রহিল কি ভাই?—আমি হতভাগ্য, আমি আমার নাম নষ্ট করিয়াছি—আমি আমার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি! এখন আমাতে কেবল পশুত্ব মাত্র অবশিষ্ট আছে; যশ,—ভাই হেমচন্দ্র আমার যশ।"

হেমচন্দ্র অনেক মিষ্ট কথায় শিবচন্দ্রকে প্রবোধ দিলেন। তৎপরে বলিলেন,

"আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দি। আমাদের সেনাপতির স্ত্রীই আমাদের প্রকৃত সেনাপতি,—আপনি তাঁহাকে ধরুন। বিশেষতঃ তিনি আপনার আত্মীয়া,—ভগ্নী। আরো তাঁহার হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ, তিনি অবশ্যই আপনার প্রতি সদয় হইবেন। তিনি সেনাপতিকে অনুরোধ করিলে অবশ্যই সেনাপতি আপনাকে আবার আপনার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

শিবচন্দ্র এ পরামর্শ অতি সৎপরামর্শ স্থির করিলেন, তৎপরে হেমচন্দ্রের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবেন মনে মনে স্থির করিয়া পরদিনের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

এদিকে সুকৌশল জাল বিস্তার করিয়া হেম-চন্দ্র নিজকার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"সাচ্চা কহেত মারে লাট্টা
ঝুটা জগৎ ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে
সুরা টোর বিকাই॥
চোরকা ছোড়ে সাধ্‌কো বাঁধে
পথিক্‌ লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্যকালযুগ তেরি তামাসা
দুখ লাগে আওর হাসি॥"

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

জ্যেষ্ঠ মাসের বিকাল বেলা,—একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বেলা এখনও অনেক আছে, তথাপি রৌদ্রের তেজ নাই। বৃষ্টিজল-স্নাত গাছের পাতায়, সৌধশিরে সোণার বরণে রৌদ্র ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে।

সুর-সুন্দরীও তদীয় সহচরী সুষমা একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া নানাবিধ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় শিবচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখভাব অপ্রসন্ন ও হৃদয় যেন দারুণ দুঃখভারে ক্লিষ্ট। শিবচন্দ্রের এইরূপ ভাব অবলোকন করিয়া সুর-সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল,

"দাদা, তোমার মুখ ওরূপ বিষণ্ন কেন?"

শিবচন্দ্র সে কথার বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া সুর-সুন্দরীর পদতলে পতিত হইয়া নিজ কুকার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন,—এবং যাহাতে পুনরায় তিনি তাঁহার সেনাপতির স্নেহ লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য অনুনয় বিনয় করিলেন।

সুর-সুন্দরীর হৃদয় দয়া মায়ায় পূর্ণ, তিনি শিবচন্দ্রের দুঃখে ব্যথিত হইলেন, এবং যেমন করিয়া হউক না কেন, তিনি স্বামীকে বলিয়া দুঃখ বিমোচন করিবেন, তাহাও প্রতিশ্রুত হইলেন।

শিবচন্দ্রকে বাটীর মধ্যে সুর-সুন্দরীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া কপটী হেমচন্দ্র সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। এই সময় রামরঙ্গণ কোথা গিয়াছিলেন,

দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি একা, সঙ্গে আর কেহ নাই।

হেমচন্দ্রকে একাকী দরজার ধারে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রামরঙ্গণ বলিলেন,

"কি হেমচন্দ্র, এখানে একা দাঁড়াইয়া কি করিতেছ ?"

হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করিল, শেষ বলিল,—"আমি ও সকল ভালবাসি না।"

রামরঙ্গণ এই অসম্বন্ধ বাক্যে কিছু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,

"কি ভালবাস না হেমচন্দ্র !"

হেমচন্দ্র ব্রীড়া অবনত মুখে বলিল,

"কিছু নয় সেনাপতি।"

রামরঙ্গণ বলিলেন,

"তোমাকে বলিতেই হইবে, তুমি কি ভালবাসনা।"

হেমচন্দ্র। অন্দর মহলে, যেই কেন হউক না, রোজ রোজ যাওয়া।

রামরঙ্গণ অধিকতর বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,

"কাহার অন্দর মহলে কে রোজ রোজ যায় হেমচন্দ্র !"

হেমচন্দ্র বলিল,

"সেনাপতি মহাশয় আমি সে কথা বলিতে পারিব না। আমার গলায় ছুরি দিন,—তবুও আমি বলিতে পারিব না।"

রামরঙ্গণ কথাটা শুনিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ধূর্ত্ত হেমচন্দ্র তাহা বলিল না। তখন হেমচন্দ্রকে সঙ্গে আনিয়া বৈঠকখানায় বসাইয়া রামরঙ্গণ প্রিয়তমা মহিষী সুরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

দূর হইতে রামরঙ্গণ সেই দিকে আসিতেছেন দেখিয়া শিবচন্দ্র সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন,—লজ্জায় তিনি রামরঙ্গণকে মুখ দেখাইতে সাহস করিলেন না। যখন সুর-সুন্দরীর কাছে শিবচন্দ্রকে রামরঙ্গণ দেখিতে পাইলেন, তখন সে স্থানে সুষমা ছিল না; সে কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছিল।

সুরসুন্দরীর নিকট শিবচন্দ্রকে দেখিয়া রামরঙ্গণ হেমচন্দ্রের যে কথা বাজে কথার মধ্যে ফেলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন,—তাহা আর উড়াইতে পারিলেন না। সে কথা এখন তাঁহার হৃদয়ে বিশাল ভাবে বিদ্ধ হইয়া পড়িল।

একবার মনে ভাবিলেন, "শিবচন্দ্র সুর-সুন্দরীর ভাই সম্পর্ক হয়। কাজটী গিয়াছে, তাই বুঝি —অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল, আবার ভাবিলেন, যদি তাহাই হইবে, তবে চোরের ন্যায় পলাইবে কেন? আর হেমচন্দ্রকে বলিল, রোজ রোজ অন্দর মহলে যাওয়ায় আমি ভালবাসিনা।—তবে ঠিক রোজ রোজ শিবচন্দ্র আমার মহিষীর নিকটে আসে।"

রামরঙ্গণকে অন্দরে আসিতে দেখিয়া সুর-সুন্দরী হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া রামরঙ্গণের হাত চাপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

"এইমাত্র শিবচন্দ্র আমার নিকট আসিয়াছিল, —নাথ, শিবচন্দ্রকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনরায় তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত কর,—সে যদিও দোষ করিয়া থাকে, ইচ্ছা করিয়া করে নাই। প্রিয়তম, এখনই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাও।"

রামরঙ্গণ। এই মাত্র সে কি এখান হ'তে গেল!

সুর। হ্যাঁ—তাকে ডেকে পাঠাও।

রামরঙ্গণ। এখন নয় সুর—অন্য সময়।

সুর। কিন্তু শীঘ্র গিয়া ডাকিবে ত?

রামরঙ্গণ। যত শীঘ্র সম্ভব।

সুর। কেমন, আজি সন্ধ্যার সময়?

রামরঙ্গণ। আজি নয়।

সুর। তবে কালি সকালে! কেমন?

রামরঙ্গণ। যখন হয় হবে,—এখন আমি বৈঠকখানায় যাই। তুমিও স্থানান্তরে গমন কর। সুর-সুন্দরী স্বামীর আজ্ঞা পালনের জন্য অন্যত্র গমন করিলেন। হেমচন্দ্র-প্রক্ষিপ্ত-বিষ রামরঙ্গণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে,—তিনি, যতক্ষণ সুর-সুন্দরীকে দেখা গেল, ততক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন;—তৎপরে বলিলেন,

"সত্যই সুর আমাকে ভালবাসেনা, কেবল শিবচন্দ্রের কাজের জন্য অনুরোধ করিতে আমার নিকট আসিয়াছিল, নতুবা আমি বলিবা মাত্র চলিয়া যাইবে কেন?—ওঃ! পাপিয়সি—পাপিয়সি,—আমার প্রাণ নরকে নিক্ষিপ্ত হউক,—কিন্তু আমি যে তাহাকে ভালবাসি,—না দেখিলে যে চারিদিকে অন্ধকার দেখি!"

এই কথা বলিতে বলিতে মর্ম্মালোড়িত হৃদয়ে রামরঙ্গণ বৈঠকখানায় গমন করিলেন। একটা

বিছানা ছিল, রামরঙ্গণ তাহার উপর শয়ন করিলেন। তাহারই পার্শ্বের শয্যায় হেমচন্দ্র বসিয়াছিল। সে দেখিল, তাহার ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সুবিধা বুঝিয়া হেমচন্দ্র অতি শঠতাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,

"সেনাপতি, আপনার মুখভাব অপ্রসন্ন কেন?

রামরঙ্গণ বলিলেন,

"সে কথা শুনিয়া তোমার কাজ নাই!"

হেমচন্দ্র। শিবচন্দ্রের সহিত আপনার স্ত্রীর কি কোন সম্বন্ধ আছে?

রামরঙ্গণ। আছে,—কেন?

হেমচন্দ্র। আপনি কি কোন দিন তাহাকে বাড়ির মধ্যে, আপনার স্ত্রীর নিকট দেখিয়াছেন?

রামরঙ্গণ। আর কখন নহে, আজি দেখিয়াছি। তুমি কি আর কোন দিন দেখিয়াছ?

হেমচন্দ্র। প্রায় রোজ রোজই দেখিয়া থাকি।

রামরঙ্গণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কথা কহিলেন না।

এইরূপে নানা ছলে নৃশংস পামর হেমচন্দ্র সরলচিত্ত রামরঙ্গণের হৃদয়ে অবিশ্বাসও বিদ্বেষা-

নল ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিলেন। সুর-সুন্দরীকে অবিশ্বাস! রামরঙ্গণের হৃদয়ে সহসা যে অবিশ্বাস উৎপাদিত হয় না! তাঁহার হৃদয় যে সুর-সুন্দরীময়,—কিন্তু যেখানে ভালবাসা যত প্রবল, অবিশ্বাস সেই খানেই তত প্রবলরূপে প্রকাশিত হয়। তাহাতে হেমচন্দ্র নানা ভাবে এই অবিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে,—কাজেই রামরঙ্গণ একেবারে অস্থির—একেবারে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ পরে রামরঙ্গণ হেমচন্দ্রকে ডাকিলেন,

"হেমচন্দ্র!"

হেমচন্দ্র উত্তর দিল,

"আজ্ঞা।"

রামরঙ্গণ ধীরে ধীরে বলিলেন,

"শিবচন্দ্র আমার স্ত্রীর নিকট কি জন্য যাওয়া আসা করে বলিতে পার হেমচন্দ্র?"

হেমচন্দ্র আমি কেমন করিয়া জানিব সেনা-পতি! "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

রামরঙ্গণের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল। এ কথায় তাঁহার হৃদয়ে সহসা যেন এক অসহনীয় অগ্নি-

প্রজ্জ্বলিত করিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন,

"সেনাপতি আপনার হৃদয় বিচলিত হইয়াছে, স্থির হউন।"

রামরঙ্গণ বজ্রনিনাদে কেবল বলিলেন,

"—বিন্দু মাত্র নয়,—হেমচন্দ্র—বিন্দু মাত্র নয়।"

ধূর্ত্ত হেমচন্দ্র সুবিধা বুঝিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে পলায়ন করিল।

এদিকে সন্ধ্যা হইল। পাখী সকল শাখীশিরে আশ্রয় লইবার জন্য কিচির মিচির করিতে করিতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে। দেব মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। চারিদিকে, নগরময় আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ছয় দণ্ড হইল।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমময়ী সুর-সুন্দরী স্বামী সহ সম্মিলিত হইলেন। স্বামীকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন;—কিন্তু রামরঙ্গণ সুর-সুন্দরীর প্রেমালাপে প্রীত হইলেন না। যাহার একটী মঙ্গল কথা শুনিবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণেও সকল সংসার বিস্মৃত হইতেন,—এখন তাঁহার নিকট সেই কথা বিষতুল্য প্রতীয়-

মান হইতে লাগিল। রামরঙ্গণের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরিতেছিল, সুর-সুন্দরী প্রেমভরে নিজ আঁচলে স্বামীর মুখ মুছাইতে গেলেন, রামরঙ্গণ সক্রোধে আঁচল ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। এই-সময় সুরসুন্দরীর একটী অঙ্গুলি রামরঙ্গণের কঠিন হস্তে নিপীড়িত হইল, চাঁপার কলির ন্যায় অঙ্গুলী হইতে রামরঙ্গণ প্রদত্ত প্রেমোপহার স্বরূপ অঙ্গুরী খুলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। রামরঙ্গণ সে সম্মিলনী স্থানে আর দাঁড়াইলেন না,—দূরে প্রস্থান করিলেন। সুর-সুন্দরীর মস্তকে যেন সহসা বজ্রাঘাত হইল;—তিনি তাঁহার রামরঙ্গণের ত কখন এরূপ ব্যবহার দেখেন নাই,—তিনি মর্ম্মাহত হইয়া স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন।

এই সময় সেখানে সুর-সুন্দরীর সহচরী সুষমা আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল-সেখানে রামরঙ্গণ প্রদত্ত সুর-সুন্দরীর অঙ্গুরী পড়িয়া রহিয়াছে। সে তখন অঙ্গুরিটী তুলিয়া লইল। এই অঙ্গুরিটী লাভ করিবার জন্যই হেমচন্দ্র কতবার স্ত্রী সুষমার সাধ্যসাধনা করিয়াছে,—কিন্তু সুর-সুন্দরী মুহূর্ত্তের জন্যও এই অঙ্গুরীটী কখনও পরিত্যাগ করিতেন না;—আজি স্বামীর অনাদরে, স্বামীর পরিবর্ত্তিত

ভাব দেখিয়া সুর-সুন্দরী সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, অঙ্গুরির কথাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সুষমা অঙ্গুরিটী কুড়াইয়া লইল। ভাবিল, আমার স্বামী এই অঙ্গুরিটীর জন্য এত লালায়িত কেন?—কেন তিনি সদাসর্ব্বদা ইহা চান? বোধ হয় সক্ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাহউক, ইহা আজি তাঁহাকে দিব,—নিশ্চয়ই ইহা লইয়া তিনি আমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।

সুষমা তখন নিজেদের বাসায় যাইতেছিলেন, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া অঙ্গুরিটী লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং যথা সময়ে তাহা হেমচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। অঙ্গুরী পাইয়া হেমচন্দ্রের অপার আনন্দের উদ্ভব হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গ
মীনাহতাঃ পঞ্চাভরৈব পঞ্চ।
এক প্রমদী স কথং হন্যতে,
যঃ সেবতে পঞ্চাভরৈব পঞ্চ॥"

কেন এমন হ'লো।

দেখিতে দেখিতে তিন চারি দিন অতিবাহিত হইল। মিছামিছি নানা কারণে রামরঙ্গণের হৃদয়ের দারুণ অবিশ্বাস আরও বাড়িতেছে। তাঁহার হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাঁহার মস্তক হু হু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে,—তাঁহার হৃদয়ে আর অন্য কোন চিন্তা নাই। চারিদিকে অগ্নি

প্রজ্জ্বলিত,—চারিদিকে যেন সুর-সুন্দরীর অবিশ্বাস চিত্র অঙ্কিত ;—তাঁহার রাজকার্য্য দূরে গিয়াছে,—তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হৃদয়ে কেবল একই চিন্তা—"প্রাণাধিকা সুরু আমার অবিশ্বাসিনী! সে পরে অনুরক্তা!—"

ছায়ার ন্যায় হেমচন্দ্র রামরঙ্গণের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য সর্ব্বদা পাশে পাশে থাকিত,—সে রামরঙ্গণের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বলিল,

সেনাপতি অমন করিয়া কি ভাবিতেছেন?"

রামরঙ্গণ বিকট চক্ষুতে চাহিয়া বলিলেন,

"দূরহ রাক্ষস,—তুইই আমার হৃদয়ে আগুণ জ্বালাইয়া দিয়াছিস্!"

হেমচন্দ্র বিনীতস্বরে বলিল,

"সেনাপতি!—"

রামরঙ্গণ সে কথায় বাধা দিয়া দারুণ দুঃখের সহিত কাতরকণ্ঠে উদ্দীপ্তস্বরে বলিলেন,

"হেমচন্দ্র!—হেমচন্দ্র! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্! অপরের সহিত তাহার প্রেমক্রীড়া কি জানিতাম! আমি তাহা দেখি নাই, তাহা ভাবি নাই,—তাতে আমার কোনই ক্ষতি হয় নাই। তাঁর সঙ্গে রাত্রে আমি তেমনই সুখে শুই-

য়াছি, তেমনই সুখে আমোদ প্রমোদ করিয়াছি। আমি শিবচন্দ্রের চুম্বন তাহার ওষ্ঠে দেখিতে তো পাই নাই! যাহার সর্ব্বস্ব চুরি গিয়াছে, সে যদি তাহা জানিতে না পারে, তাহাহইলে তাহার তো কিছু চুরি যায় নাই!”

হেমচন্দ্র। সেনাপতি! আমি এ সকল কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।

রামরঙ্গণ বিস্ফারিত নেত্রে কাতরকণ্ঠে কহিলেন,

“ওঃ! সুখ, শান্তি, উচ্চাভিলাষ, যুদ্ধ, বিগ্রহ, সৈন্য, সামন্ত, সকলই বিদায়,—জন্মের মত বিদায়! রামরঙ্গণের সকল কার্য্যের অবসান হইয়াছে!”

হেমচন্দ্র। সেনাপতি!—

ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া রামরঙ্গণ হেমচন্দ্রের গলা ধরিলেন,—বলিলেন,

“রাক্ষস,—আমার সুর-সুন্দরী যে অবিশ্বাসিনী তার প্রমাণ চাই,—নিশ্চয় প্রমাণ চাই,—নতুবা তোর আর রক্ষা নাই।”

তখন আবার নানা কথায় মিষ্ট ভাবে হেমচন্দ্র রামরঙ্গণকে সান্তনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,

“প্রমাণ? অবশ্য যথাসম্ভব প্রমাণ দিব। আমি আপনার ভৃত্য, আপনার ঘরে ওরূপ পাপ আমার

চক্ষে সহ্য হয় না। তাই যে দিন হইতে শিবচন্দ্রকে বাটীর ভিতর ঢুকিতে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে যথা সম্ভব প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি।”

এই বলিয়া হেমচন্দ্র নানা ছলে শত সহস্র মিথ্যা কথা বলিয়া রামরঙ্গণের হৃদয়ে নিজ কথার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র বলিল আরও “শিবচন্দ্র তাঁহার সহিত একত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় সুর-সুন্দরীর সহিত প্রেমের কথা কহিয়াছে। ইহাতে যদিও বিশ্বাস না হয়, নাম খোদিত যে অঙ্গুরী রামরঙ্গণ সুর-সুন্দরীকে প্রেমচিহ্নস্বরূপ প্রদান করিয়া ছিলেন, সুর-সুন্দরী তাহাই আবার প্রেমচিহ্নস্বরূপ শিবচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছেন।”

রামরঙ্গণ আর কিছুই শুনিলেন না,—সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

সুর-সুন্দরীর অদৃষ্টাকাশ ক্রমেই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল,—তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য যে জাল ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছিল, তাহার তিনি কিছুই জানেন নাই। তিনি মনে করিতেছেন, তাঁহার রামরঙ্গণ তেমনই তাঁহাকে ভালবাসেন,—তাঁহার উপর রামরঙ্গণের অবিশ্বাস জন্মে নাই!

শিবচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রেমের চিন্তা রামরঙ্গণের হৃদয় উন্মত্ত করে নাই;—তিনি কেমন করিয়া এ সকল জানিবেন? সরলা সুর-সুন্দরী নিজ সরলতায় বিরাজ করিতেছিলেন। তাহাতেই তিনি স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই স্বামীর মনোভাব না বুঝিয়া শিবচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন. ইহাতে রামরঙ্গণের হৃদয়ের অবিশ্বাস আরও অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছিল। রামরঙ্গণ সুর-সুন্দরীর মুখে শিবচন্দ্রের নাম শুনিয়া একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিতেছিলেন।

খাবার সময় একবার সুর-সুন্দরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রামরঙ্গণের আহার দ্রব্যের পার্শ্বে একখানি ব্যজনী হস্তে করিয়া সুর-সুন্দরী বসিয়া,—মনের ইচ্ছা, স্বামীর আহার করিতে করিতে গ্রীষ্ম বোধ হইলে বাতাস দিয়া শ্রান্তি দূর করিবেন। রামরঙ্গণ ইতিপূর্ব্বেও আহার করিতে বসিয়া সুর-সুন্দরীকে নিকটে বসাইয়া গল্প করিতে করিতে আহার করিতে ভালবাসিতেন; সুর-সুন্দরীকে বলিতেন, "তুমি কাছে না বসিলে আমার আহার করিয়া তৃপ্তি হয় না।" সুর-সুন্দরী শুনিয়া অবধি সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আহা-

রের সময় স্বামীর নিকট আসিয়া বসিতেন। সুর-সুন্দরীকে নিকটে দেখিয়া রামরঙ্গণের হৃদয় যেন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি মৃদু গম্ভীরস্বরে বলিলেন,

"সুরু!"

সুরু। কেন নাথ?

রাম। আমি তোমাকে যে অঙ্গুরিটী দিয়াছিলাম,—তাহা কোথায়?

সুরু। তাহা এখন আমার কাছে নাই।

রাম। সাবধান সুরু! সে অঙ্গুরিটী যেন হারাইও না। একজন সন্ন্যাসী সে অঙ্গুরিটী আমার পিতাকে দিয়াছিল। পিতা মৃত্যুকালে তাহা আমাকে দিয়া বলিয়া যান, অঙ্গুরিতে তোমার নাম খোদাই করিয়া সাবধানে রাখিবে,—বিবাহ হইলে স্ত্রীকে দিও। যতদিন সে অঙ্গুরিটী নিকটে থাকে, ততদিন স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীর প্রতি অটল থাকে, একবার হারাইলে আর থাকে না।"

সুরসুন্দরী যেন কিছু অন্যমনস্ক হইলেন। বলিলেন,

"হ্যাঁ—সেকি!"

রামরঙ্গণ। কেন, সে অঙ্গুরী কোথায়? হারায় নাইত?

সুরু। জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

রামরঙ্গণ। আমার মনে সন্দেহ আসিতেছে, কৈ—সে অঙ্গুরী কোথায়?

সুরু। প্রিয়তম!—নাথ! কেন বাজে কথা তুলিয়া আমার কথা উড়াইয়া দাও,—বল, কবে শিবচন্দ্রকে—

রামরঙ্গণ। সে অঙ্গুরী?

সুরু। কবে তাহাকে—

রামরঙ্গণ। কোথায় সে আমার অঙ্গুরী!

সুরু। শিবচন্দ্রের মত লোক হয় না।

রামরঙ্গণ। দূর হও,—

এই কথা বলিয়া আহার পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অমনই সুর-সুন্দরীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সেনাপতি বিরসবদনে আহার না করিয়া উঠিয়া যাইতেছেন, অপর ঘর হইতে দেখিয়া সুষমা সুর-সুন্দরীর নিকট আসিল। সুর-সুন্দরী তখন সহচরী সুষমার গলা দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া সকল কথা বলিয়া শেষ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,

"সুষমা, একি? আমার রামরঙ্গণ যে এমন ছিলেন না।"

সুষমা অনেক বুঝাইল। শেষ বলিল,

"কি জন্য উঠিয়া গেলেন?"

সুরু। তা বলিতে পারি না,—কেবল খানিক অঙ্গুরী অঙ্গুরী করিলেন।

সুষমা। বোধ হয় দেশী মাদক সেবন করিয়াছেন।

সুরু। আমার স্বামী তো সেরূপ লোক নহেন।

সুষমা। তবে বোধ হয় কি জন্য চিত্তবিকৃতি হইয়াছে।

সুর-সুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,

"আমার স্বামী যে এমন ছিলেন না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"উদয় অচল শিরে ভানুর কিরণ,—
না শোভিতে শতদলে,
দেগো স্থান পদতলে,
অভাগিনী করে আজি আত্ম-বিসর্জ্জন ;
আশার আশায় আর রহেনা জীবন ॥

তম কিরীটিনী নিশি হয়রে বিরলে।
স্বর্গভ্রষ্ট সুরদলে,
রেখেছে নাথের ছলে—
দেও বর অভাগীরে চরম সম্বল,
দেখিব চোখের দেখা বারেক কেবল ॥"

খেলা ভঙ্গ।

কুটীলের কুচক্রে সুখের সংসার পুড়িয়া ছার-খার হইল। হেমচন্দ্র-প্রদত্ত অগ্নিতে সুর-সুন্দরীর

সুখের সংসার ভস্মীভূত হইল। আশা, ভরসা, সুখ, স্বচ্ছন্দ, সোহাগ, ভালবাসা, সকলি তিরোহিত হইল। হেমচন্দ্রের সাহায্যে রামরঙ্গণ সুর-সুন্দরীর অঙ্গুরী শিবচন্দ্রের অঙ্গুলিতে দেখিলেন। আরও শত সহস্র প্রকারে হেমচন্দ্র রামরঙ্গণের হৃদয়ে অবিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিয়া দিলেন। তখন রামরঙ্গণের স্বভাব সুলভ ক্রোধের শতগুণ উদ্দীপনা হইল। তিনি শিবচন্দ্রের প্রাণ সংহারের জন্য হেমচন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন। মনে মনে সুর-সুন্দরীর প্রাণ সংহারেও কৃতনিশ্চয় হইলেন।

সুর-সুন্দরীর হৃদয় স্বামীর অযতনে ও তাঁহার ভাবাদি অবলোকনে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দুঃখের ও বিষাদের মেঘ আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে আবরিত করিতেছিল,—তিনি সহচরী সুষমাকে কহিলেন,

"সুষমা! আজি আমার ফুলশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিও,—বিবাহের রাত্রে যেমন বিছানায় স্বামীসহ শয়ন করিয়াছিলাম, আজিও তাহাই করিব। তুমি সেইরূপ শয্যা আমার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিও।"

সুষমা তাহাই করিল।

স্বামীর আসিবার বিলম্ব দেখিয়া সুর-সুন্দরী শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে মস্তকের নিকট রজত নির্ম্মিত আলোকাধার; সেই আধার নিঃসৃত আলোকেই সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে; সুর-সুন্দরী একখানি রামায়ণ লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহার নয়ন প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,—সুরসুন্দরী, কখন তিনি নিদ্রিত হইলেন, তাহা জানিতে পারিলেন না—তাঁহার অবশ হস্তে রামায়ণ তখনও শোভা পাইতে লাগিল,—তাঁহার কেশরাশি উন্মুক্ত হইয়া দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে রামরঙ্গণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত, কেশ উত্থিত, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত;—তাহার দক্ষিণ হস্ত কটিস্থিত শাণিত ছুরিকায় বদ্ধ। রামরঙ্গণ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেই নিদ্রিতা সুর-সুন্দরীর সৌন্দর্য্যময়ী সরলতা মাখা মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অতি মৃদু ও ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন,

"—কেন, ওঃ—তাহই কারণ,—ওঃ—তাহই

কারণ! না, না!—হে পবিত্রতাময় নক্ষত্রগণ,—সে কথা আমি তোমাদিগের সম্মুখে আর প্রকাশ করিব না; করিতে যে পারিব না,—ওঃ—তাঁই কারণ! না না—আমি এ রক্তপাত করিব না, এ সুকুমার-কুসুম-সদৃশ-তপ্ত-কাঞ্চন-বিনিন্দিত দেহ ছিন্ন করিব না। না, না বাঁচিলে চলিবে না,—একে মারিতেই হইবে;—তা না হইলে আমার যে সহ্য হইবে না, বুক যে ফাটিয়া যাইবে।”

আবার রামরঙ্গণ বহুক্ষণ নীরবে সেই গৃহে পদচারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রজ্বলিত আলোর দিকে চাহিয়া বলিলেন,

“হে প্রদীপ, যদি আমি তোমায় নিবাইয়া ফেলি, তাহা হইলে ইচ্ছা করিলে আবার তোমাকে জ্বালাইতে পারিব; কিন্তু প্রিয়ে—প্রিয়তমা সুর-সুন্দরী!—একবার এই প্রাণ আলো নিবাইয়া ফেলিলে, সে আলো যে আর জ্বালাইতে পারিব না। গোলাপকে একবার বৃন্তচ্যুত করিলে সে যে শুকাইয়া যায়, কিছুতেই যে, আর তাহাকে বাঁচাইতে পারা যায় না! যায় না,—যায় না! না না, বৃন্তে থাকিতে থাকিতে আমি এ কুসুমের আঘ্রাণ লইব।”

এই বলিয়া রামরঙ্গণ ধীরে ধীরে মুখ অবনত করিয়া সুর-সুন্দরীর গোলাপ-বিনিন্দিত ওষ্ঠে চুম্বন করিলেন। আবার পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন। বলিলেন,

"—আর একটীবার, আর একটীবার,—মরিয়াও এইরূপ থাকিও। আমি মরিব,—প্রিয়ে তার পর আবার তোমায় তেমনই ভালবাসিব! আর এক বারটী,—এই শেষ, সকলের শেষ।—অহো! এমন মধুর কখনও এমন গরলতাময় হয় নাই।"

এই সময় সুর-সুন্দরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল,—সুর-সুন্দরী চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিয়া বলিল,

"কে,—রামরঙ্গণ?"

রামরঙ্গণ। হাঁ সুরু!

সুরু। প্রিয়তম,—নাথ, এস, কোলে এস।

রামরঙ্গণ। সুরু, আজি রাত্রে তুমি কোন পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা চাহিয়াছ, অনুতাপ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ?

সুরু। সে কথা কেন নাথ?

রামরঙ্গণ। যদি কোন পাপের জন্য এখনও অনুতাপ না করিয়া থাক, যদি কোন পাপের জন্য এখনও বিধাতার নিকট ক্ষমা ও বর প্রার্থনা না

করিয়া থাক,—তবে অবিলম্বে কর।

সুর। প্রিয়তম, তোমার কথা আমি কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না।

রামরঙ্গণ। অনুতাপ কর, ক্ষমা ও দয়ার জন্য প্রার্থনা কর,—মৃত্যুর জন্য অপ্রস্তুত লোককে হত্যা কবিব না। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি তোমার আত্মাকে নষ্ট করিব না।

সুরু। নাথ, মৃত্যুর কথা বলিতেছ?

রামরঙ্গণ। হাঁ, বলিতেছি।

সুর। মা কালী, মা দুর্গা,—আমার প্রতি দয়া করুন!

রামরঙ্গণ। প্রাণের সহিত আমিও ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

সুরু। যখন তুমি নিজে এরূপ বলিতেছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি আমাকে মারিবে না।—তবে আর কোন্ মনুষ্য হইতে আমার মৃত্যু সম্ভব? কিন্তু নাথ, তোমার এরূপ চক্ষু দেখিলে যে আমার বড় ভয় হয়! প্রাণ যে জ্বলে যায়,—নাথ, প্রাণেশ্বর—একবার তোমার সেই প্রীতি, স্নিগ্ধ-মাখান ভালবাসার নজরে আমার পানে চাও।

রামরঙ্গণ। সুর, পাপের জন্য অনুতাপ কর।

সুর। পাপ তো জানি না,—যদি কোন পাপ করে থাকি, তবে সে তোমার ভালবাসা।

রামরঙ্গণ। সেই পাপের জন্যেই তোমার মৃত্যু।

রামরঙ্গণ সুর-সুন্দরীকে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও সময় দিলেন না,—স্বামীর শাণিত ছুরিকা প্রেমময়ী সুর-সুন্দরীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইল,—বিবাহ শয্যা শোণিতে প্লাবিত হইয়া গেল, উন্মত্তের ন্যায় রামরঙ্গণ মস্তক তুলিয়া একবার বিস্ফারিত নয়নে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন, তৎপরে বলিলেন,—

"এখনও জীবিত—এখনও জীবিত? যে নিষ্ঠুর রাক্ষস, তাহার হৃদযে এখনও দয়া! না—না, আমি তোমায মৃত্যু যন্ত্রণায় রাখিব না।"

এই সময় সুষমা আসিয়া দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করায় রামরঙ্গণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। রক্তাক্ত-কলেবরা সুর-সুন্দরীকে শয্যায় দেখিয়া সুষমা চিৎকার করিয়া উঠিল। সুষমা শয্যার পার্শ্বে যাইয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন,

"হায়, হায়! কে এমন সর্ব্বনাশ করিল!"

তখন মৃত্যুমুখে পতিতা সুর-সুন্দরী ধীরে ধীরে ক্ষীণস্বরে বলিলেন,

"সুষমা! আমি রামরঙ্গণের স্ত্রী, যাহার নামে জগৎ কাঁপে, আমি সেই রামরঙ্গণের ভালবাসা স্ত্রী। আমাকে কে মারিতে পারে? আমি নিজেই মরিয়াছি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"স্বকার্য্য উদ্ধার তরে, অপরের প্রতি নরে,
সুনিশ্চয় প্রণয় আচরে।
প্রচুর লোমের আশে, গোপালে নবীন ঘাসে,
গোপালে মেষ পুষ্ট করে॥

* * * * * *

দুর্গ প্রবেশি নগর হুত বাসব।
গাঢ় পঙ্কে মগ্ন ভঙ্গ মাতঙ্গ করী॥

দুর্গাবরোধ,—পলায়ন।

সুষমা চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার করুণ চিৎকারে প্রাসাদস্থ সকলে জাগরিত হইল। সুর-সুন্দরীর মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইহাতে প্রাসাদমধ্যে বড় একটা হাহাকার পড়িয়া গেল।

এদিকে হেমচন্দ্র শিবচন্দ্রকে হত্যা করিবার জন্য ধনঞ্জয় নামক একজন পদাতিককে নিয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু ধনঞ্জয় শিবচন্দ্রকে হত্যা করিতে পারে নাই,—তবে তাঁহাকে বিশেষরূপে আহত করিয়াছিল। এক্ষণে পরিচারকগণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরাধরি একটী প্রকোষ্ঠে আনিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এই ব্যাপার লইয়া রামরঙ্গণের প্রাসাদমধ্যে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইল। হাহাকার, শোকাশ্রু পরিত্যাগ, দীর্ঘনিশ্বাসে সে প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সকলেই দুঃখিত, সকলেই মর্ম্মাহত!

এই নিদাঘ নিশিথে, এই শোকাভিনয় কালে, 'শত্রু আগমন' জানিবার জন্য দুর্গ প্রাচীরে যে ঘণ্টা বাঁধা থাকিত, তাহা কে সবলে ধ্বনিত করিল। সকলেই জানিল, শত্রু আসিয়াছে। সকলেরই মস্তক ঘুরিয়া গেল, কিন্তু যুদ্ধ করিবে কে? রামরঙ্গণ উন্মত্ত,—শিবচন্দ্র আহত, সৈন্যগণ অপ্রস্তুত ও বিক্ষিপ্ত। সকলেরই হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ প্রাসাদ আক্রমণ করিল।

মহারাষ্ট্রীয়গণ বিফল মনোরথ হইয়া রামরঙ্গণ

কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া গিয়া প্রচুর বল সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণ বঙ্গের নিকট একটা স্থানে থাকিয়া আক্রমণের সুবিধা অনুসন্ধান করিতেছিল। দৈব-যোগে তাহাদিগের সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, হেমচন্দ্র তাহাদিগের নিকট নিজ মনোবেদনা জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তাহাতে মহা-রাষ্ট্রীয় সর্দ্দার নরাধম হেমচন্দ্রের সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। এবং উভয়ের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, হেমচন্দ্র যদি ছলেবলে কৌশলে দক্ষিণ বঙ্গের প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতির বল হ্রাস করিয়া দিতে পারে, তবে সেই সময় মহারাষ্ট্রীগণ তাহার উপর আপতিত হইয়া সমস্ত জয় করিয়া লইবে। ধনরত্নাদির অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়েরা লইয়া যাইবে এবং হেমচন্দ্রকে দক্ষিণ বঙ্গেশ্বর করিয়া রাখিয়া যাইবে। প্রয়োজনহইলে মারহাট্টা সর্দ্দার সমস্ত সৈন্যাদি হেমচন্দ্রকে প্রদান করিবেন!

হেমচন্দ্র সেই সর্ত্তে আজি এই মহাবিপদের সময়ে মারহাট্টাদিগকে সম্বাদ দিয়া আনাইয়াছে। এ আগুণ হেমচন্দ্র জ্বালিয়া দিয়াছেন, সুতরাং সুখের সংসার কখন ভস্মীভূত হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন।

যাহাহউক, মারহাট্টাগণ ক্রমশই প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ক্রমশই তাহাদিগের কামান ও বন্দুক-শ্রেণী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সেই সুউচ্চ প্রাসাদকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল, ক্রমশই তাহা-দিগের অনলময় গোলাগুলিতে প্রাসাদের সর্ব্বাঙ্গ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল।—রামরঙ্গণের দুচার জন সৈন্য তাহাদিগের সম্মুখীন হইল বটে, বাঁধভাঙ্গা জল স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল।

রামরঙ্গণ দেখিলেন, ধরা পড়ি। জন্মের মত পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে হয়,—প্রাণের প্রাণ, সংসা-রের আশা, জীবন মরুভূমির ওয়েসিস্ সুর-সুন্দরী আমার কোথায় চলিয়া গিয়াছে!—আমার —ও পাষণ্ডের শাণিত ছুরিকায় তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে! সে পাপ হইতে মুক্ত পাইয়াছে,—তাহাকে মারিয়াছি, আমিও মরিব।"

কিন্তু এ জগতে মরিব বলিয়া কয়জনে মৃত্যুর জন্য অম্লানবদনে বক্ষ পাতিযা দিতে পারে? রামরঙ্গণ পারিলেন না, বলিলেন—

ঈশ্বরকে কেন ডাকি নাই, মৃত্যুর পরও নরকানল সহ্য করিতে হইবে, আমি এখন মরিব

না,—ঈশ্বর উপাসনা করা হয় নাই। এখন বনে বনে অনশনে, অর্দ্ধাসনে তাঁহার উপাসনা করিব।”

এই ভাবিয়া রামরঙ্গণ পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।—একটা গুপ্তদ্বার ছিল, সে দ্বারটী এমন কৌশলে সুরক্ষিত, যে সহসা শত্রু পড়িলে স্ত্রীলোকগণকে সেই দ্বার দিয়া স্থানান্তর করা যাইতে পারিত। রামরঙ্গণের শয়ন ঘরের মেজ্যে হইতে প্রায় এক মাইল, মৃত্তিকার নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গপথ।

রামরঙ্গণ,—শোক দুঃখে হতজ্ঞান রামরঙ্গণ, বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, হৃদয়-পোষিত চির বীরত্ব পদদলিত করিয়া, সেই সুড়ঙ্গ পথে নামিলেন।

এদিকে হেমচন্দ্র বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে রামরঙ্গণ গৃহে নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহার আর সন্ধান পাইল না, তখন মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারের নিকট লোক পাঠাইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে বলিল। তাহারা নিরস্ত হইল। তখন সমস্ত সৈন্য—সমস্ত প্রাসাদাদি হস্তগত করিয়া হেমচন্দ্র মারহাট্টাগণকে ধনরত্ন অপহরণে অনুমতি প্রদান করিলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে মারহাট্টাগণ মনের আনন্দে ধনীর প্রাসাদ, গৃহস্থের গৃহ, দরিদ্রের কুটীর সকলি বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিল। নগরের মধ্যে হাহাকার উঠিল,—গৃহস্থের কুলমান ধনরত্নাদি রক্ষা আর হয় না। সতীকে স্বামীর বক্ষ হইতে টানিয়া লইয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করিতেছে, বৃদ্ধার অঙ্ক হইতে তাহার নয়নমণি পুত্ররত্নকে টানিয়া লইয়া অর্থের জন্য হত্যা করিতেছে। গৃহস্থের গৃহে আগুণ লাগাইয়া দিতেছে,—দণ্ডে দণ্ডে পাড়াকে পাড়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। নগরের মধ্যে মহাহুলস্থুল ব্যাপার! রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই, দারুণ দুরন্ত রাক্ষস মারহাট্টাগণের করাল কবল হইতে রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই,—সকলে সাশ্রুলোচনে, কাতরকণ্ঠে কেবল ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে।

এইরূপ অত্যাচারে, বিবিধ পীড়নে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অত্যাচার করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া মারহাট্টাগণ হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

হেমচন্দ্র সসম্মানে মারহাট্টা সর্দ্দারকে নিজাসনে উপবেশন করাইলেন। প্রচুর ধন দিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া বলিলেন,

"এখন আমার একটা উপায় করিয়া যাইবেন।

রাজা অবশ্য এ সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া আমার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। আমার এরূপ সৈন্যবল নাই যে, আমি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইব।”

সর্দ্দার হাসিয়া মধুরবাক্যে হেমচন্দ্রকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,

“দক্ষিণ বঙ্গেশ্বর! আপনি কিছুমাত্র ভীত বা চিন্তিত হইবেন না। মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার যখন আপনাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, তখন আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তলন করিতে পারে, এমন বলবান রাজা ভারতে কেহ নাই।”

হেমচন্দ্র গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন,

“আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমি আপনাকে বন্ধু বলিয়া ভাবিতে পাইয়াছি, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। যাহাহউক, রাজার ক্রোধ হইতে নিস্তার পাইবার একটা উপায় করিয়া রাখিয়া যাইবেন।”

সর্দ্দার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

“আপনার যদি এত ভয়, তবে রাজা হইবেন কি প্রকারে?”

হেমচন্দ্র যেন কিছু অপ্রতিভ হইল! শেষে বলিল,

"আপনার অনুগ্রহে আমি রাজকার্য্যের বন্দোবস্ত ও সৈন্যবলাদি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলে আর ভয় করিব না।"

সর্দ্দার। তবে আমার সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সুশিক্ষিত সৈন্য ও দুই শত কামান এবং অন্যান্য যথোপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রাদি আপনার অধীনে রাখিয়া যাইতেছি। হাজার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যে পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালী সৈন্যের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে। এই সৈন্যগুলির বেতন স্বরূপ তোমাকে মাসে মাসে আমাকে বিংশ সহস্র মুদ্রা দিতে হইবে।

হেমচন্দ্র তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

তখন সর্দ্দার সহস্র সৈন্যের উপর হেমচন্দ্রের রাজ্য-রক্ষাভার দিয়া অন্যান্য সৈন্যাদি লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ে সে দিবস তাঁহাদিগকে সেখানে রাখিয়া হেমচন্দ্র তাঁহাদের সমক্ষে সিংহাসনারূঢ় হইলেন এবং সেই ব্যাপার উপলক্ষে একটা মহা উৎসব লাগাইয়া দিলেন। নগরের লোক প্রায় তাহাতে যোগদান করিল না। তবে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দু'দশজনকে আসিয়া মিলিত হইতে হইল।

হেমচন্দ্র রাজা উপাধি পাইলেন। 'দক্ষিণ বঙ্গেশ্বর' বলিয়া সকলে জানু পাতিয়া তাঁহার নিকট কর প্রদান করিল।

অতঃপর মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারের বিদায়ের পালা। মহা ধূম! কত বাজি পুড়িতে লাগিল, কত রকম রকমের বাজনা বাজিতে লাগিল—রাজপথে রাজপথে নৃত্য গীত হইতে লাগিল। রাজবান্ধব মারহাট্টা সর্দ্দার বিদায় লইলেন। হেমচন্দ্র সবান্ধবে কতদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে রাখিয়া আসিল।

ক্রূরমনা হেমচন্দ্র দক্ষিণ বঙ্গেশ্বর হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কি আশ্চর্য্য সাধুগণে, দোষকেও গুণগণে,
দুর্জ্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয়।
সাগরের লোণাজল, মিষ্ট করে মেঘদল,
ক্ষীরপান করি ফণি বিষ বরিষয়॥

*　　*　　*　　*

যে পাপ করিয়ে নর পরে ক্লেশ দেয়,
দৈবের কেমন বিধি ধর্ম্মের কৃপায়।
নিজ চক্রে পড়ে পাপী ভোগে পাপ ফল,
সাধুর না হয় ক্ষতি বিফল কৌশল।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত,—আরম্ভ।

গভীর নিশিথ,—আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র, পূর্ণচাঁদের আশে পাশে বিরাজিত। জগৎ জ্যোৎস্নাময় ফুট ফুট করিতেছে। গাছ, পালা, বৃক্ষ,

লতা, সকলই জ্যোস্না-বন্যায় ভ সিয়া গিয়াছে। কাননে,—রাজপ্রাসাদ-লগ্ন কুসুমকাননে জ্যোৎস্না ধপ্ ধপ্ করিতেছে। রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া সৌ-রভ ভার বহন করিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল আকুল হইয়া ফুলের উপর বসিতেছে, গুণ গুণ করিয়া তাহাদিগকে গান শুনাইতেছে,—প্রেমে মাতাইতেছে,—আর মধু লুটিতেছে। মলয় পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া ভ্রমরকুল তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ভ্রমরগণ স্থির হইতে পারিতেছে না,—একবার উঠিতেছে, আবার আসিয়া বসিতেছে।

এই মধু যামিনীতে কাননমধ্যে হেমচন্দ্র ও সুষমা বিচরণ করিবা বেড়াইতেছেন। এ ফুল গাছের ফুল তুলিয়া, ও ফুলগাছটী নড়াইয়া দিয়া, এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তাঁহারা একটী দীর্ঘিকার তীরে গমন করিলেন। দীর্ঘিকার চারি ধার শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তরে বাঁধা। তাহারও চারি পাশে রাশি রাশি অগণ্য ফুলবৃক্ষ রোপিত। দম্পতি যুগলে সেই পাষাণ বেদিকার উপরে গিয়া বসিলেন।

হেমচন্দ্র বলিলেন,

"সুষমা! এক্‌টা গান গাও না?"

সুষমা জড়িতস্বরে বলিল,

"আমিত গান জানি না।"

হেমচন্দ্র বলিলেন,

"গান কি জাননা?—আমার নিকট গাহিবে না, তাই বল।"

সুষমা অপ্রতিভ হইল। বলিল,

"তোমার নিকট গাইব না ত কোথায় গাইব?"

হেমচন্দ্র। আবার যদি কখনও রামরঙ্গণের সাক্ষাৎ পাওত গে'য়।

মর্ম্মব্যথা পাইয়া সুষমা বলিল,

"নাথ! তিনি আমার পিতা, তাঁহার নিকট আমি কেন গান গাইতে গেলাম।"

হেমচন্দ্র বলিলেন,

"তবে গাও।"

সুষমা আর আপত্য করিল না। গান ধরিল, মধু যামিনীতে মধুরকণ্ঠে মধুর তান উঠিল। সুষমা বেহাগ রাগিণীতে ভানুসিংহের পদাবলী গাহিল। গাহিল,—

"দেখলো সজনী চাঁদনী রজনী,
সমুজল যমুনা গাওত গান।

কানন কানন, করতঃ সমীরণ,
কুসুমে কুসুমে চুম্বন দান।
কহলো যমুনা জোছ্‌না ঢল ঢল,
সুহাস সুনীল বারি।
আজু তাঁহারই উজল সলিল পর,
নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহে সমীরণ লুটাই কুসুম—বন,
অলসি পরশি যমুনায়!
তোমার চম্পক বাসিত লহরে,
নিশার নিশ্বাস বায়।
জনম গোঁয়ায়নু, যোবত রোয়ত,
হম্‌কো কোইতো সাধল না।
সকল তেয়াগিনু, যো ধন আশে,
সোহি তেয়াগিল মোয়।
আপন ছোড়ি সব, অপন করনু যোর,
সোহি সজনী পর হোয়।
যমুনে! হাস হাস লো হরষে,
হাস তব রোধবে কে?
তোহারি সুহাসিত, নীল সলিল পরি,
রাধা সরবে দে।
এক দিবস তব, মান হামারী,
আসবে বিনায় তোয়।
যব সো পেখবে, তোহার সলিলে,
ভাসত তনুয়া মোর।
তব কি শ্যাম সো মানস পাশে,

তিল দুখ পাযব না ?
শ্যামকো নয়নে বিন্দু নযন জল,
বহুতব কি আওবে না ?
বনে কুঞ্জে আসবে সখি,
শ্যাম ছাম রই আযে।
ফুকববে যব বাধা বাধা,
মুরলী উরধশ্বাসে।
যব সব জাগব না জাগবে চমকই,
যব হম জাগব না।
তব কি কুঞ্জপথ হাযাবি আশে,
হেরবে আকুল শ্যাম।
বন বন ফেবই, সো কি ফুকারবে,
রাধা রাধা নাম।
না যমুনা! সো এক শ্যাম মন,
শ্যামকো শত শত নাবী।
হম যব যাওব শত শত বাধা,
চরণে রহবে ভাবি।
তব সখী যমুনে, নিকুঞ্জে,
কাহে তেযাগবে হে ?
অভাগীব তব, বৃন্দাবনমে,
কহ সখী রোযব কে ?
ভানু কহে চুপ করি, মান ভরে রহ,
আও বনে ব্রজনারী।
মিলবে শ্যাম শত শত আদর,
শত শত লোচন বাবি।"

গান সমাপ্ত হইল।

হেমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,

"তবে যে বলিলে গান জানি না।"

সুষমা মুচকী হাসিল। কথার কোন প্রত্যুত্তর দিল না।

হেমচন্দ্র বলিলেন,

'সুষমা! মনুষ্য ভাগ্য কি পরিবর্ত্তনশীল! তুমি এই প্রাসাদে সুর-সুন্দরীর পরিচারিকা ছিলে, আর আমি রামরঙ্গণের সামান্য আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছিলাম,—এখন আমি দক্ষিণ বঙ্গেশ্বর,—এই প্রাসাদের অধিস্বামী। আর তুমি কর্ত্রী।"

কথা শুনিয়া সুষমা গম্ভীরভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। মূর্ত্তি বড় গম্ভীর—বড় স্থির। চন্দ্রালোকে সে মূর্ত্তি দেখিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন,

"সুষমা! তুমি কি ভাব্‌ছ?"

সুষমা তথাপি উত্তর করিল না। হেমচন্দ্র উত্তর না পাইয়া পুনরায় ডাকিল,

"সুষমা—"

উপর্য্যুপরি দুই তিনবার ডাকিল। সুষমা শুনিতে পাইল, উত্তর দিল,

"হুঁ!"

হেমচন্দ্র। তুমি কি ভাবিতেছ ?

সুষমা। কিছু না।

হেমচন্দ্র। বলিবে না ?

সুষমা। কি বলিব ?

হেমচন্দ্র। ভাবিছ কি ?

সুষমা। কি ভাব্‌ছি !

হেমচন্দ্র। তুমি ভাব্‌ছ, আমায় না বলিলে আমি কেমন করিয়া জানিব, তুমি কি ভাব্‌ছ !

সুষমা সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। তাহার মন যেন কোন্ নিগূঢ় ভাবনায় নির্লিপ্ত। হেমচন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রতিভা কখনও ফুটে, কখন নিভে,—ভাবনা কিছু অতিরিক্ত দেখিয়া হেমচন্দ্র আবার ডাকিলেন,

"সুষমা !"

সুষমা উত্তর দিল না,—সহসা তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

হেমচন্দ্র তাহার জলভরা চোখ দেখিয়া কাতর হইল। বলিল,

"সুষমা ! কাঁদ্‌ছো ?"

সুষমা আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল,

"কৈ না !"

হেমচন্দ্র। চোখে জল কেন ?

সুষমা উত্তর দিল না। হেমচন্দ্র বলিল,

"কি ভাব্‌ছ, কেন কাঁদ্‌ছ বলিবে না ?"

সুষমা বলিল,

"নাথ! এ রাজ্য প্রাপ্তিতে আমার যেন বিন্দু মাত্রও সুখ শান্তি লাভ হয় নাই। রাত্রি দিবা যেন প্রাণের ভিতর কেমন হু হু করিতেছে।"

হেমচন্দ্র রুক্ষস্বরে বলিলেন,

"কাহার জন্য হুহু করিতেছে। আমি বলিতে পারি!"

সুষমা বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন,

"কাহার জন্য ?"

হেমচন্দ্র। রামরঙ্গণের জন্য।

সুষমা স্বভাবতঃ কিছু দাম্ভিকা ছিলেন। স্বামীকে পিতৃস্থানীয় রামরঙ্গণের সহিত ভ্রষ্টাভাব বলাতে তাহার হৃদয়ে আর ধৈর্য্য রহিল না। সে বলিল,

"হাঁ করিতেছে,—রামরঙ্গণের জন্যই আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে।"

হেমচন্দ্র রোষকটাক্ষ লোচনে চাহিয়া বলিলেন

"কেন করিতেছে ?"

সুষমা ঘাড় বাঁকাইয়া মাঝের নাকের নোলক দুলাইয়া বলিল,

"কেন করিতেছে, বলিব ?"

হেমচন্দ্র। বল।

সুষমা। কুকুরে ঠাকুরের সিংহাসন লাভ করিয়াছে। ঠাকুর ভিখারী, কোথায় গিয়াছেন, তাঁর জন্য তাঁর দাসীর চিত্ত ব্যাকুল হয় না ?

পুচ্ছ বিমর্দ্দিত ভুজঙ্গের ন্যায় হেমচন্দ্র লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,

"ওঃ! ওঃ! পাপীয়সি! এতদিনে তোকে চিনিয়াছি, তুই রামরঙ্গণের প্রণয়িনী, রামরঙ্গণ তোর প্রভু ? তাহার অদর্শনে তুই বড় ব্যাকুলিতা, বড় দুঃখিতা। ওঃ! আমি এতদিন রামরঙ্গণের উচ্ছিষ্ট পাত্রে ভোজন করিয়াছি। আর না—আর না—খুব হইয়াছে !—পাপের প্রতিফল পাইয়াছি।" বলিতে বলিতে হেমচন্দ্র বাগান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সুষমা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে গেল।

সুষমা নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্না কিছু অতিরিক্ত। পা ছড়াইয়া দিয়া মাটিতে পড়িয়া

এলো চুলে উদ্ভ্রান্ত স্বরে কাঁদিতে লাগিল,—
"সুরু!—প্রাণাধিকে সুরু! দিদি তুমি এ সময় কোথায়?—স্বামী আমাকে বিনাদোষে অবিশ্বাসিনী করিয়াছেন,—পায়ে ঠেলিয়াছেন। স্বামীর অবিশ্বাসিনী হইয়া বাঁচা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। মরিব,—দিদি—দিদি—সুরু! আমাকে ডাকিয়া নেও।"

সুষমার পার্শ্বে একটী পরিচারিকা দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল,

"সুরু ঠাকুরাণী কি সত্যি সত্যিই মরেছেন?"

সুষমা তখন সে কথার উত্তর করিল না। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া বহুক্ষণ পরে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল,

"সুরু সত্যি সত্যি মরেছেন যে বল্লি, মরেছে, তার আবার মিছামিছি কি?"

দাসী কিছু অপ্রতিভ হইল। এদিক ওদিক করিয়া বলিল,

"তাহার বক্ষস্থলে ছুরিকাবিদ্ধ হইয়াছিল, রক্ত পড়িতেছিল, কিন্তু তখনও তিনি কথা কহিতেছিলেন,—তার অল্পক্ষণ পরেই যুদ্ধ বাধিল। রামরঙ্গণ পলায়ন করিলেন। আমার বোধ হয়,

তিনি তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, যত্ন করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন!"

সুষমা দুঃখিতস্বরে বলিল,

"না, রামরঙ্গণ চলিয়া গেলেও আমি সুরুকে দেখিয়াছি।"

দাসী। তার পর তবে কি হ'ল?

সুষমা। ফিরে এসে আর সে দেহ দেখিতে পাই নাই।

দাসী। আমার তাতেই বোধ হয়, রামরঙ্গণ ফিরিয়া আসিয়া লইযা গিযাছেন।

সুষমা। না, এ গুপ্তপথ দিয়া বাহির হওয়া যায়, প্রবেশ করা যায় না।

দাসী কিছু বিস্মিত হইল, বলিল,—

"তবে তিনি ম'লেওত দেহটা থাকিবে।"

সুষমা বলিল,

"কে বোধ হয় টেনে ফেলে দিয়েছে। সে যে সময়,—গা শিহরিয়া উঠে!"

দাসী। আমাদের রাজা বাহাদুর কিন্তু কাজটা ভাল করেন নাই। আহা—রামরঙ্গণ বড় ভালমানুষ ছিলেন।

সুষমা এ কথাটা শুনিয়া যদিও স্বামীর দোষ

অস্বীকার করিতে পারিল না, তথাপিও স্বামী নিন্দা গুরুনিন্দা—তাহার সহ্য হইল না।

সে বলিল,

"পোড়ারমুখা, আবাগা—আমার স্বামী মন্দই করুক, ভালই করুক, তুই তা বলিবার কে?—দূরহ, এখনি আমার সম্মুখ হ'তে বেরো।"

দাসী দেখিল হিতে বিপরীত। ছল ছল চক্ষে বলিল,

"তা রাণী মা,—আমি এমনই বা কি বলেছি! ঐনিয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, তাই বলিলাম, নইলে কি বলিতে যেতাম।"

এই কথা বলিতে বলিতে দাসী প্রস্থান করিল।

সুষমা শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে, অশমিত নিশ্বাসে বলিতে লাগিল,

"দয়াময়, ভগবান.—আমার স্বামীর সুমতি দাও,—লোকে নিন্দা করে, লোকে বিশ্বাসঘাতক, ভীরু মন্দ লোক বলে,—হে হরি, মা দুর্গা,—যেন তোমরা আবার মন্দ লোক বলিয়া তার প্রতি বাম হইও না, অভাগিনীর কপালে যেন দুঃখ

দিও না। আমি শুনিয়াছি, পাপীর দণ্ড তুলাদণ্ডে তোমরা দাও,—তাহা হইলে অভাগিনীর উপায় কি হইবে! আমার স্বামী পাপী,—পাপ করিয়া—কৌশল করিয়া বিপক্ষদ্বারা রামরঙ্গণকে পথের ভিখারী করিয়াছেন। এখন তাঁহাকে সুমতি দাও—তিনি অনুতাপে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। ধর্ম্মপথ চিনিয়া লউন।”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক কালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট।
সময়ান্তে নহে তাহা সে রস বিশিষ্ট॥
শৈশবের স্বাভাবিক লাবণ্য সুন্দর।
যৌবন সময়ে কভু নহে মনোহর॥

শাখা।

দুই একদিন গেল,—হেমচন্দ্রের প্রাণের আগুণ ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে সর্ব্বদা জন্য ভাবে,—"আমার স্ত্রী, ভ্রষ্টা। রাম-রঙ্গণের উচ্ছিষ্ট পাত্র—উহুঃ! ওঃ হৃদয় ফাটিয়া যাক্!"

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহ মধ্যে দম্পতি যুগলে বসিয়া আছেন। হেমচন্দ্র পুনঃ পুনঃ বলিতেছে,

"পাপীয়সী, রামরঙ্গণের উপপত্নী,—তুই আমার কে?"

সুষমা কত কাঁদিয়া, তাঁহার চরণে ধরিয়া কত সাধিতেছে, কত কাঁদিতেছে। বলিতেছে,

"নাথ! আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমা বই আর জানিনা। রামরঙ্গণ আমার বাপ হয়,—আমি ঈশ্বরকে স্বাক্ষী করিয়া বলিতেছি;—আমি তোমা বই কাহারও দিকে মন্দ দৃষ্টিতে চাহি নাই। আমাকে ক্ষমা কর।"

হেমচন্দ্র তাহার কথা যত শুনিতেছে, ততই জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাহার হৃদয় যেন দ্বিধা বিভক্ত হইতেছে,—চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিল,

"পাপীয়সি! তো হ'তে যে আমার এরূপ কষ্ট হবে, আমি তা স্বপ্নেও জানিতাম না। তুই আমাকে এমন কষ্ট দিলি।"

সুষমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

"নাথ, আমি সতী,—অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি—আমি সতী। তুমি আপনি মন খারাপ করিবে, তা আমি কি করিব।

হেমচন্দ্র। তুমি সতী!—সতী, রামরঙ্গণের নিকট ও কথা বল, আমার নিকট নহে।

সুষমা। রামরঙ্গণ,—রামরঙ্গণ আমার বাপ। আপনি ও কথা আর বলিবেন না,—আপনার পাপ হইবে!!

হেমচন্দ্র। আমার পাপ হইবে?—হবে না! তোমার মত সতী লক্ষ্মী যার স্ত্রী তার পাপ হবে না।

সুষমা।—আমি সতী,—একশ বার সতী!

হেমচন্দ্র। তুমি সতী,—ওঃ, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। সতী সুর-সুন্দরীর মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহার ও তাহার স্বামীর মনে দারুণ বিদ্বেষানল জ্বালিয়া দিয়াছিলাম,—তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

কথাটা শুনিয়া সুষমা স্তম্ভিত হইল। মনে ভাবিল "কি সর্ব্বনাশ! সুর সুন্দরীকে তবে তাহার স্বামী, এই জন্য হত্যা করিয়াছে, এই জন্য সে স্বর্ণলতিকা ছিন্ন হইয়াছে, এই জন্য সোণার সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে।

হেমচন্দ্র দেখিল সুষমা নিস্তব্ধে রহিয়াছে। অনেকে এ প্রকৃতির লোক আছে যে, যাহার

সহিত ঝগড়া করিতেছে, সে যদি নিস্তব্ধে থাকে, তবে তাহার ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হয়। হেমচন্দ্রও সেই প্রকৃতির লোক,—সুতরং সুষমা নিস্তব্ধে থাকায় তাহার ক্রোধ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। বলিল,

"রাক্ষসী,—আর কেন, তুই এখনই আমার বাড়ি হ'তে দূর হ।"

সুষমা সে কথারও কোন উত্তর করিল না। সে একান্তে বসিয়া স্বামীর কপটতা, রামরঙ্গণের হৃদয়স্থ দারুণ যন্ত্রণা, আর সতী সুর-সুন্দরীর দুরবস্থা,—বিনাদোষে সে বসন্তবল্লরী ছিন্ন হইয়াছে,—এই সকল ভাবিতেছে!

হেমচন্দ্র পাষণ্ড,—ধূর্ত্ত, কপটী হেমচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় সুষমাকে আক্রমণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিল।

আঘাতে পীড়িতা, ক্লান্ত, বিবশা, মুগ্ধা সুষমা মাটিতে পড়িয়া গেল। আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

"নাথ, আমায় কেন মারিতেছ?—আরত সহ্য

হয় না, আমাকে বিশ্বাস না করিতে পার, আবার বিবাহ কর।”

হেমচন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন,

“আর তুমি রামরঙ্গণের অনুসন্ধানে বাহির হও।”

সুষমা দমে দমে নিশ্বাসে নিশ্বাসে বলিল,

“—তুমি বিবাহ কর, আমি তোমাদের দাসী হইয়া থাকি,—তোমাদের,—আমার স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া জীবন সার্থক করি। বিবাহ করিলে তুমিও সুখী হইবে,—তোমার সুখে আমার সুখ! আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হ'ল।”

হেমচন্দ্র কট মট চক্ষুতে চাহিতে চাহিতে বলিলেন,

“আর সতীত্ব ফলাইতে হইবে না,—আর মায়া জানাইতে হইবে না। এখনি আমার এখান হইতে দূর হ।”

সুষমা কাঁদিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

“কোথা যাব?”

হেমচন্দ্র। যাহাকে ভালবাসিস্, তাহারই কাছে।

সুষমা। তাত আছি।

হেমচন্দ্র। ইস্,—বদ্মায়েসী খুব আছে।

সুষমা। নাথ, আমি তোমার কি ক'রেছি যে, আমাকে এত কষ্ট দিতেছ?

হেমচন্দ্র। কিছু করনি,—রাক্ষসী, তুমি আমার কিছু করনি! আমার ধর্ম্মপথে কাঁটা দিয়াছ! সুখের প্রাণে দারুণ দুঃখ ঢালিয়া দিয়াছ! মান সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছ! করনি কি রাক্ষসী? আজিই এইদণ্ডেই এখান হইতে দূর হ—"

সুষমা বসিয়াছিল. উঠিয়া দাঁড়াইল।

হেমচন্দ্র বলিল,

"চলিলে?"

সুষমা বিস্ফারিত নেত্রে হেমচন্দ্রের বদন প্রতি চাহিয়া বলিল,

" কোথায় চলিলাম?"

"যমের বাড়ি।"

সুষমা। সেখানে যেতে পারিলে সকল যন্ত্রণা দূর হয়।

হেমচন্দ্র। তবে তাই যাও।

"তাই যাব?'

এই কথা কহিয়া সুষমা আবার বসিয়া পড়িল। হেমচন্দ্র বলিল,

"বসিলে যে?"

সুষমা। কি করিব?

হেমচন্দ্র। চলিয়া যাহ?

সুষমা। কোথায় যাইব?

হেমচন্দ্র। যেখানে ইচ্ছা।

সুষমা। নাথ—আর দাসীকে কষ্ট দিওনা, আমি তোমার ভালবাসা ভিন্ন কখন কিছু জানিনা।

হেমচন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। বলিল,

"জান বা না জান সে সম্বন্ধ আমি লইতে চাহি না, তুমি যদি এখনি আমার বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া না যাও, তবে অপমান হইবে।

সুষমা।—তোমার বাড়ী,—তোমার বাড়ী আমার বাড়ি নহে, আমি যাইব না।

হেমচন্দ্র। তোমার বাড়ি?—তোমার বাবার বাড়ি।

সুষমার দুই চক্ষু দিয়া শতধারে জল পড়িতে লাগিল, বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। কিন্তু কোন কথা কহিল না।

হেমচন্দ্র বলিল,

"দাঁড়িয়ে ভাবিলে চলিবে না, এখনি যাইতে হইবে।"

সুষমা। যদি না যাই?

হেমচন্দ্র অপমান করিব।

সুষমা। আমার স্বামী, আমার ইষ্টদেবতা—আমার অপমান করিবে।

হেমচন্দ্র। আমি নিজে কি,—চাকর দিয়া তোমার আবরু নষ্ট করিব।

কথাটী সুষমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিল। যেমন কোন একটা বিষাক্ত দ্রব্য অধিক পরিমাণে একেবারে গলাধঃকরণ করিলে বক্ষস্থল ফাটিয়া উঠে,—প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে। সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আইসে,—সুষমারও সেইরূপ হইল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। মাটিতে লুটিয়া পড়িল। লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। নির্ম্মল পাষণ্ড হেমচন্দ্র সুষমার চুল ধরিয়া টানিল, কাজেই সুষমাকে উঠিতে হইল। সেই অবস্থায়, চুল ধরিয়া টানিয়া গৃহের বাহির করিয়া আনিল। সর-কারি শিবিকা বাহিরে সর্ব্বদার জন্য প্রস্তুত থাকিত, একটা দাসী দ্বারা শোয়ারির সর্দ্দারকে শোয়ারি আনিতে বলিল, সর্দ্দার সম্বাদ পাইবামাত্র, বাহক সমেত শোয়ারি আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার মধ্যে সুষমাকে উঠাইয়া দিয়া দ্বারে চাবি দিয়া

বাহকগণকে বলিয়া দিল, "ইহাকে সমুদ্রতীরে একা রাখিয়া চলিয়া আসিবে। হুকুমের অন্যথা করিলে প্রাণদণ্ড করিব।" বাহকেরা শিবিকা তুলিল।

সুষমা সকল কথা শুনিল, বুঝিল জন্মের মত আমি নির্ব্বাসিতা হইলাম, জন্মের মত স্বামী আমায় চরণ-ছাড়া করিলেন। সে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

"প্রাণেশ্বর, একবার শিবিকার চাবি খুলিয়া দাও,—জন্মের মত একবার তোমায় দেখিয়া লই। আরও কখনও দেখিতে পাইব না, জন্মের শোধ আর একবার তোমার মুখ খানি দেখিয়া লই!"

পাষণ্ড হেমচন্দ্র তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। রাজার আদেশ পাইল না, বলিয়া বাহকগণ আর দাঁড়াইল না। পূর্ব্বাদেশ মত কার্য্য করিল,—শিবিকা লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দূর হ'তে আসিতেছে—শুন কাণ পেতে—
কত গান, সেই মহা রঙ্গভূমি হোতে।
কত যৌবনের হাসি,
কত উৎসবের বাঁশি,
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।
কত মিলনের গীত বিরহের শ্বাস,
তুলিছে মর্ম্মর তান বসন্ত বাতাস,
সংসারের কোলাহল
ভেদ করি অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস!

সমুদ্রতীরে—প্রতিমা বিসর্জ্জন।

শিবিকা লইয়া বাহকগণ দূর হইতে দূরান্তরে গিয়া পড়িল। চারি পাঁচ দিন অবিশ্রান্ত হাঁটিয়া

তাহারা সমুদ্রতীরে উপনীত হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যদেব প্রায় ডুবু ডুবু বাহকগণ শিবিকার চাবি খুলিয়া, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিল,

"আপনি নাবুন।"

সুষমা শিবিকা হইতে অবরোহণ করিল। বাহির হইয়া চাহিয়া দেখিল, সমুদ্রের অনন্ত বারি রাশি সামান্য সান্ধ্য সমীরণে একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে। তাহার ভয়ানক ডাক, বিভীষিকার পাক,—বৃহৎ বৃহৎ জলজন্তুর উল্লম্ফন। আর যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল অনন্ত বারিরাশি ধু ধু প্রসারিত। তীরে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, ঠাসা ঠাসি মেশামিশি—কত বন্য বৃক্ষ লতা পাতা। দেখিযা শুনিয়া তাহার প্রাণ চমকিত হইল।—ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, বাহকগণ সেখানে নাই, তাহারা শিবিকা লইয়া চলিয়া গিযাছে।

তখন সুষমার প্রাণের ভিতর যে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সামান্য লেখনীর বর্ণনীয় নহে। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অজস্রধারে কেবল জলরাশি প্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল বিপ্লাবিত করিয়া তুলিল। অসাড় অস্পন্দ দেহে,

সমুদ্রের অনন্ত বারি রাশির দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। আকাশের মাঝখানে চন্দ্রদেব উদিত,—তাঁহার রূপরাশিতে জগৎ আলোকিত। গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, লতায় লতায়, বিতানে বিতানে কেবল চন্দ্রের অপরূপ রূপরাশি অনন্ত লহরী খেলিয়া বেড়াইতেছে। জনমানবের রব নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একবার পাখীর কাকলী।—দুই একটা বন্যপশুর ভীষণ রব!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে, শোকে, মর্ম্মদাহে সুষমা একরূপ অসাড় অস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। যেন কোন জ্ঞান নাই, যেন সে ভাস্কর খোদিত চিত্রপুত্তলী।

সহসা সেই সমুদ্র তীরে, মনুষ্য বর্জ্জিত দেশে, গভীর নিশিথে মনুষ্য কণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর তান উঠিল। প্রথমতঃ সুষমা তাহার কিছুই শুনিতে পাইল না, শেষ স্বর নিকটবর্ত্তী হইলে শুনিতে পাইল। স্থির কর্ণে সভয়ে শুনিতে লাগিল,—কে গাহিতেছে,

"ভুলি যুঁথি যুঁথি মালা গাথিব সই!
মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি,

তুলি বেলা,—গাঁথি মালা
দিব প্রেম-ভরে প্রেমময়ী।
পারুলে, বকুলে, আঁচলে ভরি ফুলে,
যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী ;—
চম্পক টগর,—পরিমল তব তর্‌,
সারি সারি ফুল্ল নলিনী,
হাসে ফুল্ল ফুল কুললাজ বাস পরই।"*

সুষমা অনেকক্ষণ স্থির কর্ণে সেদিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিল। ক্রমেই স্বর নিকটবর্ত্তী হইল।

জ্যোৎস্নালোকে সুষমা দেখিতে পাইল,—গান গাহিতে গাহিতে একজন পুরুষ আসিয়া একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে দাঁড়াইল। মূর্ত্তি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না, তথাপিও বুঝিল,—পুরুষ। লোকটী সেখানে দাঁড়াইল, গান গাহিতে লাগিল। সুষমা সভয়ে সে দিকে চাহিয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ পরে সুষমা দেখিল, একখানি ছোট বজরা আসিয়া সমুদ্রকুলে লাগিল। বজরা হইতে চারিজন প্রকাণ্ডকায় পুরুষ লাফ দিয়া তীরে নামিল,—যেখানে সুষমা বসিয়াছিল, তাহারই

* রাগিণী, বিহঙ্গড—জলদ একতালা।

নিকট দিয়া তাহারা চলিয়া গেল, সুষমাকে যে তাহারা দেখিতে পাইল, এমনও বোধ হইল না।

আগন্তুক চারিজন পুরুষ গিয়া বৃক্ষতলস্থ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইল,—সসম্মানে অভিবাদন করিয়া কহিল,

"—দস্যুরাজ!—"

"দস্যুরাজ!"—কথাটা শুনিয়া সুষমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, ইহাদিগকে দেখিয়া বুঝি এ বিভীষিকাময়ী স্থানে সুষমার প্রাণে প্রথমতঃ একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে বুঝিল যে ইহারাত ভালমানুষ নহে, ইহারা দস্যু,—কিন্তু দস্যুতে সুষমার কি নেবে?—তার আছে কি?—কি আছে, 'সতীত্ব রত্ন!' সুষমার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া পার্শ্বের একটা লতাবিতানের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে বসিয়া স্থির কর্ণে তাহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিল। আগন্তুক পুরুষ কয়জন বৃক্ষতলস্থ ব্যক্তিকে অভিবাদন করিয়া বলিল,

"—দস্যুরাজ আমরা আপনার অনুজ্ঞামত কার্য্য সমাধা করিয়া আসিয়াছি।"

দস্যুরাজ হাসিয়া বলিল,

"রতন!"

আগন্তুক চারিজনের মধ্যে একের নাম নাম রতন;—আর তিনজনের নাম নবীন, ভুতো, কেষ্টা।

রতন বলিল,

"আজ্ঞে!"

দস্যুরাজ;—দস্যুরাজের নাম দুর্গাদাস। দুর্গাদাস প্রসিদ্ধ জলদস্যু। উত্তাল তরঙ্গমালা পরিপূরিত বিস্তৃত সমুদ্র। সেই সমুদ্রের মধ্যস্থ ক্ষুদ্রদ্বীপে দুর্গাদাসের আবাসস্থল। দুর্গাদাসের ন্যায় জলদস্যু আর কেহ ছিল না,—দুর্গাদাসের ভয়ে বণিকগণ সদাই শশঙ্কিত,—এমন কি সেই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা বাহাদুর পর্য্যন্ত তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে সম্বাদ রাখি, দুর্গাদাস অত্যাচারীর হস্ত হইতে অত্যাচারিতের উদ্ধার, ধনীর ধনভাণ্ডার হইতে ধনাপহরণ করিয়া আনিয়া দারিদ্রের প্রতি বিতরণ, প্রবলের আক্রোশ হইতে দুর্ব্বলের রক্ষা—ইহারই জন্য দস্যুবৃত্তি করিতেন। দস্যুবৃত্তির উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা নিজ ধনভাণ্ডার

পূর্ণ করিত না। দুর্গাদাসের স্ত্রী পুত্র বা সংসা কিছুই নাই—দুর্গাদাস সম্পূর্ণ উদাসীন।

দুর্গাদাস বলিলেন,

"রতন!"

রতন বলিল,

"আজ্ঞে!"

দুর্গাদাস। তোমাদিগকে একটা গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। বড় কঠিন কার্য্য —বড় দুঃসাহসিকের কর্ম্ম।

রতন বলিল,

"আপনার অনুমতি পাইলে, আমরা কোন কার্য্যই কঠিন বলিয়া গ্রাহ্য করি না; কি বলুন!

দুর্গাদাস। অদ্য কত টাকা পাইয়াছ?

রতন। দশ বার হাজার হইবে।

দুর্গাদাস। উহা হইতে পাঁচ সাত হাজার টাকা লইয়া সুন্দরবনের দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দাও,—সেখানকার দরিদ্র প্রজারা এবার বড় কষ্টে পড়িয়াছে, বন্যায় তাহাদিগের গরু বাছুর সকলি ভাসিয়া গিয়াছে,—টাকা দিয়া বলিয়া দিবে, তাহারা যেন গরু বাছুর কিনিয়া চাষ আবাদ করে।

রতন। এখনই কি যাত্রা করিব?

দুর্গা। হাঁ।

রতন। আর যে কি দুঃসাহসিকের কার্য্যের কথা বলিতেছিলেন,—সে কি?

দুর্গাদাস। দক্ষিণ বঙ্গের নূতন রাজাকে জান?

রতন হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,

"নূতন রাজা?—কে, সেই ভীরু কাপুরুষ হেম—হেমচন্দ্র?"

দুর্গাদাস কিছু অন্যমনস্ক হইলেন, অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,

"হাঁ—হেমচন্দ্র।"

রতন দুর্গাদাসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

"সেখানে কি করিতে হইবে?"

দুর্গাদাস বলিলেন,

"হেমচন্দ্র মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া যাহা করিয়াছিল, যেমন করিয়া কূটীল কৌশলে রাজ্য হস্তগত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় তোমরা অবগত আছ!"

রতন বলিল,

"আজ্ঞে আমরা তা সব শুনেছি।"

দুর্গাদাস। যখন মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যে, সে রাজ্য গ্রহণ করিয়াছে,—তখন সে মহারাষ্ট্রীয় দিগেরই রাজ্য; তাহার নহে। যাহা হউক সে ভীরু আবার মাসিক প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকৃত হইয়া কতক গুলি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আত্মরক্ষার্থ রাখিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রজাদিগের উপর এতদূর অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে যে, তাহা আর বলিবার নহে।

কথা গুলি শুনিতে শুনিতে রতনচাঁদ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিল। দুর্গাদাস বলিলেন,

"বাপু স্থির হও, কথা গুলা শুনিযা যাও—তার পরে যাহা হয় করিও।"

রতন কিছু অপ্রতিভ হইল। অবনত মুখে বলিল,

"হাঁ তার পরে বলুন।"

দূর্গাদাস। এইত গেল তাহার প্রজাদিগের দুরাবস্থার কথা। তাহার পরে, আমি শুনিলাম,—হেমচন্দ্র তাহার সতী স্ত্রী সুষমাকে ভুতপূর্ব্ব সেনাপতি রামরঙ্গণের সহিত ভ্রষ্টা অপবাদ দিয়া অদ্য এই স্থানে কোথায় রাখিয়া গিয়াছে! আমি বিকালেই এ সম্বাদ পাইয়াছিলাম, তাই এইস্থানে

তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, অনুজ্ঞা পাঠাইয়াছিলাম,—সে সতী এই স্থানে কোথায় আছে।

রতন বলিল,

"তবে আমরা তাহাকে খুজিয়া আনি।"

দুর্গাদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

সতী!—সতী সুষমা আমাদিগের মা। মায়ের মত ভক্তি করিয়া মায়ের মত যত্ন করিয়া তাহাকে খুজিয়া আন। কিন্তু খুঁজিয়া আনিবার আগে আমার কথাটী শুনিয়া যাও।"

রতন বলিল,

"কি বলুন।"

দুর্গাদাস। সুন্দরবনের ধন বিতরণ কার্য্য সমাধা করিয়া সেখানে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া হেমচন্দ্রের রাজ্যে গমন করিও,—সেখানে গিয়া যে প্রকারেই হউক হেমচন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সুবর্ণপুরের রাজার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া আসিবে। আবশ্যক হইলে আগে সুবর্ণ পুরের রাজার নিকট গমন করিও,—তাঁহার নিকটে কিন্তু সৈন্যবল সংগ্রহ করিও। এই কয়টী কার্য্য সমাধা করিয়া যত শীঘ্র পার, ফিরিয়া আসিবে।

আর একটি কথা স্মরণ থাকে যেন ; দুরাত্মা হেমচন্দ্র মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদিগের সাহায্যে রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া দস্যুদিগের মনতুষ্টি সাধনের জন্য দক্ষিণ বঙ্গের প্রজাদিগের ধন রত্নাদি একেবারে লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে, এখন যেন আর কেহ তাহাদিগের তৃণ গাছটিও স্পর্শ না করে।"

রতন বলিল,

"দস্যুরাজ, আমরা কি এখনই যাইব ?"

দুর্গাদাস। হাঁ এখনই।

রতন। হেমচন্দ্রের স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে বলিতেছিলেন,—তাহার কি আগে অনুসন্ধান করিতে হইবে ?

দস্যুরাজ দুর্গাদাস ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কি চিন্তা করিলেন, শেষ বলিলেন,

"না তোমরা আর বিলম্ব করিও না,—তাঁহাকে আমিই অনুসন্ধান করিতেছি।"

তাহারা আর কোন কথা কহিল না। লাফাইতে লাফাইতে সমুদ্র তীরে গেল, যে স্থানে বজ্‌রা বাঁধাছিল,—লাফ দিয়া তাহার উপর উঠিল। দাঁড়ি মাঝিগণ বজরা খুলিয়া দিল। তীর বেগে বজ্‌রা চলিয়া গেল।

দস্যুরাজ দুর্গাদাস গাছ তলায় দাঁড়াইয়া চাঁদের আলোকে চারিদিকে চাহিতে লাগিল,—অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া শেষ একদৌড়ে যে লতা বিতান মাঝারে শোক পুত্তলী সুষমা লুকাইয়া ছিল, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখে অল্প হাসি দেখা দিল, ডাকিল,—"সুষমা!"

সুষমা লতাবিতান হইতে তাহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া একেবারে হতজ্ঞান প্রায় হইয়াছিল। দস্যুগণ স্বকীয় রাজ্য অপহরণ করিতে চলিল।—স্বামীর রাজ্য আজি হউক, কালি হউক অপহৃত হইবেহ হইবে! কেননা স্বামী যোদ্ধা নহেন, রাজা নহেন,—অধিকন্তু প্রজারঞ্জকও নহেন, প্রজাপীড়ক! তাঁহার রাজ্যের স্থায়িত্ব কখনও সম্ভবেনা। কিন্তু দস্যুতে দস্যুবৃত্তি করিতে যাইতেছে, ইহাতে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটিবে না ত,—তাঁহার প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই ত?"

এমন সময় দস্যুরাজ দুর্গাদাস ডাকিলেন,

"সুষমা!"

দস্যুরাজের নিকট অমন মধুর স্বরের আশা সুষমা করে নাই। আরও বিশেষতঃ নাম করিয়া

যেন স্নেহভরে ডাকিতেছে, সে মনে ভাবিল, মরিতে যখন আসিয়াছি, মরিতেই যখন হইবে, তখন বাহির হইতে দোষ কি ?—যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক না বাহির হই, টানিয়া বাহির করিবে,—পরপুরুষে অঙ্গ স্পর্শ করিবে। আপন ইচ্ছায় বাহির হই,—সমুদ্রগুত নিকটে !

সুষমা জড়িতস্বরে ভয়বিহ্বল হৃদয়ে উত্তর দিল, "কে তুমি আমাকে ডাকিতেছ ?

দূর্গাদাস।—আমি প্রসিদ্ধ জলদস্যু দূর্গাদাস।

সুষমা সভয় অন্তরে বলিল,—

"আপনি দস্যু,—আপনি আমাকে কেন ডাকিতেছেন ? আমার নিকট গহনা নাই, টাকা কড়ি কিছুই নাই,—আমি স্বামীকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হতভাগিনী,—কেন আপনি আমাকে ডাকিতেছেন ?"

দূর্গাদাস। আপনি অনাশ্রিতা বনবাসিনী, তাই আশ্রয় দিবার জন্য—আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিতেছি।

সুষমা। আমি আশ্রয়হীনা নহি, আমার আশ্রয় আছে।

দূর্গাদাস। কোথায় ?

সুষমা।—আপনার পশ্চাদ্ভাগে,—সুগভীর, অনন্ত সলিল পূর্ণ মহাসমুদ্রই আমার আশ্রয়।

দূর্গাদাস। আপনি কি জীবনের আশা রাখেন না?

সুষমা। কোন্ আশায় জীবনের আশা রাখিব?

দূর্গাদাস। ধর্ম্মের আশায় আত্মহত্যা মহাপাপ।

সুষমা। আমি বালিকা, ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানি না, এ বয়সে,—এই অল্পবয়সে এই কষ্ট পাইলাম, স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিলেন,—স্বামীর ভালবাসায় আমি বঞ্চিত হইলাম;—সহোদরা-প্রতিম সুর-সুন্দরী আমাকে ছাড়িয়া ইহ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইল,—তবে কাহার লাগিয়া এ জীবন রাখিব, কোন সুখে এ ধরাতলে রহিব?

দূর্গাদাস। সুর-সুন্দরী কে?

সুষমা। রামরঙ্গণের স্ত্রী।

দূর্গাদাস। চিনেছি—তিনি কি মরেছেন?

সুষমা। হাঁ—সে বেশ ম'রেছে! স্বামী দেবতা, দেবতার হাতে ধ্বংশ হইয়াছে।

দুর্গাদাস। মৃত দেহ কি হইল ?

সুষমা। সে অনেক কথা।

দুর্গাদাস। শুনিতে পাই না ?

সুষমা। রামরঙ্গণ সুর-সুন্দরীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলেন, হৃদয় দিয়া রক্তধারা বহিল,—এমন সময় শত্রু আসিয়া আক্রমণ করায় কেহই সুর-সুন্দরীর সেবা সুশ্রুষা করিতে পারিল না। রামরঙ্গণ অসাবধান ছিলেন, সহসা শত্রুহস্ত হইতে নিষ্কৃতির উপায় নাই দেখিয়া গুপ্তপথ দিয়া পলায়ন করিলেন! যুদ্ধ স্থগিত হইলে আমি গিয়া দেখি,—সুরুর দেহ আর সেখানে নাই।

দুর্গাদাস! রামরঙ্গণ নেযায়নি ত ?

সুষমা। না, তিনি গেলেও আমি সুরুকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়াছি,—এবং একজন দাসীকে তাহার সেবায় নিযুক্ত ও একজন চিকিৎসককে তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়াছি।

দুর্গাদাস।—রামরঙ্গণ ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইনি তো ?

সুষমা। সে গুপ্তপথ দিয়া যাইবার উপায় আছে, প্রবেশ করিবার জো নাই।

দুর্গাদাস। রামরঙ্গণ আপন স্ত্রীর বক্ষে ছুরিকা

প্রবেশ করাইলেন কেন?—তাঁর চরিত্র কি ভাল ছিল না?

সুষমা। কার চরিত্র?

দুর্গাদাস। রামরঙ্গণের স্ত্রীর?

সুষমা। সুরুর?—সুরু সতী লক্ষ্মী,—একান্ত পতিব্রতা।

দুর্গাদাস। তবে কি রামরঙ্গণই কুচরিত্র ছিলেন?

সুষমা। তাহাও নহে।

দুর্গাদাস। তবে কি?

সুষমা। সে অনেক কথা।

দুর্গাদাস। শুনিতে পাই না?

সুষমা। আপনি দস্যু, আপনার নিকট বলিতে শঙ্কা হয়,—

দুর্গাদাস। কোন ভয় নাই—নিঃশঙ্কোচে বল।

সুষমা অনেক্ষণ কি ভাবিল, শেষে বলিল,

"—আপনার সাক্ষাতে বলিব। যদি কখনও রামরঙ্গণের সাক্ষাৎ পান, এই কথা কয়টি তাঁহার সাক্ষাতে বলিবেন, তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা অপশমিত হইবে। তাঁহার পূর্ব্ব প্রেম সুর-সুন্দরীর উপর

পড়িবে—সুরুর পবিত্রআত্মা তাহাতে সুখী হইবে। আমার বিশ্বাস, স্বামীর অবি।াসিনী স্ত্রী-লোক স্বর্গে গিযাও সুখ পায় না।”

দুর্গাদাস। যদি রামরঙ্গণের সাক্ষাৎ পাই, বলিব। কথাগুলি কি আমায় বলুন.

সুষমা এদিক ওদিক করিয়া বলিল,

“আমার স্বামী ষড়যন্ত্র করিযা রামরঙ্গণের মনে প্রতীতি জন্মাইয়া দেন যে, সুরু অসতী: তাহা আদৌ মিথ্যা। শিবচন্দ্র নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে পদোন্নত করাই এ অনর্থের মূলীভূত কারণ। শিবচন্দ্রের সহিতই সুরুর বদনাম দেন।—আমার স্বামী কর্ত্তৃক শিবচন্দ্র কার্য্যে অবহেলা করায় রামরঙ্গণ তাহাকে পদচ্যুত করেন, শিবচন্দ্র তাহাতে যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হয, শেষে আমার স্বামীই তাহাকে পরামর্শ দেয়, যে তুমি সেনাপতির স্ত্রীর সম্বন্ধে ভাই, অতএব তাঁহাকে গিয়া ধর, আবার স্বপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে। শিবচন্দ্র সে পরামর্শ সুন্দর জ্ঞান করিয়া সুরুর নিকট গমন করে। আমার স্বামী কৌশল করিয়া দ্বারে দাঁড়াইযা ছিলেন. দৈবযোগে রাম-রঙ্গণও সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন,

আমার স্বামী কৌশলে ও ছলে, রামরঙ্গণকে বলিলেন, শিবচন্দ্র প্রত্যহ এইরূপে সুরুর নিকট আইসে। রামরঙ্গণ জ্বলিয়া গেলেন। শেষে আমার স্বামী আমা দ্বারা সুরুর হস্তস্খলিত অঙ্গুরি লইয়া শিবচন্দ্রের হাতে দিলেন,—এবং তাহাই আবার রামরঙ্গণকে দেখাইয়া বলিলেন, সুরু উহা শিবচন্দ্রকে প্রেমোপহার দিয়াছেন। কাজেই তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি নিশিথ সময়ে সে নির্দ্দোষ, অপাপবিদ্ধা বালিকার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিলেন।—এই জন্যই সে সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল।

দুর্গাদাস স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিলেন, কে জানে—কেন তাঁহার নয়ন কোণে অশ্রু দেখা দিল। দুর্গাদাস গলা ঝাড়িয়া ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে বলিলেন,

"তুমি যদি এত জান, তবে রামরঙ্গণকে তখন সে কথা বল নাই কেন?"

সুষমা।—আমি কি তখন কিছু জানিতাম? সুরুও জানিত না যে, তাহার স্বামী এই দোষে তাঁহার উপর চটিয়াছেন। তবে কয়দিন সুরুর উপর সুরুর স্বামী বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন, নিজে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন,—আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

দুর্গাদাস। তুমি তোমার স্বামীকে অঙ্গুরী দিয়াছিলে, তুমি জানিতে না?

সুষমা। আমি কিছুই জানিতাম না। স্বামী কয়দিন ধরিয়া আমারনিকট সেই অঙ্গুরিটী প্রার্থনা করিতেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন না, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। একদিন সুরুর হাত ধরিয়া রামরঙ্গণ টানিলে, অঙ্গুরিটী পড়িয়া গেল। স্বামীর নিতান্ত সখ ভাবিয়া আমি অঙ্গুরিটী কুড়াইয়া লইযা গিয়া তাঁহাকে দিলাম।

দুর্গাদাস। তার পর, তোমাকে কিজন্য এখানে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন?

সুষমা। আমাকে অকারণে রামরঙ্গণের সঙ্গে ভ্রষ্টা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গাদাস। রামরঙ্গণে তোমার আশক্তি আছে নাকি?

সুষমা কথা কহিল না।

দুর্গাদাস বলিল,

"যদি তাহা থাকে, তবে আমার আশ্রমে চল, মায়ের ন্যায় প্রতিপালন করিব,—কখনও যদি রামরঙ্গণের সাক্ষাৎ পাই, তাঁহার করে প্রত্যর্পণ করিব।"

কথাটা শুনিয়া মনে তোল পাড় আরম্ভ হইল, ভাবিল রামরঙ্গণে আশক্তি—রামরঙ্গণ আমার পিতা হয়। হেমচন্দ্র ভিন্ন জগতস্থ সমস্ত পুরুষই আমার পিতা হয়। কিন্তু রামরঙ্গণে আশক্তি বলিলে, দস্যু আমাকে মায়ের ন্যায় প্রতিপালন করিবে। কখনও যদি রামরঙ্গণের সাক্ষাৎ পায়, আমাকে তাহার করে সমর্পণ করিবে। মন্দ কি, রামরঙ্গণের সাক্ষাৎ যদি কখনও পাই, তবে আমার হেমচন্দ্রকে পাইব।—রামরঙ্গণ তো আমার পিতৃ স্থানীয়,—তিনি আমাকে স্নেহ করেন। সুষমা কোন কথা কহিল না।

দুর্গাদাস বলিল,

"তবে বাহির হইয়া এস।"

সুষমা বাহিরে আসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া দুর্গাদাসের সেই বিভীষণ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিল।

দুর্গাদাস কাপড়ের মধ্যে হইতে একটা বাঁশি

বাহির করিয়া বাজাইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে একখানি ক্ষুদ্র তরণী,—তাহার তলদেশ তাম্র দিয়া ছাওয়া, তরণী খানি আসিয়া সমুদ্রতটে লাগিল, দুর্গাদাস বলিলেন,

"চল নৌকায় উঠি।"

সুষমা বলিল,

"নৌকায় উঠিয়া কোথায় যাইব?"

দুর্গাদাস। আমার আশ্রমে।

সুষমা। আশ্রম কোথায়?

দুর্গাদাস। সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপে।

"চল যাই।"

এই কথা বলিয়া, সুষমা দুর্গাদাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দুর্গাদাস মৃদু হাসিয়া বলিল,

"কি দেখিতেছ?"

সুষমা অপ্রতিভ হইল। জড় সড় ভাবে বলিল,

"একটা—কথা!"

দুর্গাদাস। কি বল দেখি।

সুষমা। বলিতে ভয় করে, বলিব না।

দুর্গাদাস। কোন ভয় নাই,—তুমি আমার মা, স্বচ্ছন্দে বল।

সুষমা বলিল,

"আমার জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত দুর্গাদাস জলদস্যুর গল্প শুনিয়াছি, আমার পিতা বলিতেন, তাঁহারাও ছোট কালে তাহার গল্প শুনিয়াছেন, কিন্তু এখন তোমাকে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি,—তুমি যে নবযুবক।"

দুর্গাদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

"যতদিন কোন বিপক্ষ কর্ত্তৃক নিহত না হইব, ততদিন আমি মরিবও না, চেহারাও আমার ঠিক এরূপই থাকিবে।"

সুষমা আর কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে দুর্গাদাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুদ্রতটে গেল। দুইজনে নৌকারোহণ করিলেন,—নক্ষত্র বেগে নৌকা দিগান্তে মিশিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"নাহি ভবতি বিযোগঃ স্নেহ বিচ্ছেদ হেতুঃ
জগতি গুণ নিধীনাং সজ্জনানাং কদাপি।
ঘন পটলনিরুদ্ধো দূর সংস্থোঽপি চন্দ্রঃ
কিন্তু কুমুদ বনানাং প্রেমভঙ্গং করোতি॥"

অনুসন্ধান—রতন শর্ম্মা।

সুবর্ণপুরের রাজা শুনিলেন, তাঁহার প্রধান সেনাপতি রামরঙ্গণ আপন মনের আগুনে,—হৃদয়ের যাতনায় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, হেমচন্দ্র—কুটীল কৌশল হেমচন্দ্র শত্রুর সঙ্গে যোগ করিয়া তাঁহাকে অসময়ে, অপ্রস্তুতাবস্থায় তাড়াইয়া দিয়া শত্রুর অনুগত হইয়া—এখন দক্ষিণ বঙ্গেশ্বর হইয়াছে;—রাজার রাজ্য অপরের হইয়াছে। কিন্তু সে রাজ্য উদ্ধারের আর উপায়

নাই,—কে উদ্ধার করিবে? তাঁহার প্রধান সহায়, প্রধান বল রামরঙ্গণ দেশত্যাগী—তাঁহার খোঁজ নাই, খবর নাই। রাজা অত্যন্ত মনোদুঃখে দিবা-রাত্রি রাজ্যোদ্ধারের উপায় চিন্তা করেন,—কিন্তু চিন্তা করিয়া কোন কিছু স্থির করিতে পারেন না,—প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ যে হেম-চন্দ্রের সহায়—রামরঙ্গণ বিনা কে তাহাদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে?—রামরঙ্গণ তুমি এ সময়ে কোথায়?

রাজা রামরঙ্গণের জন্য অনেক দুঃখ করেন,—নাই বা করিবেন কেন? প্রধান সহায়, প্রধান অবলম্বন রামরঙ্গণের মত লোকের জন্য কাহার না হৃদয় ঝোরে—এমন প্রভুভক্ত, প্রভুর উপকারী বীরপুরুষ কোথায় মিলে?

রামরঙ্গণ হুগলী জেলার যে গ্রামে বাটীর পরিচয় দিয়াছিল, তথায় লোক পাঠাইয়া দিলেন,—যদি রামরঙ্গণ বাড়ি গিয়া থাকে। রামরঙ্গণের পিতা,—অন্ততঃ রামরঙ্গণ যাহাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিযাছিলেন, রাজা তাহাকে আনাইলেন। সমাদরে, সুসম্ভাষণে নিকটে বসাইয়া তাহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার ছেলে রামরঙ্গণ কোথায় ?"

বৃদ্ধ কহিল,

"মহারাজ, আপনার এখানে ছিল, এই আমি জানি, তার পর কোথায় গিয়াছে, সে সম্বাদতো রাখি না।"

রাজা। তোমার কয় ছেলে ?

বুঝি রাজা ভাবিলেন, রামরঙ্গণের অনুজ রামরঙ্গণের মত হইতে পারে, তাহাকে আনিয়া সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া বিপক্ষ বিরুদ্ধে অস্ত্রো-ত্তলন করিবেন।

বৃদ্ধ কহিল, .

"মহারাজ, আমার আদৌ সন্তানাদি হয় নাই।"

রাজা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন,

"আদৌ সন্তানাদি হয় নাই! রামরঙ্গণ ?— রামরঙ্গণ কি আপনার পুত্র নহে ?"

বৃদ্ধ। আজ্ঞে না।

রাজা। সে'ত তাই বলিত।

বৃদ্ধ। সে বলিত,—লোকে তাই জানে।

রাজা। প্রকৃত কি তাহা নহে ?

বৃদ্ধ। না।

রাজা। তবে প্রকৃত রহস্য কি,—তাহা আমার নিকট বল,—শুনিতে আমার বড় বাসনা হইতেছে।

বৃদ্ধ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,

"মহারাজ,—সে গুপ্তকথা আমি আপনার নিকট বলিবার জন্যই আরও ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছি। আমার জীবনের শেষ দিন অতি নিকট,—এখন কাহাকেও সে কথা না বলিয়া গেলে, তাহা চিরকালই গুপ্ত থাকিবে। আমি এজীবনে আর যে কখনও রামরঙ্গণের মুখকমল দেখিতে পাইব, সে আশা দুরাশা মাত্র।"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে বৃদ্ধের দুই চক্ষু দিয়া প্রবলরূপে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কণ্ঠরুদ্ধ হইল,—অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। রাজা তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,

"কাঁদিবার কোনও প্রয়োজন নাই। রামরঙ্গণের সহিত দেখা হইবার আশ্চর্য্য কিছুই নাই—যদি সে বেঁচে থাকে, আর দেশে থাকে, তবে দেখা হলেও হ'তে পারে। আর মরিব বলিয়া কাহারও সহিত দেখা হ'লোনা বলিয়া যে শোক করা,

সে নিতান্ত অন্যায়। মৃত্যু যখন জগতে অবশ্য-ম্ভবী,—মরিতে যখন হইবেই, তখনই মৃত্যুর জন্য শোক দুঃখ করিবার প্রয়োজন কি?—যে মানব মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে,—সেই বীর, সেই প্রকৃত সাধু। তুমি শোক পরিহার পূর্ব্বক সে গুপ্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট ব্যক্ত কর।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল,

"রামরঙ্গণ আমার ঔরসজাত পুত্র কহে,—পালিত পুত্র মাত্র। একদা আমি বাণিজ্যার্থে চীনদেশে গিয়াছিলাম, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে সমুদ্রতীরে নামিয়াছিলাম,—উলুবেড়িয়ার দক্ষিণে সমুদ্র-তটে দেখি একটী নবজাত শিশু পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে। শিশুকে দেখিয়া বড় মায়া হইল, তুলিয়া নৌকায় লইয়া বাড়ি আসিয়া গৃহিণীকে দিলাম। আমাদের পুত্রাদি হয় নাই, তাই যত্নে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া রামরঙ্গণ নাম রাখিলাম।

রাজা বৃদ্ধের কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন, শেষ বলিলেন,

"বুঝিয়াছি রামরঙ্গণ কোন উচ্চবংশসম্ভূত। নতুবা অত তেজ—অত বল,—উহা কি সামান্য

লোকের সম্ভবে ?”

বৃদ্ধ বলিল,

“মহারাজ যদি কখনও রামরঙ্গের সাক্ষাৎ পান, যদি কখনও তাহার আত্মবংশ পরিচয় পাই-বার কোন উপায় হয়, তবে আমি তাহাকে সমুদ্র তটে পাইবার সময় সে সকল দ্রব্যাদি পাইয়া-ছিলাম, তাহা মহারাজকে প্রদান করিয়া যাই, সাবধানে তুলিয়া রাখিবেন, সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে দিবেন।”

এই বলিয়া বৃদ্ধ একখানি মূল্যবান বস্ত্র খণ্ড রাজার নিকট দিলেন। রাজা দেখিলেন, বস্ত্রখণ্ডের অগ্রভাগে আল্‌পিন দিয়া আঁটা এক খানি খাম। বোধ হইল তাহার মধ্যে পত্র আছে। রাজা তাহা খুলিতে মনস্থ করিলেন,—কিন্তু খুলিতে পারিলেন না। তাহার উপর লেখা আছে,—

“এই পত্র

এই বালক ভিন্ন যিনি

খুলিবেন,

তিনি

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান ও গুর্ব্বাঙ্গণা

গমনের

মহাপাতকে লিপ্ত হইবেন।”

পাঠ করিয়া রাজা শিহরিয়া উঠিলেন! পত্র খুলিলেন না। বস্ত্রখণ্ড সমেত পত্র খানি অতি যত্নে, অতি সাবধানে লৌহ সিন্দুকের ভিতর তুলিয়া রাখিলেন।

বৃদ্ধ বিদায় হইয়া স্বদেশে চলিয়া গেল। রাজা রামরঙ্গণের জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলেন, অনেক দেশে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহার সন্ধান আর কোথাও মিলিল না।

একদিন বৈকালে,—তখন সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়ায় উঠিয়া প্রিয়তমা নলিনীর পানে চেয়ে তার ভাব গতিক দেখ্‌ছেন। নলিনী ভ্রমরকে দিয়ে মধু লোটাচ্ছে, দেখ্‌তে পেয়ে দ্বিজরাজ ক্রোধে কম্পিত কলেবর ও রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লেন। নলিনীও তা বুঝ্‌তে পেয়ে স্বামীর ভয়ে বিরস বদন হ'লো। অন্যান্য কুসুমেরা নলিনীর ঐ কুব্যভার দেখে, ধীরে ধীরে পাতার ঘোমটা সরিয়ে ফেলে মুখ মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে উঠ্‌লো।

রাজা একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া গাঢ় চিন্তায় নিবিষ্ট। কিরূপে দক্ষিণবঙ্গ উদ্ধার করিবেন, কিরূপে বিশ্বাসঘাতক হেমচন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করিবেন,—ইহাই তাঁহার চিন্তা,—

এমন সময় একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। রাজা আগন্তুকের মুখের দিকে অনেকক্ষণ অনিমিষ নয়নে চাহিয়া থাকিলেন। দেখিলেন, আগন্তুকের দেহ বলিষ্ঠ, মুখভাব প্রসন্ন—বীরত্বজ্যোতি স্ফুরিত। রাজাকে নিস্তব্ধে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া আগন্তুক কহিল,

"মহারাজ, আমাকে বোধ হয় চিনিতে পারেন নাই?"

"রাজা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,

"না।"

আগন্তুক।—আমার নাম রতন শর্ম্মা—

'রতন শর্ম্মা' নামটা যেন রাজা কোথায় শুনিযাছেন, কিন্তু কোথায় বা কিজন্য শুনিয়াছেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রাজা রতনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রতন বলিল,

"মহারাজ, তবু বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারেন নাই?"

রাজা বলিলেন,

"না,—ভাল চিনি নাই।"

রতন। আমি প্রসিদ্ধ জল দস্যু দুর্গাদাসের—”

এই পর্য্যন্ত বলিতেই মহারাজের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। তাঁহার মনে হইল, দুর্গাদাসের অনুচর রতন শর্ম্মা—না জানি আবার আমাকে কি বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে।

রাজাকে নিরুত্তর দেখিয়া রতন বলিল,

“মহারাজ! হেমচন্দ্র আপনার দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করিয়াছে। পাপীষ্ঠ ছল ও কুটিল কৌশল জাল বিস্তার করিয়া বীরসিংহ রামরঙ্গণের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনি সকলি অবগত হইয়াছেন।”

রাজা। হাঁ—এখন লোকপরম্পরায় শুনিয়া সকলই জানিতে পারিয়াছি।

রতন। তাহার প্রতীকারের জন্য—দুষ্টের দমনের জন্য কোন আয়োজন করিতেছেন না?

রাজা। কি করিব? নিজে বৃদ্ধ হইয়াছি। রামরঙ্গণ আমার বাহুবল ছিল, অদৃষ্টদোষে সে ছাড়িয়া গিয়াছে, আর কি করিব?

রতন। দস্যুপতি দুর্গাদাস আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, যদি আপনি কিছু সৈন্য আমাদিগের সহায়তা জন্য পাঠাইতে পারেন, তবে

আমরা আপনার হাতে রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে পারি।

রাজা কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে নিস্তব্ধে ভাবিতে লাগিলেন। ভাবনা কিছু অতিরিক্ত দেখিয়া রতন বলিল,

"মহারাজ! কি ভাবিতেছেন? আমার কথার উত্তর দিন।"

রাজা গলা ঝাড়িয়া এদিক ওদিক করিয়া বলিলেন,

"উত্তর কি করিব? দুর্গাদাস কৌশলী ও প্রকৃত বীর বটেন; কিন্তু দস্যু! দস্যুর সহায়তায় রাজ্যোদ্ধার করিব?"

রতন হাসিল। বলিল,

"তবে নিজে উদ্ধার করুন।"

রাজা বিষণ্ণবদনে বলিলেন,

"তা পারি কৈ?"

রতন। তবে আমাদের সহিত যোগ দিন, আমরা আপনার রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

রাজা কথা কহিলেন না। রতন উদাসভাবে বিকট হাসি হাসিয়া যষ্টিতে ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। রতন চলিয়া

গেল, দেখিয়া রাজার মন যেন কেমন একরূপ ভাবান্তর হইল। প্রতিহারীকে বলিলেন,

"লোক্‌টাকে শীঘ্র ফিরা।"

প্রতিহারী তখনই ছুটিল। কিন্তু রতনের দেখা পাইল না, মুহূর্ত্তমধ্যে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রতিহারী আসিয়া রাজাকে জানাইল। রাজা গম্ভীরভাবে কহিলেন,

"উহারা যদি এত ক্ষিপ্রগামী না হইবে, তবে সমগ্র দেশটা ওদের ভয়ে বিকম্পিত হয়?"

রাজা হৃদয়ের গভীর চিন্তায় অভিভূত হইয়া গৃহের বাহির হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"শরীরের বল চেয়ে বড় বুদ্ধি বল।
তদভাবে হেন দশা প্রাপ্ত হস্তীদল॥
মাহুতে কদাচ করি মারিবারে পারে।
এই কথা গজঘণ্টা ঘোষে বারে বারে॥"

অগত্যা স্বীকার।

রাজা বাহিরে আসিয়া দেখেন,—দিবা অবসান হইয়াছে। সূর্য্যদেব পশ্চিমাচলে গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,—তাঁহার রক্তিম ছবি তখনও একটু একটু দেখা যাইতেছে। বিহঙ্গমকুল কুলায় যাইবার জন্য কলরব করিতে করিতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া চলিয়াছে। বাগানে জাঁতি জুঁতি জুঁই গোলাপ মল্লিকা প্রভৃতি বিবিধ কুসুম

প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি সতী গাঢ় কালিমায় বদন আবৃত করিলেন. রাজা সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া সায়ন্তন কার্য্য সমাধা করিবার জন্য গৃহে গমন করিলেন এবং যথাবিহিত কার্য্য সমাধানান্তর 'শরীর অসুস্থ হইযাছে বলিয়া' অদ্য কার কাছারীর ভার অমাত্যবর্গের হস্তে দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

রাজাকে বিমর্ষভাবে থাকিতে দেখিয়া রাণী বিমর্ষের কারণ. জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন,

"রামরঙ্গণকে নানা কারণে মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিত করিয়া তাহাকে শত্রুহস্তে হেমচন্দ্র নিপতিত করে, তাহা বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ?"

রাণী। হাঁ—তা শুনেছি।

রাজা। হেমচন্দ্র শত্রুর সহিত যোগ দিয়া দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় শুনেছ?

রাণী। শুনেছি।

রাজা। সমুদ্র দ্বীপে দূর্গাদাস নামক এক প্রসিদ্ধ জলদস্যু বাস করে, তাহা তুমি কখনও শুনিয়াছ কি ?

রাণী ভয়চকিতভাবে বলিলেন,

"শুনেছি—শুনেছি, তার নাম করিলেও আমার ভয় করে।"

রাজা। সেই দস্যুপতি আ'জ আমার নিকট তার প্রধান অনুচর রতন শর্ম্মাকে পাঠিয়েছিল।

রাণী শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"ওমা সেকি ? কেন দস্যুপতি তার অনুচরকে তোমার নিকট পাঠিয়েছিল, তার মনে কোন কু অভিসন্ধি ছিল না ত ?"

রাজা বলিলেন,

"তাহাদিগের অভিসন্ধি আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। রতন এসে আপন পরিচয় দিয়ে বোল্লে যে, আমাদের দলপতি দূর্গাদাস আপনার নিকট আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার সৈন্য বল আমাদিগকে দিন, আমরা আপনার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিতেছি।"

রাণী। তুমি তাতে কি উত্তর কোল্লে ?

রাজা। আমি বল্লেম,—দস্যুর সহায়তায় রাজ্যোদ্ধার করিলে লোকনিন্দা হইবে।

রাণী। তার মুখের উ।র এত বড় কথাটা বল্লে? তা শুনে সে কি বলিল?

রাজা। সে বোল্লে, তবে নিজে উদ্ধার করুন।

রাণী। তুমি কি উত্তর কোল্লে?

রাজা। আমি বোল্লেম পারি কৈ?

রাণী। তা শুনে কি বলিল?

রাজা। তা শুনে বলিল—দুষ্টের দমন আমাদের প্রয়োজন—আপনি সহায়তা করুন, আপনার রাজ্য আমরা উদ্ধার করিয়া দিতেছি। সেবার আমি উত্তর করিলাম,—রতন উদাসভাবে বিকট হাসি হাসিয়া তীরবেগে কোথায় চলিয়া গেল। তখনই তাহাকে ফিরাইবার জন্য প্রতীহারীকে পাঠাইয়া দিলাম,—কিন্তু সে কোথাও আর তার সন্ধান পাইল না।

রাণী। আচ্ছা তারা ডাকাত,—ডাকাতি করাই তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তোমার সহায়তা করিয়া কেন তোমার রাজ্যোদ্ধার করিতে আইসে?

রাজা। কি জানি—আমি তার কিছুই বুঝ্‌তে

পাচ্চি না,—তাদের যে, মনের ভাব কি, তা অনেক ভেবে চিন্তেও স্থির কত্তে পাল্লেম না, ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনও বড় খারাপ হ'য়েছে।

রাণী। তারা ডাকাত,—অর্থ তাদের প্রয়োজন, বোধহয় তোমার রাজ্যোদ্ধার ক'রে দিয়ে তারা কিছু অর্থ লইবে।

রাণীর পশ্চাৎভাগ হইতে কে বলিল,

"না রাজমহিষি,—দস্যুপতি দুর্গাদাসের সে অভিপ্রায় নহে। তিনি ও প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করেন না।"

হঠাৎ কে কথা কহিল, রাজা ও রাণী সভয়ে সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন। রাণী সে ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া আড়ষ্ট হইলেন। রাজা দেখিলেন,—'রতন শর্ম্মা'।

সভয়ে সচকিতে রাজা ও রাণী সেদিকে চাহিয়া রহিলেন।

রতন বলিল,

"মহারাজ ভয় করিবেন না। আমরা আপনার কোন অত্যাচার করিব না!—আপনি সৈন্যাদি আমাদিগের সহিত দিন, আমরা আপনার হৃত রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিই।"

রাজা ভয়চকিত নেত্রে ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,

"রতন! তোমাদিগের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমার এই প্রহরী রক্ষিত,—ভীম প্রাচীরে পরিবেষ্টিত—অন্দর মধ্যে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলে!

রতন মৃদু হাসিয়া বলিল,

"মহারাজ, এই সামান্য বাড়ির মধ্যে যদি না আসিতে পারিব, তবে কেমন করিয়া দস্যুপতি দুর্গাদাসের কার্য্য করিতে পারিব?"

রাজা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে, নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে বলিলেন, "আমার সহিত তোমার যে কথা তাহা তো বাহিরেই হইয়াছিল, আর যদি কিছু ছিল, তবে বাহিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেন বলিলে না?"

রতন। আমি জলদস্যু দুর্গাদাসের অনুচর—তাহার একটু পরিচয় না দিলে, তাহার একটু কার্য্য না দেখাইলে,—আপনি আমাকে কেমন করিয়া চিনিতেন?

রাজা। তোমাকে দেখিয়াই আমার সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল। আমি তোমার কথায় অবিশ্বাস করি নাই।

রতন। যদি আমাকে চিনিয়াছিলেন, যদি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন,—তবে সামান্য লোকের মত জ্ঞান করিয়া আমার কথায় তাচ্ছল্য প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর দেন নাই কেন?

রাজা। দস্যুকে আমি খুব মাননীয় লোক বলিয়া জ্ঞান করি না।

রতনের চক্ষু আরক্তিম হইল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বিকট চাহনিতে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রতন গম্ভীরস্বরে বলিল,

"কি!—দস্যুপতি দুর্গাদাসের হুকুম অগ্রাহ্য!—দেখিব আপনি কেমন রাজা।"

এই কথা বলিয়া দস্যু রতন শর্ম্মা গমনোদ্যোগ করিল। তাহার সেই বিকট চাহনিতে, গম্ভীরস্বরে—আর জলদস্যু দুর্গাদাসের নামে রাজার মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি বিনয় নম্র বচনে রতনকে ফিরাইয়া বলিলেন,

"রতন, রাগ করিও না। আমি হৃদয়গত ভাবে ওকথা বলি নাই, আমাকে ক্ষমা কর।"

রতন ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,

"আপনার উপর দুর্গাদাসের অচল ভক্তি,

তিনি পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে আপনার কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, বা আপনার প্রজাপুঞ্জের উপর কোন অত্যাচার না হয়, এ জন্য সাবধান করিয়া দেন। তাই আপনি দুর্গাদাসের হুকুম অমান্য করিয়া রতনের সমক্ষে বিরাজ করিতেছেন,—নতুবা এ জগতে এমন কেহ নাই, যে দুর্গাদাসের নিন্দা করিয়া জীবিত থাকে।”

রাজা নতবদনে বসিয়া রহিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

রতন শর্ম্মা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,

“সে যাহা করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে; এক্ষণে যদি মত হয়, হেমচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যদি আপনার হৃত রাজ্য উদ্ধার করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমাদিগের সহিত আপনার সেনাবল নিয়োগ করুন। আগামী কল্য প্রত্যুষে তাহাকে বিদূরিত করিবার জন্য যাত্রা করি।”

রাজা সম্মত হইলেন। বলিলেন,

“সৈন্যবল তোমাদিগকে প্রদান করিব, যাহা তোমাদিগের ভাল হয়,—তাহাই করিও।”

রতন বলিল,

“তবে, সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ

করিবেন, কাল সকালেই যাইতে হইবে।”

রাজা স্বীকৃত হইলেন। রতন শর্ম্মা পলক মধ্যে কোথা দিয়া কোথায় চলিয়া গেল—রাজা তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

রাণী এতক্ষণ ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া ভাস্কর খোদিত চিত্রপুত্তলীকার ন্যায় এক পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। রতন চলিয়া গেল দেখিয়া তিনি নিশ্বাস ছাড়িলেন। রাজাকে বলিলেন,

“উঃ! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!”

রাজা। কথা গুলা শুন্‌লেন?

রাণী। শুন্‌লেম বই কি।

রাজা। কি বোধ হ’ল?

রাণী। উদ্দেশ্যত ভাল বলিয়া বোধ হয় না, দস্যু হইয়া কি জন্য তোমার সহায়তা করিতে আসিয়াছে?

রাজা। আমারওত সেই বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তি হইয়াইত আমি সৈন্যবল উহাদিগের হস্তে দিতে নারাজ ছিলেম।

রাণী। তবে শেষে স্বীকৃত হইলে কেন?

রাজা। স্বীকার না করিলে আর উপায় কৈ? কর্ণেত শুন্‌লে।

"তবে এখন উপায় ?" এই বলিয়া রাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

রাজা বলিলেন,

"উপায় আর কি, উহাদিগের হস্তে সৈন্যবল বিন্যস্ত করি; যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই ঘটিবে।"

রাণী ইতস্ততঃ করিযা বলিলেন,

"এক কাজ করিলে হয় না ?"

রাজা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে রাণার দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"কি ?"

রাণী। কাঁল যখন রতন আসিয়া সৈন্য-বল, চাহিবে তখন কৌশল করিয়া উহাকে কযেদ করিয়া রাখনা কেন !"

রাজা শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন,

"উঃ! তাই কি হয় ? দস্যুরাজ দুর্গাদাসের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে এমন সাহস কারু নাই। দেখ্‌তে তো পেলে, প্রহরী রক্ষিত প্রাচীরে বেষ্টিত এই অন্দরে কোথা দিয়া কেমন করিয়া রতন শর্ম্মা প্রবেশ করিল। রতনও দুর্গাদাসের একজন অনুচর মাত্র।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কবী জানে শেণবীর বল কবূতর।
সে বল জানিতে ক্ষম না হয ইন্দুর ।।

যাত্রা।

প্রত্যুষে—তখনও বৃক্ষরাজির অভ্যন্তর ভাগ হইতে অন্ধকার অপসৃত হয় নাই; তখনও সূর্য্য-কিরণ পৃথিবী উপর পতিত হয় নাই,—কেবল ধীরে ধীরে উষাদেবী পৃথিবীকে আলোক মালায় সজ্জিত করিযা পূর্ব্বগগণে আবির্ভূতা হইলেন। গাছে গাছে বিহগিণীগণ তাঁহার সাদর সম্ভাষণ সূচক গানে আকাশ পূর্ণ করিয়া তুলিল,

—ডালে ডালে ফুল ফুটিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিল,—সেই পুষ্প সৌরভ আহরণ করিয়া মলয় সমীরণ উষাদেবীকে ব্যজন করিতে লাগিল।

এই সময় রাজা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। মন্ত্রীকে নিকট ডাকিয়া জলদস্যু দুর্গাদাস রতন শর্ম্মাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছে, রতন শর্ম্মা তাঁহার নিকট আসিয়া সৈন্যবল প্রার্থনা করিয়াছে, এবং হেমচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার হৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে চাহিয়াছে,—সে সমস্ত কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রতনের হাতে সৈন্যবল দেওয়া যায় কি না।"

মন্ত্রী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,

"মহারাজ, সৈন্যবল তাহাদিগের হস্তে না দিলেও যখন আমাদিগের সুভদ্রা নাই—তখন তাহাদের হাতে সৈন্যবল দেওয়া হউক। আমি শুনিয়াছি, জলদস্যু দুর্গাদাস বিশ্বাস ঘাতকতা করে না।"

রাজা বলিলেন,

"আমিও তাহাই স্থির করিয়াছি।"

এমন সময় রতন শর্ম্মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্ত্রী রতনকে চিনিতেন না,—সহসা আগন্তুকের আগমনে বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজা বলিলেন,

"রতন !—"

মন্ত্রী বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে চিনিলেন,—"আগন্তুক জলদস্যু দুর্গাদাসের অনুচর রতন শর্ম্মা। মন্ত্রীর হৃদয় কম্পিত হইল,—সে নামে তখনকার সকলেরই হৃদয় কাঁপিত। রতন রাজাকে কহিলেন,

"মহারাজ, সৈন্যদিগকে কি বলিয়াছেন? সেনাপতিকে কি আমার সঙ্গে যাইতে আদেশ দিয়াছেন?"

রাজা বলিলেন,

"এখনই তোমার সম্মুখে ডাকিতেছি।"

এই বলিয়া রতনকে লইয়া তাঁহারা একটা নিভৃত, সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একজন প্রতীহারীকে সেনাপতিকে ডাকিতে বলিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষায় তিন-জন বসিয়া থাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেনাপতি

আসিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করত রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা তাহাকে বলিলেন,

"মানসিংহ,—আজি একটা কঠিন কার্য্য—অতি সাবধানে, হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।"

মানসিংহ যুক্তকরে মৃদুকণ্ঠে কহিল,

"আমি মহারাজের আজ্ঞাবহ ভৃত্য—যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, তাহাই প্রাণপণে প্রতিপালন করিব, কি বলুন।"

রাজা পার্শ্বস্থিত রতনকে দেখাইয়া বলিলেন,

"ইহাকে কখন জান কি?"

মানসিংহ বলিল,

"না মহারাজ, আমি কখন উহাকে দেখি নাই।"

রাজা। ইঁহার নাম রতন শর্ম্মা। সুপ্রসিদ্ধ জলদস্যু দুর্গাদাসের ইনি প্রধান অনুচর।

সেনাপতি মানসিংহ শিহরিয়া উঠিল। জলদস্যু দুর্গাদাসের প্রধান অনুচর রতন শর্ম্মা!—সে এক দৃষ্টে রতনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজা বলিলেন,

"রতনের সঙ্গে তোমাদিগকে দক্ষিণ বঙ্গে যাইতে হইবে। ইঁহাদিগের অধীনে থাকিয়া প্রাণ পণে যুদ্ধ করিয়া হেমচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করত আমার নষ্ট রাজ্য পুনরোদ্ধার করিবে।"

মানসিংহ। ইঁহাদিগের সহায়তা পাইলে অনায়াসে এ কার্য্য সুসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে!

রাজা। সাবধানে কার্য্য করিও।

মানসিংহ। উনি আমাদিগের সঙ্গে যাই-বেন ত?

রাজা রতনের মুখের দিকে চাহিলেন। রতন বলিল,

"সেনাপতি মহাশয়! আপনি এখনই নিঃশব্দে, বিনাড়ম্বরে সৈন্য ও যুদ্ধোপযুক্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া দক্ষিণ বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করুন। আমিও সেখানে যাইতেছি। আজি কৃষ্ণা-পঞ্চমী, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন সন্ধার পর আপনি সৈন্যাদি লইয়া হেমচন্দ্রের বাড়ি উত্তর পাশ ঘিরিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া থাকিবেন, বাড়ির মধ্য হইতে আমি যেই শঙ্খনাদ করিব, অমনি আপনি কামান বন্দুকে শব্দ করিতে আরম্ভ করিবেন, যদি তাহাদিগের সৈন্যাদি আক্রমণ

তখন অস্ত্রাদি চালাইবেন,—আমরাও গিয়া আপনাদের সহায় হইব। তবে আমার বিশ্বাস, ততদূর হইবে না; বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করিব।”

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,

“কি প্রকারে?”

রতন উত্তর করিল,

“হেমচন্দ্র নিজ বাহুবলে রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না, পরানুগ্রহে। পররাজ্যের সৈন্যই তাহার বল। আবার শুনিয়াছি, অর্থাভাব প্রযুক্ত সেনাদিগের বেতন দিতে পারিতেছে না, আমি গিয়া প্রচুর পরিমাণে টাকা দিয়া তাহাদিগকে বশ করিয়া লইব,—যেন তাহারা কেহই আমাদিগের বিপক্ষে অস্ত্রোত্তলন না করে!”

রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,

“সৈনিক বিভাগে তুমি যাবে কি কোরে?”

রতন মৃদু হাসিয়া বলিল,

“মহারাজ! আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের অগম্যস্থান কোথাও নাই।”

রাজা বলিলেন,

"সৈন্যদিগকে বশ করিতে কত টাকার প্রয়োজন হইবে?"

রতন। শুধু টাকা নহে,—রূপা সোণা মণি মুক্তা,—বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার।

রাজা বলিলেন,

"এত টাকা কোথা পাবে?"

রতন উত্তর করিল,

"দস্যুরাজ দুর্গাদাসের কি অর্থাভাব! কুমড়া-বেড়ে জানেন?"

রাজা। জানি! সে একখানি বেশ সমৃদ্ধি-শালী গ্রাম।

রতন। সেখানে রামধন হালদার নামক জনৈক কৃপণ সমৃদ্ধিশালী লোক বাস করেন,—আজি তাঁহারই ভাণ্ডার লুঠ করিয়া এই টাকাটা সংগ্রহ করিব। কৃপণের ধনে দুর্গাদাসের অধিকার।

রাজ স্তম্ভিত হইলেন। রতনশর্ম্মা হাসিয়া বলিল,

"তবে আমি চলিলাম,—সৈন্যাদি রওনা করিয়া দিন।"

এই বলিয়া রতন চলিয়া গেল।

রাজা মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনলে?"

মন্ত্রী। কি ভয়ানক ব্যাপার!

রাজা। ভয়ানক ব'লে ভয়ানক।

মন্ত্রী। যাই বলুন মহারাজ,—দস্যুকে বিশ্বাস নাই।

রাজা। দস্যুকে যদি বিশ্বাস থাকিবে, তবে অবিশ্বাস কোথায় হইবে!

মন্ত্রী। এক কায করিলে হয না?

রাজা। কি?

মন্ত্রী। কুসুম্ভা বেড়ের রামধন হালদারকে গোপনে এ কথা জানাইলে হয না? সেত ছোট্ট খাট লোক নহে, তার ওখানে সৈন্যও আছে, আরও সংগ্রহ কোরে রাখবে। রতনকে ধোরে কয়েদ কোল্লে সব আপদ চুকে যাবে।

রাজা অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "সে পরামর্শ মন্দ নহে, পরের বাড়ি হ'তে যদি দেশের শত্রু নিপাত হয়, তার চেয়ে আর মঙ্গলের বিষয় কি আছে! আমার রাজ্য উদ্ধার কোরে দেবে বোল্‌ছে, কিন্তু ওদের মনে কি আছে তা কে জানে!—দস্যু।"

মন্ত্রী সেনাপতিকে বলিলেন,

"খুব দ্রুতগামী অশ্বারোহী একজনকে এখনি কুম্‌ড়া বেড়েয় পাঠিয়ে দেও, সে যেন সে নিজের পরিচ্ছদ পরিয়া না যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অন্য পরিচয় দিয়—কুম্‌ড়া বেড়ের রামধনের কাছেও যেন নিজ পরিচয় না দেয়, কেবল প্রকৃত কথাটা তাহার নিকট বলিয়া আইসে।"

সেনাপতি মানসিংহ রাজার মুখের দিকে চাহিলেন, রাজা বলিলেন,

"হাঁ—তাহাই পাঠায়ে দাও,—আর তোমরাও দক্ষিণবঙ্গাভিমুখে যাত্রা কর, আজ কাল অধিক দূর যাইও না, নিকটেই সেনানিবেশ ক'রে থেক,—ওদের কতদুর কি হয় দেখে—তার পর গেলেই হবে।"

সেনাপতি চলিয়া গেল। রাজা ও মন্ত্রী বাহির হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"Speak gently! It is better far
To rule by Love then fear
Speak gently—Let no harsh wards
The good we might do here."

সন্ন্যাসী—কে'ও?

পাড়ায় একটা মহা বাজনার ধূম পড়িয়াছে। ঢোলের মধুর আওয়াজে কান ফাটাইতেছে। দুই তিনটা সানাইয়ে শত শত রথের ভেঁপুর কার্য্য করিতেছে।—একটা মহা হুলস্থুল। কুম্ড়া বেড়ের হালদারদের ছেলের অন্নপ্রাসন। তাঁদের বাটীতে কত লোকের সমাগম,—একটার

মাথায় লাঠি মারিলে, দশটা মরে,—নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, আহুত, রবাহুত দীন দরিদ্রে বাটী পূরিয়া পড়িয়াছে, একটা হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার!

গ্রীষ্মকাল বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত। এমন সময় এক ব্যক্তি গৈরিক বস্ত্র আচ্ছাদনে ধীরে ধীরে হালদারদের বাটী অভিমুখে চলিলেন। গুণ গুণ করিয়া গাহিতে ছিলেন,—বোধ হয় ইনি কবি; নচেৎ গান কিরূপে আসিল বুঝিতে পারি না। দিনকর পরমানন্দে গগণে বসিয়া অগ্নি-বৃষ্টি করিতেছে, যাঁহারা পৌষের শীতে গ্রীষ্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সামাল সামাল ডাকিতেছেন। উপরে সূর্য্যদেবের যেরূপ আনন্দ, নিম্নে ধূলারও তদ্রূপ। ধূলা কখনও নাচেন, কখন ঘুরেন, কখন ছুটেন,—মানুষ দেখিলে আগে চোখে প্রবেশ করেন। সকলে বলে পাখীরা গাহক বড়। এ সময়ে তাহার বড় প্রমাণ নাই।—কাকের বারমেসে আওয়াজ কেবল এক একবার শুনা যাইতেছে। আমরা এত কথা বলিতেছি,—কারণ এমনি কতকগুলা বলিতে হয়। উল্লিখিত পথিকের বর্ণনা করা হয় নাই,—বেশী বর্ণনারও সুযোগ নাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশেষ করিয়া

অঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত,—তবে পায়ের খড়ম জোড়াটী বর্ণনা করিতে বলেন,—করা যায়। যদি বলেন আকার;—আকার দীর্ঘ বটে!

পথিক ধীরে ধীরে হালদারদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইল। একটা বৃক্ষ-তলে বসিয়া অঙ্গের বসন খুলিল,—দেখিলাম সন্ন্যাসী,—কিন্তু জটা নাই, কিশোর কাল অতি-ক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, দীর্ঘ নেত্রদ্বয় কৃষ্ণপল্লব ভূষণে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে; ওষ্ঠে রক্তছটা, ললাটে শ্রমজল মুক্তার ন্যায় ঝুলিতেছে; সুন্দর নাসিকা—কিন্তু টীয়া পাখীর মত নয়; মুখমণ্ডল গম্ভীর, দেহ বলব্যঞ্জক —এক কথায় বলি সুন্দর!—না গণ্ডস্থল পুষ্টিহীন, বর্ণ মলিন।

গান আরম্ভ করিল, গান হিন্দি, কিন্তু পাঠ-কের সুবিধার জন্যও বটে, আমার সুবিধার জন্যও বটে, গান বাঙ্গালা করিয়া দিলাম,—

মরি কি মধুর, ও মরি তাঁহার,
চরণ যুগল সাজে।
হীন জ্যোতি রবি শশধর
মধুরে মধুর বাজে॥

মলয় পবন, চাঁদের কিরণ,
কুসুম সুবাস আদি
জগতে যত সাজে—
রবির জ্যোতি, গ্রহগণ ভাতি,
ভীম আঁধার চরণে যাঁহার
সুরেন্দ্র তাঁহারে ভজে। *

সুর অতি মধুর, গভীর ও উচ্চ—সময়ে যেন গগণপ্রান্ত স্পর্শ করিতে লাগিল, আহা ইহাকে সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করি নাই! সুন্দর—অতি সুন্দর! ভাব ভঙ্গির সহিত যুবা গাহিতে লাগিল: গাহিতে গাহিতে দেহ জ্যোতিঃপূর্ণ হইল,—তখন তিনি উঠিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কর্ত্তা বাবু কোথায়?"

সে বলিল,—উপরে।"

সন্ন্যাসী। দেখা হয় না?

উত্তর। না—এখন দেখা হইবে না।

সন্ন্যাসী। যদি আজি তাঁর বাটী কাজ না হইত, দেখা করার প্রার্থনা করিতাম না।

উত্তর। বাটিতে কাজ বটে,—তথাপিও দেখা হইবে না।

* সাবঙ্গ—ধামার।

সন্ন্যাসী। কেন?

উত্তর। এতক্ষণ ঘুরিয়াই বেড়াইতে ছিলেন, হঠাৎ একজন অশ্বারোহী ভদ্রলোক আসিয়া তাহার সহিত নিভৃত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে, তিনি সম্মত হইলেন, উভয়ে একটা নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন,—অনেকক্ষণ উভয়ে কি কথা হইল, শেষে সে ভদ্রলোকটী চলিয়া গেলেন, কর্ত্তাও বাহিরে আসিয়া জন দুই বিশ্বাসি বন্ধু ও জনকয়েক কর্ম্মচারী লইয়া উপরে আছেন, সিড়িতে প্রহরী রহিয়াছে, আর কাহারও যাইতে নিষেধ।"

এই বলিয়া লোকটা চলিয়া গেল,—সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল,—

"চরণ তরণী দেমা পার হ'ব এ ভবে—"

গাহিতে গাহিতে যে ঘরের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বাবু বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার নিম্নে চারি পাঁচ জন খাড়া প্রহরী নিযুক্ত, সেই স্থানে গিয়া দর্শন দিলেন। সন্ন্যাসী উপরে বাবুর কাছে যাইবে—দ্বারবানের নিষেধ শুনিতেছে না, বাবুর কাছে যাইবেই যাইবে। চোবে, দোবে, পাঁড়ে প্রভৃতি বাবুর ভয়ে বারণ করিতেছে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী

দন্ত কিড়ি মিড় করিয়া 'হর্ হর্ হর্' করাতে ভস্ম হইবার আশঙ্কায় সেরূপ তাড়না করিতে পারিতেছে না। শেষে প্রহরী বাহাদুরেরা সার বুঝিলেন, চাক্‌রী গেলে সম্ভাবনা, কিন্তু ভস্ম হ'লে দেহ পাওয়া তত সম্ভব নয়;—দ্বার ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী গভীর স্বরে 'হর্ হর্' করিতে করিতে উঠিলেন।

সন্ন্যাসী দীর্ঘাকার,—নয়নে অতি তীব্রদৃষ্টি, আপাদ মস্তক ভস্ম মাখান 'কিম্ভূত কিমাকার!' একেবারে বৈঠক খানায় গিয়া বসিল।

প্রশ্ন। কে তুমি?

উত্তর। দেখিতেছেন,—সন্ন্যাসী।

প্রশ্ন। প্রযোজন কি?

উত্তর। বিশেষ প্রয়োজন গোপনে বলিব।

প্রশ্ন। যাঁহারা বসিয়া আছেন, ইহাঁরা আমার অতীব আত্মীয় ও বিশ্বাসী,—ইহাদিগের নিকট আমার গোপনীয় কোন কথা নাই--ইঁহাদের সাক্ষাতে বলিতে কি বাধা আছে?

সন্ন্যাসী এদিক ওদিক করিয়া বলিলেন,

তবে বলি,—জলদস্যু দুর্গাদাসের নাম কখনও শুনিয়াছেন কি?"

কর্ত্তা শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"শুনিয়াছি।"

সন্ন্যাসী। আমাদ্বারা তিনি আপনার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাঁর হাজার পঞ্চাশ টাকার দরকার,—সোণা রূপা মণি মুক্তাতে ঐ টাকা গুলি আপনাকে দিতে হইবে।

রামধনের মস্তক ঘুরিয়া গেল,—উপবিষ্ট লোকেরা স্তম্ভিত হইল। এতক্ষণ তাহারা এই কথারই আলোচনা করিতে ছিলেন,—অশ্বারোহী রাজার প্রেরিত ছদ্মবেশী অশ্বারোহী কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই কথাই আসিয়া রামধনকে বলিয়া গিয়াছে,—তারই উপায় উদ্ভাবনজন্য আত্মীয়গণ লইয়া কর্ত্তার নিভৃত বাস। সেই দুরন্ত দস্যুভয়েও এ শুভ কার্য্যের দিনে,—এ আনন্দের দিনে—কর্ত্তার মুখ বিষন্ন। তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,

"অত টাকা আমি কোথায় পাইব?"

সন্ন্যাসী। আপনার প্রচুর ধন আছে,—ইচ্ছা করিলেই দিতে পারেন।

রামধন। ইচ্ছা যদি না করি,—যদি না দেই?

সন্ন্যাসী। বোধ হয় দস্যুবৃত্তি পরিচালনা করিয়া লইবেন।

রামধন। তাঁকে সাজা দেয় এমন লোক কি কেহ নাই?

সন্ন্যাসী। বোধ হয় না।

রামধন। তুমিও তবে তাঁহার অনুচর।

সন্ন্যাসী। আপনার কি বোধ হয়?

রামধন। আমার বোধ হয়—তাই।

সন্ন্যাসী। তবে তাই!

রামধন! এখন আমার করায়ত্ব—যদি তোমাকে আটক করি?

সন্ন্যাসী। সাধ্য কি! টাকা দেবে কি না?

রামধন। টাকা ত দিবই না,—তুমি আটক!

"এই আটক!" বলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,

"টাকা দিলে না, সাবধান থাকিও—আজি তোমার বাড়ি লুঠ করিব।"

রামধন কেবল কথা কয়টী শুনিলেন, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।—তাহাদের গতি অতিশয় ক্ষিপ্রা—কোথা দিয়া কেমন

করিয়া লাফাইতে ঝাঁপাইতে কোথায় যায়,—কেহ তাহা ঠিক্ করিতে পারে না।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেল, কিন্তু রামধন বিষম ভাবনা ভারে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভিতর যেন দাহ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভাব দেখিয়া ও সন্ন্যাসীর কথা বার্ত্তা শুনিয়া ও তাহার গমন কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া একজন বলিলেন,

"তা টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন না কেন?"

রামধন বিকৃত মুখভঙ্গিতে বলিলেন,

—"টাকা! টাকা ত সোজা কথা নয়, একটা নয়, আধটা নয়, পঞ্চাশ হাজার!!"

উত্তর। ওরা ত নেবেই—সদ্ভাবে দেওয়াই ভাল ছিল।

কর্ত্তা। টাকা ত গাছের ফল নয়, পেড়ে এনেত দেওয়া যায় না,—আর নেবেই বা কেন? লোকজন সংগ্রহ করি, ওদিগকে ধরিব, দেশের শত্রু নষ্ট করিব।

উত্তর। সে বড় সহজ ব্যাপার নহে।

কর্ত্তা। তোমরা লোকজন গুলিকে খাইয়ে

দাওগে,—রাত্রের জন্য সকলকেই রাখিবার চেষ্টা করিও,—যত লোক থাকে, ততই মঙ্গল।

তাহারা উঠিয়া গেল, কর্ত্তাও বাহির হইয়া কোথায় গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ,
পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই।
দুঃখের কারণ, সহিত যতন,
গোধন পূজন, ধর্ম্ম হেতু নহে ভাই ॥

গঙ্গাতীরে।

এখন প্রকৃতির অন্য মূর্ত্তি! রাস্তায় ধূলা নাই, সূর্য্যের তাপ নাই। লোহিত মেঘমালায় পশ্চিম গগণ হাসিতেছে। কাঞ্চনহারে জাহ্নবী তরঙ্গ নাচিতেছে। যুবক সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে আসিয়া গঙ্গাপুলিনে এক বিজন স্থানে বসিল। আরক্ত পশ্চিম গগণের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল,—

—মুনা পুলিনে বসি বাঁশি বাজায় কে,
আমি যাই গো যাই ত্বরা করি নইলে চলে যাবে সে।
সে যে, বাঁশির স্বরে, উদাস করে,
ডাক্‌চে রাধা রাধা বলে,——
আমি না গেলে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে সে॥
সে যে বাঁশি বাজায়, যমুনা উধাও হ'য়ে ধায়,—
হরিণী চকিত চোখে চায়,
ফুলেরা খসে পড়ে যায়,
সে যে একলাটী গো বসে আছে
আমার আশাপথ চেয়ে।

যুবক গান সমাপ্ত করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। সহসা একটা মেঘ উঠিল। অতি নিবিড় মেঘে, ধাঁকি ধাঁকি বিদ্যুৎ খেলিতেছে। গঙ্গার জল স্থির, বৃক্ষ পল্লব নড়েনা। শীঘ্র কাল মেঘ গগণ বেড়িল—দেখিতে দেখিতে ঘোর অন্ধকার মহা-বেগে বায়ু ছুটিতে লাগিল, জাহ্নবী রণমুখী হইয়া নাচিতে লাগিল। হটাৎ শব্দ হইল—"গেল, গেল, গেল।" যুবক সন্ন্যাসীর চিন্তা ভঙ্গ হইল। দেখিল, কূলের নিকট একখানি নৌকা জলমগ্ন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নৌকা ডুবিল,—যুবক চাহিয়া দেখিল, সেই জলমগ্নোন্মুখা নৌকা হইতে কয়েক জন পুরুষ তীরে লাফাইয়া উঠিল। যুবক চিনিল,

লোক গুলি তাহাদিগেরই দলস্থ। রতন শর্ম্মাও তাহার মধ্যে আছেন।

বিদ্যুতালোকে চোক ঝল্‌সাইয়া যাইতেছে,—এখন আর ঝড় নাই, কেবল মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে,—মধ্যে মধ্যে কড় কড় রবে মেঘ ডাকিতেছে। সকলে একটা বৃক্ষতলে গেলেন;—তাঁহাদের অতি নিকটের একটা বৃক্ষে আসিয়া বাজ পড়িল, বৃক্ষটা ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের প্রাণ বিচলিত হইবার নহে,—তাহারা কিছুই ভীত হইবার নহে।

দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি থামিয়া গেল। তখন সকলে গিয়া নৌকা তুলিল, পরিধের আর্দ্র বস্ত্র চিপিয়া আবার তাহাই পরিল,—শুষ্ক বস্ত্র সেখানে কোথা পাইবে? অতঃপর সকলে বৃক্ষতলে গিয়া দাঁড়াইল। যুবক সন্ন্যাসীকে রতন জিজ্ঞাসা করিল,

"কি খবর?"

যুবক। খবর ভাল নয়,—সে টাকা দিতে সম্মত নয়। অধিকন্তু ভয় দেখাইল, আমাকে আটক করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

রতন মৃদু হাসিয়া বলিল,

"অনুষ্ঠানের ক্রুটী নাই!"

যুবক। না,—আজি আবার তার বাড়িতে বন্ধু লোকের সমাগম, তার ছেলের অন্নপ্রাশন নাকি।"

রতন। বন্ধুলোকের সমাগম,—তবেত আজই সুবিধার দিন। রাত্রিও খুব অন্ধকারে আচ্ছন্ন,—চল আর বিলম্বে কাজ নাই, শীঘ্র প্রভুর কাজ সম্পন্ন করিগে।

সকলে সমস্বরে বলিল,

"হাঁ, চলুন আর বিলম্বে কাজ নাই।"

সকলে বন হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর,—জগৎ নিস্তব্ধ। কোথাও সাড়া নাই, শব্দ নাই,—পাখীটীও রা করিতেছে না। গাঢ় অন্ধকার—পৃথিবীকে স্তূপে স্তূপে ঘিরিয়া—আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিশাল অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া দস্যুদল সব চলিয়াছে,—কোথাও গর্ত্ত মধ্যে জল বাধিয়াছে, নীরপ্রিয় ভেকগণ দুই একবার গেঁ গেঁ করিয়া শান্তিময় সুগম্ভীর স্বর করিতেছে,—কোথাও বৃক্ষ হইতে পাতায় বাধাজল ঝরিয়া পড়িতেছে,—টোপে টোপে পড়িতেছে, নিম্ন ক্ষুদ্র বৃক্ষের পাতায় পড়িয়া টুপ্ টুপ্ শব্দ হইতেছে।

ক্রমে দস্যুদল হালদারদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা চাহিয়া চাহিয়া দেখিল,—জগৎ অন্ধকারে আবৃত, কিন্তু হালদারদের বাটী আলোকমালায় বিভূষিত। কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু বাড়িটি নিঃশব্দ নিস্তব্ধ—জনমানবের শব্দ নাই। রতন বলিল,

"কি বোধ হইতেছে ?"

যুবক। বোধ হইতেছে,—হালদারের পো লোকজন জুটাইযাছে।

রতন। তোমাদের কাহারও মনে কি ভয়ের ছায়া পড়িতেছে ?

যুবক। ভয় কারে বলে,—দুর্গাদাসের দল তাহা জানে না।

রতন। তবে আমি বলি শুন,—সকলে স্বতন্ত্রভাবে আক্রমণ করিবে। সেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পড়া হয়, তাহা হইলে কোথায় রক্ষা করিবে,—তাহা স্থির করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে। যদি কেহ ধরা পড়ে,—যাহারা মুক্ত হইবে, রাত্রে উদ্ধারের চেষ্টা করা হইবে।

এই কথা বলিয়া তাহারা আর কোন কথা কহিল না, চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তমধ্যে হালদারদের বাড়ির মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। "ধর্ ধর্ মার্ মার্—ঐ গেল, ঐ একশালা পালাল, ঐ আর একজন এদিকে, কর কর—গুলি কর, গুলি কর।" এইরূপ মহান্ কোলাহল উপস্থিত। গুম্ গুম্ করিয়া বন্দুক পিস্তলের আওয়াজ হইতেছে। দুয়োর ঝন্‌কাট ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া পড়িতেছে,—কোথাও লাথি কীলের ভীম শব্দে দুয়োর ঝন্‌কাটের পতন শব্দ হইতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে গোলযোগ থামিয়া গেল,—এত যোগাড় যন্ত্র, এত আয়োজন সত্ত্বেও ডাকাতির দল, চোখে ধূলা দিয়ে রাশি রাশি অর্থ অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। রামধন হালদার মাটিতে পড়িয়া টাকার শোকে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতেছে। দস্যুগণ স্বার্থ পূরণ করিয়া কোথায়—কোন আজানা প্রদেশে চলিয়া গেল।

প্রভাত হইল,—প্রভাতে চারিদিক রাষ্ট্র হইল, হালদারের বাড়িতে ডাকাতি পড়িয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

ওদিকে রাজ-সেনাপতি মানসিংহ হালদার-দের বাটী ডাকাতির কতদূর কি হয়, শুনিবার জন্য নিকটেই সেনানিবেশ করিয়া ছিলেন,—তিনিও সম্বাদ পাইলেন, কাল রাত্রে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তখন মানসিংহ সভয় অন্তরে দস্যুপতি দুর্গাদাসকে মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে সৈন্যাদি লইয়া দক্ষিণ বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে;—রাত্রি চারি-দণ্ডের পর, গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া হেমচন্দ্রের বাটির ঘনিষ্ট সংলগ্ন উদ্যানে রতন শর্ম্মা প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিল,—কাহার যেন প্রতিক্ষা করিতেছিল, সে বুঝি আসিল না। বাগানে মালি ছিল,—আম্রতরুতলে কাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল,—বাগানে বুঝি চোর আসিযাছে,—সে ধীরে ধীরে আমতলায় উপস্থিত হইল।—বুঝি রতন ভাবিল, তাহার লোক আসিয়াছে,—অন্ধকার, ভীম অন্ধকারে কেহ কাহাকে চিনিতে পারে নাই, রতন বলিল,

"কে ভুজেন্দ্র ?"

মালী বলিল,

"শড়া আম খাইবি, আউ ভুজুন্ কাঁই বুলুচি? তুতে মু দেখিমু।"

নিকটে যাইতেই রতন শর্ম্মা বজ্রহস্তে ধরিয়া বসিল, মৃদুকঠোর স্বরে কহিল,

"চিৎকার করিও না,—মেরে ফেলিব।"

হাত ধরাতেই মালি বুঝিয়াছিল, বধ করা বড় বিচিত্র নহে, সুতরাং রতন শর্ম্মা যে প্রশ্ন করিতে লাগিল, মালী তাহার স্বরূপ উত্তর দিতে লাগিল। রতন জিজ্ঞাসা করিল,

"তোদের রাজা হেমচন্দ্র রাত্রে কোথায় থাকে?"

মালী কথা গুলা তার মাতৃভাষাতেই বলিল,—আমরা তার অনুবাদ করিয়া দিলাম। মালী বলিল,

"বাড়ির ভিতর আরাম গৃহে।"

রতন। সে কোন দিকে?

মালী। অন্দর মহলে ঢুক্‌তেই সাম্‌নের দ্বিতল—তারই নাম আরাম গৃহ।

রতন। তোদের রাজার রাণী আছে?

মালী। না, তাকে রাজা বনে দিয়েছেন!

রতন। এখন কি কেউ সেস্থান অধিকার করিয়াছে?

মালী। একজন,—

রতন। সে একজন কে?

মালী। তা আমি জানি না।

রতন। তোদের রাজা মদ খায়?

মালী। বড় খায়।—সন্ধ্যার সময় আমাকে আম নিয়ে যেতে বোলেছিলেন। আমি গিয়া দেখি—তিনি মদ খাচ্চেন, সে মেয়েলোকটাও সেখানে উপস্থিত, সেও মদ খাচ্চে। আমি আম দিলেম, তাঁরা তাই চাট কত্তে লাগ্‌লেন।

রতন বলিল,

আমি বাড়ির মধ্যে ঢুক্‌বো পথ দেখিয়ে দে।"

মালী। ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রতন বলিল,

"আমার কাজে অবহেলা,—খুন করিব।"

প্রাণের ভয়ে মালী পথ দেখাইয়া দিল,—রতন শর্ম্মা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল।

রতন একেবারে ক্ষিপ্রগতিতে 'আরাম গৃহে' গমন করিল, সেখানে গিয়া দেখে,—রাজা হেমচন্দ্র

মদে বিভোর। তাঁহার মস্তিষ্কে সুরা উঠিয়াছে, একটা তাকিয়ার উপর পড়িয়া আছেন। স্ত্রীলোকটাও সেখানে পড়িয়া আছে। তারও সংজ্ঞা নাই, সেও কেবল মাত্র মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতেছে।”

রতন সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, হেমচন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

“কে—তুমি ?”

রতন উত্তর করিল না।

হেমচন্দ্র পুনরায় বলিল,

“মদ খাবে ?”

রতন উত্তর করিল,

“মদ আমি খাইনা—আমি জলদস্যু দুর্গাদাসের অনুচর রতন শর্ম্মা। তোমাকে বাঁধিতে আসিযাছি। তুমি জুবাচ্চোর, বিশ্বাসঘাতী—”

হেমচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল,—সে বলিল, “তুমি আমার ঘরের মধ্যে কি জন্য আসিয়াছ ?”

রতন। তোমার সঙ্গে আমোদ করিতে আসিযাছি।

হেমচন্দ্র। তবে মদ খাও, বৃথা চালাকি কর কেন ?

রতন। চালাকি নয় ;—এই দেখ।

এই বলিয়া রতন দৃঢ়রূপে হেমচন্দ্রকে ধরিলেন, হেমচন্দ্র দু'চার বার নড়িল,—কিন্তু সে বজ্রবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিল না। হেমচন্দ্র তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকটা এতক্ষণ পড়িয়াছিল—এখন তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। সে ছুটিয়া চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। রতনশর্ম্মা গভীর নাদে শঙ্খ বাজাইলেন। বাড়ির চারিদিক হইতে কামান বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। আট দশ জন লোক লাফাইতে লাফাইতে রতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রতন বলিল,

"হেমচন্দ্রকে লইয়া যাও।"

তাহারা হেমচন্দ্রকে কাঁধে করিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। হেমচন্দ্রের সৈন্যগণ রতনের অর্থে বশীভূত হইয়া কেহ মাথাটিও নাড়িল না। সুতরাং বিনা রক্তপাতে—বিনা আয়াসে দক্ষিণবঙ্গ হস্তগত হইল। রতন বাহির হইলেন। রাজসেনাপতি মানসিংহকে বলিলেন, তুমি দুর্গ অধিকার কর—আমি চলিলাম।

সেনাপতি বলিল,

"আপনি এখন কোথায় যাবেন ?"

রতন উত্তর করিল,

"আশ্রমে।"

সেনাপতি এ রাজ্য আমাদের রাজাকে দিয়া গেলেন।

রতন। রাজ্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

সেনাপতি। তবে কিছু অর্থ লইয়া যান,—রাজভাণ্ডারে দেখুন কি আছে না আছে।

রতন। দস্যুপতি দুর্গদাসের অর্থাভাব নাই।

সেনাপতি। তবে এত যোগাড় করিয়া—এত পরিশ্রম করিয়া হেমচন্দ্রকে পদচ্যুত করতঃ রাজ্য উদ্ধার করার কি প্রয়োজন ছিল ?

রতন। আমাদের প্রয়োজন অপ্রয়োজন কিছুই নাই। দুর্গদাসেরই সকল। তাঁর যেমন আদেশ, আমরা সেইরূপ করিব।

সেনাপতি। তাঁকে আমার অভিবাদন জানাইবেন।

রতন চলিয়া গেল। নদীবক্ষে বজরা শোভা পাইতেছিল, রতন তীরে গিয়া শঙ্খধ্বনি করিল,

নৌকাও আসিয়া তীরে লাগিল। রতন লাফাইয়া নৌকায় উঠিলেন। সকলে প্রাণ ভরিয়া একবার হরিধ্বনি দিলেন। নৌকা তীরবেগে দক্ষিণাভিমুখে ছুটিল!

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

গুণগণ গুণীস্থানে গুণবান রয়।
নির্গুণীর স্থানে সেই গুণদোষ হয়॥
সুমধুর জলজাত সরিৎ স্রোতসী।
সে পয় অপেয় হয় সাগর পরশি॥

উপকারীর অপকার।

সুবর্ণপুরের রাজার নিকট সম্বাদ আসিল,—রতনের সাহায্যে দক্ষিণবঙ্গ উদ্ধার হইয়াছে। হেমচন্দ্রকে তাহারা বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। দেশে শান্তিরক্ষার জন্য প্রাণপনে যত্ন করা যাই-

তেছে। দেশের প্রজাগণ মহা আহ্লাদে, অবনত মস্তকে মহারাজের আদেশ গ্রহণ করিতেছে।

সম্বাদ প্রাপ্তে রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মন্ত্রীও রাজার নিকট সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।—কিন্তু মনুষ্যচিত্তের ভাব কি কুটিল! কিয়ৎক্ষণ দুর্গাদাসের প্রতাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে রাজার মুখ বিষণ্ণ হইল,—মন্ত্রীকে লইয়া রাজায় একটা নিভৃত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজা বিষণ্ণবদনে মন্ত্রীকে বলিলেন,

"দেখ মন্ত্রী;—জলদস্যু দুর্গাদাসের এত প্রতাপ অক্ষুন্ন থাকিতে আমাদিগের কি ভদ্রস্থ আছে!

মন্ত্রী বিস্ময়বিহ্বল নয়নে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"কেন,—এ কথা কেন?"

রাজা ধীরে ধীরে বলিলেন,

"কথাটা সোজা নয়, একটু ভাবিয়া দেখ।"

মন্ত্রী। ভাবিয়া দেখিয়াছি; সত্য বটে, আজি দস্যু দুর্গাদাস আমাদিগের উপকার করিল,—কিন্তু তার প্রয়োজন পড়িলে, আমাদিগের রাজ্যেরও

যে অনিষ্ট করিতে পারিবে না, তাহারই বা কারণ কি ?—আপনি এই কথা বলিতেছেন ?

রাজা। হাঁ।

মন্ত্রী। তাই কি তার বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তলন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ?

রাজা। সর্ব্বনাশ!—দুর্গাদাসের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিব, তাহা হইলে যে প্রজ্জ্বলিত অনলে পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইব।

মন্ত্রী। তবে কি করিবেন ?

রাজা। কিন্তু উহাদিগকে দমন করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

মন্ত্রী। কেমন করিয়া করিবেন ?

রাজা। আমি বিবেচনা করিতেছি, সুরজয়ের মহারাজার সহিত যোগাড় করিয়া, কতকগুলি রণতরী সাজাইয়া লইয়া দুর্গাদাসের আশ্রম অবরোধ করতঃ তাহাকে বাঁধিয়া আনাই যুক্তিযুক্ত।

মন্ত্রী অনেকক্ষণ গম্ভীরবদনে বসিয়া রহিলেন। শেষ বলিলেন,

"রাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে হইলে, সহস্র পাপকার্য্যও স্বীকার করিতে হয়।—কিন্তু আদিত্যকিশোর মহারাজের কাছে কে যাইবে ?"

রাজা। সেখানে অন্যে গেলে হবে না, আমাকে নিজে যাওয়া চাই।

মন্ত্রী। ক্ষতি নাই, কিন্তু এমন ভাবে কাজ করিতে হইবে যে, যেন আপনি ওর মধ্যে আছেন, তাহা একটী বালকেও না বুঝিতে পারে। কেননা, দুর্গাদাস সামান্য লোক নয়—যদি কৌশল জাল ছিন্ন করিয়া বাঁচিয়া যায়, তখন আমাদের রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ধ্বংশপুরে প্রেরণ করিবে।

রাজা। তাত বটেই। আচ্ছা মন্ত্রী, আমি বুড় হয়ে গেলাম,—আমি ছোট কালে পিতার মুখে দুর্গাদাস জলদস্যুর প্রতাপের কথা শুনিয়াছি। আবার তিনিও বলিয়াছিলেন,—তাঁর পিতার মুখে তিনিও বাল্যকালে শুনিয়াছিলেন,—দুর্গাদাস কি অজর অমর ?

মন্ত্রী বলিলেন, "দুর্গাদাস মনুষ্য নয় দৈত্য। দৈত্যেরা কি শীঘ্র মরে ?"

রাজা। তাই ঠিক্।

অতঃপর রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; মন্ত্রীও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

একদিন সকালে উঠিয়া রাজা শিবিকারোহণ

করিলেন, চারিদিকে দশ বার জন অশ্বারোহী শরীররক্ষক চলিল,—সেনাও অনেক তাঁহার সঙ্গে গেল। রাজা কোথায় যাইতেছেন,—কেহ জানেনা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কথার উত্তর পায় না। কিন্তু আমরা তাহা জানি,—রাজা সুরজয়ের মহা-রাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্যও আমরা জানি, জানি বলিয়াই পাঠকগণকে মন্ত্রীর সহিত তাঁহার যে পরামর্শ হইয়াছিল, তাহা উপহার দিয়াছি।

তিন দিনের দিন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজা সুরজয় নগরের বন্দরে পৌঁছিলেন। বন্দরের প্রান্তভাগে তাঁহার তাম্বু পড়িল,—কয়েক দিনের পথশ্রমে, পূর্ব্বাহে বন্দরাদি না পাওয়ায—কাহারও আহার না হওয়ায় সকলে অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তবু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, চারিদিকে উনন খু দিয়া সকলে রান্না চড়া-ইয়া দিল। কেহবা তাঁবুর মধ্যে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিয়া গান গাহিতে লাগিল, কেহবা পদচারণ করিয়া বৈকালের শীতল বায়ু সেবন করিতে লাগিল। গ্রামের লোক সম্বাদ পাইল,—সুবর্ণ-পুরের রাজা আসিয়াছে, দলে দলে ছেলেয় বুড়োয়

রাজা দেখিতে আসিল। রাজা দেখা রাজা কথা নয়,—অত ভিড় অত লোকজন ঠেলিয়া তাম্বুর মধ্যে কোথায় রাজা আছেন, কে তাহা দেখিতে পাইল। —দর্শকবৃন্দ দেখিল,—বন্দরের প্রান্তভাগে খুব ফরদা মাঠে সারি সারি তাম্বু পড়িয়াছে, সিপাহিরা রন্ধনাদি করিতেছে। কোথায় অশ্ব লইয়া সহীস ঘুরিতেছে,—কয়েক দিনের পরিশ্রমে অশ্ব সকল ক্ষিপ্রবৎ হইতেছে,—তাহারা সহীসের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে,—মুখ দিয়া ফেন রাশি তুলিতেছে, গ্রীবা বাঁকাইতেছে, নাচিতেছে—দুলিতেছে।

রাজবাড়িও সম্বাদ গেল,—সুবর্ণপুরের রাজা আসিয়াছেন। বড়লোক বড়লোকের কদর বুঝেন, মানী মান্যনীয় ব্যক্তির মান বুঝেন, ধনী ধনশালী ব্যক্তির মর্য্যাদা জানেন, পণ্ডিতে পণ্ডিতের গুণ বুঝেন,—প্রসূতি প্রসববেদনা বুঝেনা ; ইহাই চির নিয়ম। সুতরাং রাজা রাজার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ও তাঁহার সমাদর ও অভ্যর্থনার হেতু প্রধান অমাত্যকে রাজার তাঁবুতে পাঠাইয়া দিলেন। অমাত্য গিয়া তাম্বুতে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ প্রভুর অভ্যর্থনা ও নিমন্ত্রণ জানাইল।

রাজা নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "রাত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

অমাত্য চলিয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাও হইল। রাজা সান্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক আহার করিলেন। আহারান্তে শিবিকারোহণে আদিত্য-কিশোর রাজার নিকট গমন করিলেন।

মহারাজের সভা অতি পরিপাটি,—রাজ সমাগম জন্য আজি আরও পরিপাটি হইয়াছে। মেঝেয় মখমলের বিছানা পাতা, তার উপর কিংখাপের ছোট ছোট বিছানা, চারিধারে তাকিয়া,—পাশাপাশি দুইখানি সিংহাসন, সিংহাসনের অপূর্ব্ব বাহার। দেওয়ালে রূপার দেওয়ালগিরি,—বড় বড় ছবি, সুন্দর সুন্দর মুকুর, উপরে ঝাড় লণ্ঠন। ঘরের মধ্যে লোক গস্ গস্ করিতেছে,—বাহিরে পাহারাওয়ালা নিজ সাজে সজ্জীভূত হইয়া পায়চারি করিতেছে। এমন সময় সুবর্ণপুরের রাজা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শরীররক্ষক অশ্বারোহীগণ সারি দিয়া লোহিত পতাকা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল,—রাজা গৃহ প্রবেশ করিলেন; গৃহ শুদ্ধ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল সুরজয়ের রাজা উঠিলেন না।

সিংহাসনের নিকট গেলে, হাত ধরিয়া পার্শ্বের সিংহাসনে বসাইলেন। উভয়ে অনেক কথোপকথন হইল। শেষ উভয় রাজাই উঠিয়া একটা নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া গুপ্তকথা আরম্ভ হইল।

"জলদস্যু দুর্গাদাসকে কি জানেন?"

"জানি না?—খুব জানি,—তার দৌরাত্ম্যে দেশ শুদ্ধ লোক অস্থির হ'য়েছে, সম্প্রতি আমার এই নগরে প'ড়ে অনেক লুটপাট ক'রে নিয়ে গিয়েছে।"

"তারে কি জব্দ করা যায় না?"

"আপনার প্রতি আমার অবিশ্বাস নাই,—তাই কথাটা ভাঙ্গিতেছি, আমি তাহাকে ধরিবার জন্য যোগাড় যন্ত্র করিতেছি।"

"আমিও তাহাতে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি। দুষ্টের দমন সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।"

"তবে রাজ্যে গিয়া যত সত্বর পারেন, উপযুক্ত সৈন্য, কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, যত সত্বর পারেন, পাঠাইয়া দিবেন। আমার রণতরী সজ্জিত হইতেছে।"

পরামর্শ স্থির হইল, উভয়ে বাহির হইয়া সভায় গমন করিলেন। শেষে আরও অন্যান্য কত কথা—কত আমোদ প্রমোদ হইল। তখন সভা ভঙ্গের শঙ্খনাদ হইল। সুবর্ণপুরের রাজা বিদায় লইয়া তাম্বুতে গেলেন।

পঞ্চাবিংশতিতমপরিচ্ছেদ

কার তরে রাখবো প্রাণ,
এ জগতে কে মোর আছে।
তাপিত তনু মোর যুড়াবো
বল আর কার কাছে ?

মৃত্যুই আমার মঙ্গল।

যামিনী ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। অবিরাম অনন্ত সলিল গর্ভ মহাসমুদ্র দ্বীপমূলে প্রতিঘাত করিয়া বহিতেছে। ক্ষীণ চন্দ্রালোক কাঁপিয়া কাঁপিয়া নামিতেছে। গাছের পাতা নড়ে না।

দুই একটী নিশাচর পক্ষীর কলরব, ভিন্ন আর কোন সাড়া নাই, 'শব্দ নাই।

দূর্গাদাস দ্বীপের উপকুলে পদ চালনা করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার মনে যেন দারুণ চিন্তা শত শত বৃশ্চিক রূপে দংশন করিতেছে,—তিনি উদ্ভ্রান্তভাবে বেড়াইতেছেন,—এমন সময় এক-খানি ক্ষুদ্র তরণী আসিয়া উপকূলে লাগিল। দুইজন লোক নৌকা হইতে লাফাইয়া দ্বীপে নামিল।

দূর্গাদাস তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলি-লেন,

"কি, রতন, সম্বাদ কি?"

রতন অভিবাদন করিয়া বলিল,

"আজ্ঞে সম্বাদ ভাল নহে।"

দূর্গাদাস। কি রকম?

রতন। হেমচন্দ্রকে এখানে রাখিয়া, আপ-নার আদেশে সুবর্ণপুরে গেলাম, সেখানে গিয়া শুন্‌লেম, রাজা সুরজয়ের মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। কথাটা সাধারণে অপ্রকাশ্য সেখানে শুনিলাম। সাধারণে যখন অপ্রকাশ্য তখন এর ভিতরে কিছু আছেই আছে,

—এই ভাবিয়া সুরজয় নগরে গেলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম সুরজয়ের মহারাজের সহিত যোগ করিয়া আপনাকে ধরিবার জন্য রণতরীও উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রাদির সহিত বহুতর সৈন্য প্রেরণ উদ্দেশ্য।

বলিতে বলিতে রতন শর্ম্মার বিশাল চক্ষুর্দ্দয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গম্ভীর স্বরে, কম্পিত কলেবরে বলিল,

"—ওঃ! কি কৃতঘ্ন! তার রাজ্য উদ্ধার করে দিলেম; আরও আমাদের শত্রুতাচরণ, দেখিব সে কেমন রাজা!"

দূর্গাদাস মৃদু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন,

"রতন,—দস্যুর শত্রু জগতে কে নয়?"

রতন। যার উপকার করিব সেও শত্রু?

দূর্গাদাস। দস্যুকে কি কেহ বিশ্বাস করে?

রতন। সে যাক্ এখন উপায়?

দূর্গাদাস। উপায় ধরা দিব,—প্রাণের যাতনা, এ প্রাণে আর কতদিন চাপিয়া রাখিব?

রতনের মুখভাব অপ্রসন্ন হইল। বলিল,

"ধরা দিবেন, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবেন ?"

দুর্গাদাস। নতুবা তো মৃত্যু হয় না।

রতন। ও সঙ্কল্প করিত্যাগ করুন।

দুর্গাদাস। রতন, আর আমাকে বাধা দিও না,—আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। হৃদয়ের যে জ্বালা তার কাছে, মৃত্যু যন্ত্রণা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। আমি ধরা দিয়া মরিব—তোমরা কেহ আপত্য করিও না, বাধা দিও না।

কথা বলিয়া দুর্গাদাস চলিয়া গেল। রতনও আশ্রমে প্রবেশ করিল ;—আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল, যাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল,—তাহাকে দেখা না পাইয়া একটা পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"মাতাজী কোথায় ?"

উত্তর। শিব মন্দিরে।

প্রশ্ন। এত রাত্রে শিব মন্দিরে কেন ?

উত্তর। আজি সোমবার,—তিনি সোমবার করেন, এখন শিবের নিকট ধন্না দিতে গিয়েছেন।

রতন আর কোন কথা কহিল না। একেবারে সমুদ্র উপকূলে,—দ্বীপের প্রান্তভাগে শিব মন্দিরে চলিয়া গেল। 'শিব মন্দির' কিন্তু আমাদের দেশীয় শিব মন্দিরের মত ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত নহে। সে একটী পর্ণ কুটীর। পর্ণ কুটীরের ভিতর একটী বাণলিঙ্গ শিব। দুর্গাদাস কোথা হইতে সেটিকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্থাপনা করিয়াছেন,—দুর্গাদাস শৈব,—শিবপূজা ভিন্ন দুর্গাদাস জল খায় না। রতন পর্ণ কুটিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া "মাতাজী, মাতাজী" বলিয়া ডাকিল,—ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে উত্তর হইল,

"কে গা ?"

"আমি রতন শর্ম্মা।"

রতন এই কথা বলিল।

রমণী বাহিরে আসিলেন। এ রমণী পাঠকের চেনা—সুষমা।

সুষমা বলিল,

"রতন, কি মনে করে এখানে এলে ?"

রতন। আপনার সহিত গুটি কতক কথা আছে,—বড় বিপদে পড়েই আপনার শরণাগত হইয়াছি।

সুষমা ব্যাকুল হইল,—বলিল,

"রতন, শীঘ্র বল—কি বিপদ। তোমরা যে কার্য্য কর তাতেত বিপদ পদে পদে। ও ছাই কার্য্য কি তোমরা পরিত্যাগ করিতে পার না?"

রতন। বিপদ বড় গুরুতর। সুবর্ণ পুরের রাজা, আর সুরজয়ের রাজা এঁরা উভয়ে যোগ করে, বহুতর রণতরী, বহুতর সৈন্য ও কামান বন্দুক লইয়া দস্যুপতি দুর্গাদাসকে ধরিতে আসিতেছে।

"কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ!"

বলিতে বলিতে সুষমা কাঁপিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল—আর মুখে কথা সরিল না।

রতন বলিল,

"ব্যস্ত হবেন না, আগে আমার কথা শুনুন!"

সুষমা কোন কথা কহিতে পারিল না, দাবানল মধ্যে পতিতা হরিণীর ন্যায় দীন নয়নে কেবল রতনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল।

রতন বলিল,

"দস্যুপতি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহারা কিছুই করিতে পারে না।

তবে বিপদ এই, তিনি বলিতেছেন, দারুণ বহ্নি বুকে করিয়া আর কতদিন কাটাইব—আমি তাহাদের করে আত্ম সমর্পণ করিব। নতুবা ত আর মৃত্যু হয় না। আমি দু তিনবার নিষেধ ক'ল্লেম, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য কল্লেন না। বেশী বলিতেও সাহসে কুলাইল না। কারণ তাঁহার সহিত আমাদের সত্যতা আছে, তাঁহার কথার বা মতের উপর আমরা তিনবারের অধিক প্রতিবাদ করিতে পারিব না। তিনবার বলিলেও তাঁহার যদি সেই সত্যই বজায় থাকে,—তবে আমাদের মৃত্যু হয়, সেও স্বীকার, তবু এই কার্য্য করিতে হইবে। মা,—এর বেশী বিপদ আর কি আছে। দস্যুপতি আপনার সব কথা শুনেন, যাহাতে তিনি এ কার্য্য না করেন, তুমি তাই করিবে। এখনি যাও,—এখনও সময় আছে, এখনও তিনি মত দিলে, আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি।"

"আমি এই চলিলাম।" এই কথা বলিয়া সুষমা তীব্রপাদক্ষেপে গমন করিল। আশ্রমে

গিয়া দেখে,—দূর্গাদাস নিজের প্রকোষ্ঠ মধ্যে একটা আসনে উপবিষ্ট হইয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে; দুয়োর ভেজান ছিল, ঠেলিল, ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। সুষমা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। দূর্গাদাসের নিকট গিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন,—যোড়করে, কাতর নয়নে মুখ তুলিয়া সকরুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"প্রভু! কেন প্রাণ দিবে? স্বইচ্ছায় শত্রু হস্তে কেন আত্ম সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? আমায় কৃপা কর, আমায় রক্ষা কর, দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর, এ পথে আর চলিওনা। দূর্গাদাস, প্রভু! মুখ তোল, কথা শুন। দেখ আমার চক্ষে ধারা বহিতেছে, দেখ আমি কাতর হইয়াছি। আমায় কাতর দেখিলেওত তুমি কথা কও? প্রভু! কথা কও, যে পথে চলিতেছ, সে পথে আর চলিও না। আমার কষ্ট শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলে, আরও কেন দুঃখ দাও? আমায় রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর, আমায় প্রাণদান দাও—প্রভু, আমার আশ্রয়দাতার জীবন ভিক্ষা মাগিতেছি, নির্দ্দয় হইও না, অবলা অনাথিনীকে কৃপা কর।"

দুর্গাদাস কিছুই বলিলেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

সুষমা কাতর কণ্ঠে তেমনি ভাবে পুনরায় বলিল।

"কথা কহিবে না? কি নিমিত্ত নিরব আছ? যদি কথা না কহিবে, যদি কথা না রাখিবে, যদি আপনার প্রাণের প্রতি মমতা না করিবে, যদি অবলার রোদনে দয়ার্দ্র না হইবে, তবে কেন আমায় এখানে আনিলে? কেন আমায় মায়াজালে বাঁধিলে?—এতদিন বন্য পশুর উদরস্থ হইতাম। প্রভু, ফের—জীবন রক্ষা কর, অন্য পথ অবলম্বন কর। তুমি পুরুষ, জীবন থাকিলে তোমার সকলি আছে—তোমার পক্ষে সংসার সুখ শূন্য নয়।"

এবার দুর্গাদাস উত্তর করিলেন। বলিলেন,

"কেন আমায় যন্ত্রণা দাও? আমার জীবন সুখ শূন্য। আর যাতনা সহিতে পারি না, আমি নিশ্চয়ই ধরা দিব, নিশ্চয়ই মরিব। আত্মঘাতী হইতে নাই,—তাই এই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই মৃত্যু হইবে, হইল না। এখন ইচ্ছায় ধরা না দিলে আর ধরা পড়ি না।"

সুষমা নয়নজলে গণ্ডস্থল ভাসাইয়া বলিল,

"না, কখন নয়। এ কথা আমি প্রত্যয় করি না। তুমি এবার জীবন রক্ষা করিয়া এপথ পরিত্যাগ করিবে, পরম সুখী হইবে। সংসারে গণ্য মান্য হইবে। ফের, প্রভু কথা রাখ।"

দুর্গাদাস। ফিরিতে পারিব না।

সুষমা। কেন, তুমি ভাব তুমি বড় অসুখী।—কিসে তোমার দুঃখ, তোমার অভাব কিসের? জীবন রক্ষা কর—পরম সুখী হইবে।

দুর্গাদাস। আমার সুখ হবার নহে,—হৃদয়ের দারুণ বহ্নি নিবিবার নহে, দারুণ তৃষা যাইবার নহে। আমি মরণের পথে যাইব, আমার প্রাণ যাওয়ায় কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।"

কাতর কণ্ঠে সজল চক্ষে সুষমা বলিল,

"ক্ষতি বৃদ্ধি নাই? তবে কিজন্য তোমার নিকট জানু পাতিয়াছি? কি নিমিত্ত যোড়করে অনুনয় করিতেছি? কি নিমিত্ত নয়ন ধারা বহিতেছে? কি নিমিত্ত অন্তঃকরণ বক্ষে বার বার আঘাত করিতেছে? প্রভু। বোধ হয় তুমি আজীবন উদাসীন, নারীর হৃদয় জাননা!"

দুর্গাদাস দৃঢ়বচনে বলিলেন,

"তুমিও উদাসীনের হৃদয় জাননা। উঠ, তুমি কি জান, কি নিমিত্ত উদাসীন হয়? তুমি কি জান, সংসার শূন্য দেখে তারপর এ পথ অবলম্বন করে? তুমি কি জান, মর্ম্ম বেদনা মর্ম্মে লুকাইতে হয়? তুমি কি জান জীবন্মৃত হইতে হয়?—উদাসীনের অবস্থা জাননা।—তাই এমন কথা বলিতেছ।"

সুষমা বলিল,

"—তুমি কি বলিলে, আমি তার এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই।"

সহসা দুর্গাদাস অন্যমনস্ক হইলেন। সহসা যেন তঁহার চৈতন্য হইল,—মৃদু হাসিয়া বলিল,

"সুষমা!"

সুষমা বলিল,

"কেন।"

দুর্গা। কেন মরিব শুনিবে?

সুষমা। মরিওনা,—আমার একান্ত অনুরোধ,—মরিও না। তুমি মরিলে প্রাণে বাঁচিব না।

দুর্গা। না মরিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না।

সুষমা। না মরিলে বাঁচিবে না—এমন কথাত জগতে কখনও শুনি নাই।

দূর্গা। মৃত্যুই আমার নিশ্চয়।

সুষমা। কেন মরিবে, বলিতে চাহিতেছিলে—বলনা ?

দূর্গা। হৃদয়ের দারুণ তৃষা—সম্মুখেই শীতল জল, জীবন থাকিতে পান করিতে পারিলাম না ; তবে আর বাঁচিয়া সুখ কি ?

সুষমা। বুঝিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল, আমার নিকট কোন লজ্জা নাই।

দূর্গা। তবে শুন, যে দিন তোমাকে দেখিয়াছি—সেই দিনেই আমার চিত্ত তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে। দিন দিন সে দারুণ তৃষা বৃদ্ধি পাইতেছে। কত প্রকারে দেখিয়াছি, কিছুতেই মনকে শান্ত করিতে পারিলাম না—তোমাকেও কোন অত্যাচার হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছি —বিশ্বাসঘাতকতা দূর্গাদাসের জীবনে হয় নাই। কাজেই আমার মৃত্যুই মঙ্গল।'

সুষমা কোন কথা কহিল না। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল।

দুর্গাদাস বলিলেন,

"সুষমা, কাঁদিতেছ ?"

সুষমা। কাঁদিতেছি।

দুর্গাদাস। কাঁদিতেছ কেন ?

সুষমা। তুমি মরিবে বলিয়া।

দুর্গাদাস। মরণ বাঁচনের হাত তো তোমার।

সুষমা। কিসে ?

দুর্গাদাস। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর—মরিব না—বাঁচিব।

পুচ্ছবিমর্দ্দিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সুষমা শত হস্ত দূরে সরিয়া গিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,

"দুর্গাদাস, তুই দস্যু—পিশাচ ! নারীর হৃদয় বুঝিবি কি ? আমি সতী, পতিই আমার পরম দেবতা। ভাবিয়াছিস্—আমি তোকে সতীত্ব দিয়া বাঁচাইব, তাহা নহে। আমি তোকে বড় ভক্তি করিতাম,—ভাল বাসিতাম—দেবতা ভাবিতাম—তাই তোর জন্য বড় প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তুই তা নহিস্—পিশাচ—পিশাচ—নরপিশাচ ! তোর মরণই মঙ্গল।"

"রাগ করিও না সুষমা ! আমি পিশাচ বটে, কিন্তু আমার হৃদয় আছে। তুমি আমার মা।—

বন হইতে যখন তোমায় আনিয়াছি, তখনও তোমায় মা বলিয়াছি. এখনও তুমি আমার মা। তুমি দুর্গাদাসের মায়ের উপযুক্ত কিনা, হেমচন্দ্র তোমায় যে দোষে দোষী করিয়া ত্যাগ করিয়াছে, বনবাস দিয়াছে,—তুমি প্রকৃত সেই দোষে দোষী কি না,—হেমচন্দ্র ছাড়া সুবিধা ও সুযোগ পাইলে অন্য ভজনা কর কি না--তাই বুঝিবার জন্য কথাগুলা বলিয়াছি। আমি তোমার নিকট সত্য করিতেছি, আত্মরক্ষা করিব। এবার ফিরিয়া আসিয়া তোমার নিকট হৃদয়ের প্রকৃত জ্বালা বলিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিব।”

এই কথা বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গাদাস গৃহের বাহির হইলেন,—একটা শঙ্খে ফুঁ দিলেন, চারিদিক হইতে দস্যুগণ আসিয়া তাঁহার নিকট জমা হইল, সকলের আগে রতন শর্ম্মা।

দুর্গাদাস বলিলেন,

“আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, শত্রুগণ আমাদিগকে ধরিতে আসিতেছে।”

রতন মনে মনে হাসিল। ভাবিল—ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ধন্য রমণী! তুমি না করিতে পার, এ জগতে এমন কাজই নাই।

"শত্রুর আগমনের পূর্ব্বেই সুরজয়ের রাজাকে আক্রমণ করিতে হইবে। শীঘ্র রণতরি সজ্জিত করিতে আদেশ দাও—এখনই যাত্রা করিতে হইবে।"

আজ্ঞা শুনিবামাত্র, চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বড় বড় রণতরি আসিয়া দ্বীপসংলগ্ন হইতে লাগিল। রাশি রাশি কামান, বন্দুক, ঢাল, তরবার, লাঠি, শড়কী নৌকায় উঠিতে লাগিল। সৈন্যগণ গিয়া উঠিল। দস্যুপতি দুর্গাদাস, রতন শর্ম্মা প্রভৃতিও তাহাতে গিয়া উঠিলেন। রণতরী গুলি সমুদ্রবক্ষে ভাসিল,—যাহারা আশ্রমে থাকিল তাহারা দেখিল,—মুহূর্ত্তমধ্যে—দূরে দূরে সেই সকল রণতরি কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীদলের ন্যায় বোধ হইতেছে।

ষষ্ঠবিংশতি পরিচ্ছেদ

আক্রমণ।

মহাসমারোহে রাজা আদিত্যকিশোর আনন্দ উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন, মহা আহ্লাদে উৎসবে মত্ত হইয়াছেন। আগামী কল্য তাঁহার সৈন্যগণ জলদস্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবে,—আজি তাহাদিগের হৃদয়ে আনন্দ জন্মাইবার জন্য,—ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার জন্য মহামহোৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, নারায়ণে তুলসী দিতেছেন।

প্রশস্ত অট্টালিকা। অস্ত্রধারী প্রহরী ফিরিতেছে। ভিতরে মহা সমারোহ। বাইনাচ, কালো-

য়াতি গান—সঙ্গীতের তরঙ্গ উঠিয়াছে,—নৃত্যের রুণু ঝুনু শব্দে প্রাসাদ পরিপূরিত হইয়াছে। উপরে লম্বা চৌড়া দৌড়ঘরে সারি সারি ঝাড় জ্বলিতেছে। অর্দ্ধাবরিত পযোধরা বাইজী সাহেবেরা নৃত্য করিতেছে। রাজা পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নাচ দেখিতেছেন, এমন সময় তথায় এক ভৃত্য প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিল।

রাজা বলিলেন,

"সম্বাদ কি ?"

করজোড়ে, অবনত জানু হইয়া ভৃত্য বলিল,

"একজন ভিখারী জলদস্যুদিগের দ্বীপ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।"

রাজা। সে কোথায় ?

ভৃত্য। বাহিরে।

রাজা। তাহাকে এখনই আমার কাছে লইয়া আয়।

ভৃত্য চলিয়া গেল, এবং ভিখারীকে সঙ্গে লইয়া আনন্দময় গৃহে, যেখানে নাচ হইতেছে, রাজা সভা করিয়া বসিয়া আছেন—সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ভৃত্যের সহিত ভিখারী আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিল।

রাজা বলিলেন,

"তোমার নাম কি?"

ভিখারী। বলদেব।

রাজা। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

ভিখারী। জলদস্যুদিগের আশ্রম হইতে।

রাজা। তাহাদের সংখ্যা কত জান?

ভিখারী। ভাল জানি না—বোধ হয় হাজার দুই।

রাজা। তাহাদের রণতরি কতগুলি?

ভিখারী। গুণে দেখি নাই—

রাজা আরও অনেকগুলি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু ভিখারী কোনটিরই পরিস্কার উত্তর প্রদান করিল না।

সহসা নগর আলোকিত হইয়া উঠিল, সমুদ্র তীরের চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা বিস্তৃত করিয়া চারিদিকে যেন গ্রাস করিবার উদ্যম করিল। রাজা চমকিত হইয়া বলিলেন,

"একি?"

তখন মুহূর্ত্তমধ্যে ভিখারী বেশধারী দুর্গাদাস

বস্ত্র হইতে অসি উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন,

"এ তোমারই সর্ব্বনাশের আয়োজন।"

চারিদিকে লোক ছুটিতে লাগিল। দস্যুগণ প্রাসাদে প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া সকলেই প্রাণভয়ে পলাইতে আরম্ভ করিল। দুর্গাদাস পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন,—সেই শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তাঁহার দলস্থ কতক লোক প্রাসাদের দিকে ছুটিল, কতক বা আবার সমুদ্রতীরে থাকিয়া রাজার সজ্জিত রণতরি সকলে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিতে লাগিল।

দুর্গাদাস তখন স্বদলস্থ ব্যক্তিদিগকে চিৎকার করিয়া বলিলেন,

"রাজা এখনও জীবিত আছে, রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ কর।"

বলিতে বলিতে দস্যুগণ গৃহে গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। ক্ষুধার্থ রাক্ষসের ন্যায় অগ্নিশিখা গৃহে গৃহে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত প্রাসাদকে গ্রাস করিল। তখন সহসা দুর্গাদাসের কর্ণে স্ত্রীকণ্ঠনিঃসৃত করুণ ক্রন্দনধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। যে প্রাসাদে রমণীগণ বাস করিতেন, সেই প্রাসাদে আগুণ ধরিয়াছে,—

অগ্নিতে বেষ্টিত হইয়া অসহায়া রমণীগণ হাহাকার করিতেছে। দূর্গাদাসের হৃদয় রমণীকণ্ঠনিঃসৃত ক্রন্দনে বিচলিত হইল, ইহারা যে তাঁহার হারানিধির জাতি। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন,

"বন্ধুগণ! স্ত্রীলোকের সহিত আমাদের বিবাদ নাই,—স্ত্রীহত্যা আমরা কেন করিব? আইস, আমরা এই সকল অনাথিনীর প্রাণরক্ষা করি।"

এই কথা বলিয়া তিনি লম্ফ দিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিময় প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার দেখা দেখি, তাঁহার দলস্থ আরও অনেকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

তখন দস্যুগণ সেই অগ্নিমধ্য হইতে একে একে সেই রমণীগণকে বহির্গত করিয়া আনিতে লাগিল। দূর্গাদাস একটী রমণীর আসন্নমৃত্যু হইতে প্রাণরক্ষা করিলেন। ইহার নাম নাকি লক্ষ্মীমেয়ে, বুঝিলাম না—লক্ষ্মীমেয়ে কেমন নাম।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

"গেলনা কেন প্রাণ—
সইবো তার বিচ্ছেদে।"

সেকি নাই?

রমণীগণকে রক্ষা করিতে গিয়া দস্যুগণ বড় বিপদগ্রস্থ হইল। যখন তাহারা জ্বলন্ত বহ্নিমধ্য হইতে এই সকল অভাগিনীর প্রাণরক্ষা করিতেছিল, সেই সময়ে রাজা প্রাসাদ-বহির্ভাগে তাঁহার ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক

করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। যখন চারিদিকে আগুণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল,—সেই সময়ে রাজা সসৈন্যে আসিয়া প্রজ্জ্বলিত প্রাসাদ বেষ্টন করিলেন। বিপদ দেখিয়া দস্যুগণ পলাইল,—তাহারা সকলে আসিয়া রণতরিতে উঠিল, এবং অধিকক্ষণ তীরে থাকিলে নিহত হইতে হইবে দেখিয়া রণতরি খুলিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া গেল।

লক্ষ্মীমেয়ের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া দস্যুপতি দুর্গাদাস বন্দী হইলেন। রাজা বিচারাসনে বসিয়া তাহার বিচার আরম্ভ করিলেন। দুর্গাদাসের হাতে পায়ে বেড়ি। রাজার সম্মুখে উপস্থিত। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য—প্রসিদ্ধ দস্যু দুর্গাদাস—আজি রাজবিচারে দণ্ডিত,—তাহাকে দেখিতে কাহার না প্রাণ উন্মত্ত হয়—যাহার করে কতশত নর নারীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, কত নগর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে,—বহু শতাব্দি ধরিয়া যে ডাকাতি করিতেছে। তিন চারি পুরুষ ক্রমান্বয়ে যাহার ভয়ে ভীত, সে লোকটা কেমন!

রাজা বৃদ্ধ,—অশিতিপরায়ণ নহেন, পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসরের বৃদ্ধ। সম্মুখে দুর্গাদাস—নধর

নবযুবক। রাজা অনেকক্ষণ দুর্গাদাসের বদন প্রতি চাহিয়া বলিলেন,

"দুর্গাদাস,—তুমি বালক?"

দুর্গাদাস মৃদু হাসিল। বলিল,

"বালক বলিয়া ক্ষমা করিবেন নাকি?"

রাজা। ক্ষমা করিবার কার্য্য তুমি কর নাই।

দুর্গাদাস। তবে ও খোঁজে কাজ কি?

রাজা। দুর্গাদাস!

দুর্গাদাস। হাঁ—

রাজা। তোমার ভয় হইয়াছে?

দুর্গাদাস। কিসের জন্য?

রাজা। আমি তোমাকে ফাঁসি দিব।

দুর্গাদাস। স্বচ্ছন্দে—

রাজা। দুর্গাদাস, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুকালে মিথ্যাকথা বলিও না। তোমার নিবাস কোথায়?

দুর্গাদাস। তাহা আমি জানিনা।

রাজা। তোমরা কি জাতি?

দুর্গাদাস। কেন বিবাহ যুটিবে নাকি?

রাজা রাগ করিলেন, বলিলেন,

"বিবাহ্ ফাঁসি কাষ্ঠের সঙ্গে হইবে।"

দুর্গাদাস। সেত জাতিকুল বিচার করে না।

রাজার আদেশ হইয়া গেল। কল্যই প্রকাশ্য রাজপথে দুর্গাদাসের ফাঁসি দিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়া রাজা তাঁহাকে সেই রাত্রির জন্য কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

সে জানিত—এরূপ বিপদ ঘটিবে? দুর্গাদাস মরিতে ডরাইতেন না,—কিন্তু তাঁহার একটু কাজ বাকি আছে। সুষমা—পতিপরায়ণা সাধ্বি সুষমা আছে, হেমচন্দ্রকেও আনিয়া স্থানান্তরে রাখিয়াছেন, তাহাদের উভয়কে মিলন করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায়ের একটা সংস্থাপন করিয়া দেওয়া হয় নাই। দুর্গাদাস মরিলে, জনশূন্য দস্যুপরিবৃত দ্বীপে সুন্দরী সুষমার কি সতীত্ব রক্ষা হইবে? "হায়! আমি কি করিলাম!" দুর্গাদাস অন্ধকারময় কারাগৃহে বসিয়া এই সকল ভাবিতেছে,—এই সময়ে সহসা কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল,—সম্মুখে কে একজন মনুষ্য। অন্ধকারে—তবু দুর্গাদাস অবয়বে, অনুমানে বুঝিলেন, স্ত্রীলোক। বলিলেন,

"কে—ও।"

উত্তর হইল,

"চিৎকার করিবেন না, লক্ষ্মীমেয়ে।"

দুর্গাদাস বসিয়াছিলেন, চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন,—বলিলেন,

"লক্ষ্মীমেয়ে—লক্ষ্মীমেয়ে কে?"

লক্ষ্মীমেয়ে ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিলেন,

"তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, আমিও তোমার প্রাণরক্ষা করিব।"

দুর্গাদাস লক্ষ্মীমেয়ে কে, তাহা বুঝিলেন, তাঁহার দয়ায় মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন,

"আমি মরিতে ডরাই না—একটা কাজ করিতে বাকি আছে—আমি মরিলে একজনের সর্ব্বনাশ হইবে।"

লক্ষ্মীমেয়ে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"সে আপনার স্ত্রী?"

দুর্গাদাস। আমার স্ত্রী পুত্র নাই।

লক্ষ্মী। তবে আপনার বন্ধু বান্ধব?

দুর্গাদাস। না—তাও নয়—অন্য একটী স্ত্রীলোক।

লক্ষ্মীমেয়ে বলিল,

"আমি আর তোমাকে মুক্ত করিব না, তুমি পাপী, তোমার পাপজীবন এইরূপে নষ্ট হওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।"

দুর্গাদাস লক্ষ্মীমেয়ের মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন,

"তা নয়—আমার মাতৃস্থানীয় কোন সতী যুবতী।"

লক্ষ্মী। নামটী কি শুনিতে পাই না?

দুর্গাদাস বলিলেন,

"সে সময় আমার তত নাই, যদি আপনার সুবিধা থাকে, আমাকে উদ্ধার করিয়া দিন, চলিয়া যাই।"

লক্ষ্মী। আজি আর ছাড়িয়া দিবার সুবিধা নাই,—দ্বারে প্রহরী। আপনি বলুন, কে সতী রমণী—আপনার মৃত্যুতে কাহার সর্ব্বনাশ হইবে।

দুর্গাদাস। যদি তুমি নিতান্ত নাছাড় হইলে, তবে বলি,—তাহার নাম সুষমা। হেমচন্দ্র নামক জনৈক কপটী তাহার স্বামী—তাহাকে রামরঙ্গণ নামক এক ব্যক্তির সহিত ভ্রষ্টা অপবাদ দিয়া সমুদ্রতীরে ফেলিয়া যায়। আমিও সেই

সময় কার্য্য ব্যপদেশে সেখানে গিয়াছিলাম,—তাহাকে দেখিয়া দ্বীপে লইয়া আসিলাম। তার পর আজি কয়দিন হইল, তার স্বামীকেও রাজ্য-চ্যুত করিয়া দ্বীপে আনিয়াছি, কিন্তু উভয়ের মিলন করিয়া দেওয়া হয় নাই। আমি মরিলে আর তাদের মিলন হইবে না।

লক্ষ্মীমেয়ে নিরব—নিস্তব্ধ।

দুর্গাদাস বলিলেন,

"এত আগ্রহ করিয়া যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে,—তাহাকে কি চিনিতে পারিলে?—বৃথা আমায় কষ্ট দিলে।"

লক্ষ্মীমেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,

"হাঁ, আমি তাকে চিনি। তোমরা যে হেম-চন্দ্রকে ধরিয়া নিয়া গিযাছ, তাও সুবর্ণপুরের রাজার নিকট শুনিয়াছি,—কিন্তু অভাগিনী সুষমাও যে তোমাদের ওখানে আছে, এই তা নূতন শুনিলাম। জগদীশ্বর আমার হৃদয়ে বল দিউন—তোমাকে উদ্ধার করিয়া দেই।

দুর্গাদাস। তুমি এ রাজার কে?

লক্ষ্মীমেয়ে। কেহ নহি, সামান্য পরি-

চারিকা।

দুর্গাদাস। তোমাদের দেশ কোথা? এই দেশেই কি জন্মগ্রহণ করিয়াছ?

লক্ষ্মীমেয়ে। হাঁ,—রামরঙ্গণের সহিত সুষমার ভ্রষ্টা অপবাদ দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছিল,—বলিতে পারেন কি, রামরঙ্গণ কোথায়?

দুর্গাদাস। শুনিয়াছি রামরঙ্গণের মৃত্যু হইয়াছে।

লক্ষ্মীমেয়ে কোন কথা কহিল না। অন্ধকার—দারুণ অন্ধকার, তবু যেন দুর্গাদাসের বোধ হইল, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কাঁদিতেছ?"

লক্ষ্মীমেয়ে তাড়াতাড়ি চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল,

"না না,—আমি কাঁদিব কেন?"

আওয়াজটা কিছু ধরা ধরা ভরা ভরা। দুর্গাদাস বুঝিলেন—লক্ষ্মীমেয়ে বড় কাঁদিয়াছে। বলিলেন,

"তুমি কি রামরঙ্গণকে জানিতে? রামরঙ্গণ কি তোমার কেহ হয়?"

লক্ষ্মীমেয়ে অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,

"না না, সে আমার কেহ নয়।"

কথার আওয়াজ—আর এই সকল ব্যাপারে যেন দুর্গাদাস বিচলিত হইলেন। কি একটা কথা লক্ষ্মীমেয়েকে বলিতে যাইতেছিলেন,—এমন সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল,

"জেলাধ্যক্ষ আসিতেছেন,—আপনি উঠিয়া যান। লক্ষ্মীমেয়ে তাড়াতাড়ি উঠিল—বলিয়া গেল,

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক—কা'ল তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে জেলাধ্যক্ষ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া গেলেন, জেল হইতে দুর্গাদাসের কোন রূপে পলায়ন করিবার সম্ভাবনা আছে কি না।"

দুর্গাদাস তখন কতরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে চিন্তার অবধি নাই, পার নাই।

অষ্টবিংশতি পরিচ্ছেদ

না জানি পোড়া বিধাতা
আরও কি লিখেছে ভালে।
দেখা হ'লো সেও ভাল
সুখী হবও মরিলে॥

কারাগারে?

রজনী প্রভাত হইল। কাক কোকিল যাহা ডাকিবার ডাকিল। সেখানে বড় ফুলের ঘটা নাই, সুতরাং ফুটিল না। হাওয়ার অবারিত দ্বার,

বহিতে ত্রুটি করিল না। উষা নয়ন গোচর হইল না, একেবারে রৌদ্র দেখা দিল। জেলের প্রভাত নিতান্ত সুন্দর নয়, মলের ধ্বনি জিনিয়া চারিদিকে ঝম্ ঝম্ ধ্বনি হইতে লাগিল ;—বেতের শব্দ, পাথর ভাঙ্গার ঠন্‌ঠনানি—এইরূপে সুপ্রভাত!—দুর্গাদাসের ফাঁসি, সুতরাং সে সকল কার্য্যে যাইতে হইল না, একাকী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহর হইল,—দুইহাতা বোগ্‌ড়া চেলের ভাত, একহাতা কলাইয়ের ডাউলের খোসা দিয়া দুর্গাদাসকে উৎসর্গ করিল। দুর্গাদাস তাহাই খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল,—রাত্রিও হইল, সেদিন শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। খানিক জ্যোৎস্না অন্তর্হিত হইল। চাঁদ অস্তগত হইলেন। ভাবিতে ভাবিতে দুর্গাদাসের চিত্ত অবসন্ন হইল—ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি শয়ন করিলেন, সত্বরেই নিদ্রাগত হইলেন!

চারিদিন কাটিয়া গেল। চারিদিন দুর্গাদাস কারাগারে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছেন, প্রতি দিনই তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিবস ভাবিতেছেন,

কিন্তু প্রতিদিনই অবাধে কাটিয়া যাইতেছে। কেহই তাঁহার প্রাণনাশ করিতে বা তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে আসিতেছে না। চারি দিন কাটিয়া গিয়াছে, লক্ষ্মীমেয়েও আর তাহার নিকট আসেন নাই।

চারিদিন পরে, নিশীত রাত্রে লক্ষ্মীমেয়ে আবার কারাগারে আসিলেন, বলিলেন,

"বন্দী, আমি তোমাকে মুক্তিদান করিতে পারিলাম না,—তবে পারি, কিন্তু সে পথ আমি অবলম্বন করিতে পারি না।"

দুর্গাদাস। সে পথ কি?

লক্ষ্মী। সে পথের কথা বলিতে হইলে,—আগে তোমাকে একটা বলিতে হয়। তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত আছ,—বাহিরের খবর কিছুই রাখ না। মহারাজ তোমাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়া যথানিযমে আহারাদি করত শয়ন করিলেন—তাঁর নিদ্রা আসিল, শেষ রাত্রে স্বপনে দেখিলেন, তুমি যেন, তাঁর পায়ে ধরিয়া বলিতেছ, পিতঃ! আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার সন্তান। আমাকে বধ করিয়া পুত্রহত্যা পাতকে লিপ্ত হইও না, আমাকে নষ্ট করিয়া পিতৃ

পুরুষের জল গণ্ডুষ লোপ করিও না, আমি ডাকাত নহি,—প্রাণের জ্বালায়, দারুণ আগুণে পুড়িয়া দস্যুবৃত্তি করিয়াছি—কিন্তু কখনও সাধুর অনিষ্ট করি নাই, সৎলোকের ধনাপহরণ করি নাই। আমাকে ক্ষমা কর,—আমি তোমার ছেলে।"

কথা শুনিয়া দূর্গাদাস হাসিলেন। বলিলেন,

"তার পর?"

লক্ষ্মীমেয়ে বলিল,

"তাব পর রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'লেন।"

দূর্গাদাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,

"কেন, রাজা ব্যাকুল হ'লেন কেন?"

লক্ষ্মীমেয়ে। তাঁর নাকি একটী ছেলে হইয়াছিল, সেটিকে শিশুকালে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন।

দূর্গাদাস বলিলেন,

"তাঁর পর?"

লক্ষ্মীমেয়ে। তার পর তিনি সকালে উঠে —আপনার পরিচয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

নিজেই কারাগারে আসিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, বলিলেন, উঃ! সে ডাকাত সেত পরিচয় দিবে না। সেদিনওত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু সেত পরিচয় দেয় নাই, রহস্য করিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিয়াছিল। এই বলিয়া আর তিনি আসিলেন না। হুকুম দিলেন, রীতিমত পাহারা থাকে, এক সপ্তাহ পরে দুর্গা-দাসের ফাঁসি হইবে।

দুর্গাদাস দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার হৃদয় প্রান্তে যে ক্ষীণাশা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহা নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

লক্ষ্মীমেয়ে বলিল,

"সুষমা,—সুষমার গতি হবে?"

দুর্গাদাস উদাসভাবে বলিলেন,

"তার গতি জগদীশ্বর!"

লক্ষ্মীমেয়ে অন্যমনস্ক হইল। অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে রহিলেন। স্নিগ্ধ সুশুভ্র চন্দ্রালোক গৃহের মধ্যে প্রতিভাসিত হইতেছে। কিন্তু দুর্গাদাস লক্ষ্মীমেয়ের মুখপানে চাহিতে সাহস করিতেছে না। যখন প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ করে,

রূপ গুণত তাহার সহকারী—অলৌকিক রূপ লাবণ্য বেশ ভূষায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণে বর্ণের ছটা আরও বাড়িয়াছে। পুষ্ট বিম্বাধরের ভাবে বোধ হয়, বামা আরও কি বলি বলি করিতেছে। ভীতা হরিণীর ন্যায় যুবতী দুর্গাদাসের মুখপানে এক একবার চান, এক একবার মুখ ফিরাইয়া লয়েন। দুর্গাদাস হেটবদনে বসিয়া আছেন।

লক্ষ্মীমেয়ে অনেকক্ষণ কি বলি বলি করিয়া বলিল,

"একটা কথা বলিব, শুনিবে কি?"

দুর্গাদাস। বল—

লক্ষ্মীমেয়ে। সুষমা যেখানে আছে, আমি কি সেখানে যাইতে পারিবনা? সেখানে যাইবার পথ আমায় কহিয়া দিতে পার?

দুর্গাদাস। সেখানে যাওয়া বড় কঠিন, কে তোমাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া যাইবে? লোকে স্বইচ্ছায় যমের বাড়ি যাইতে স্বীকৃত হয়, তবু জলদস্যুদিগের আশ্রমে যাইতে স্বীকৃত হয় না।

লক্ষ্মীমেয়ে। তবে কি হবে?

দুর্গাদাস। কি হবে? সুষমা তোমার কে? তার জন্য অত উতলা হইলে কেন?

লক্ষ্মীমেয়ের নয়ন কোণে জল আসিল। বলিল,

"সুষমা আমার ভগ্নী, প্রাণের সখী—শৈশবের সহচরী। আমি আর কি তাহাকে দেখিতে পাইব না?"

দুর্গাদাস বলিলেন,

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

লক্ষ্মীমেয়ে। স্বচ্ছন্দে।

দুর্গাদাস। রামরঙ্গণের স্ত্রী সুর-সুন্দরী কোথায় জান?

লক্ষ্মীমেয়ে বলিলেন,

"তাহা আমি জানি না, তোমার সে খোজ কেন?"

দুর্গাদাস। প্রয়োজন ছিল,—

লক্ষ্মীমেয়ে। শুনিয়াছি স্বামীর অস্ত্রাঘাতে—স্বামীর হাতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে।

দুর্গাদাস। শুনিয়াছি, সে অস্ত্রাঘাতে মরে নাই।

লক্ষ্মীমেয়ে। কে বলিল ?

দূর্গাদাস। সুষমা।

লক্ষ্মীমেয়ে। যদি সে জীবিত থাকে—তাহার খোঁজ করিবে, পৃথিবীতে এমন কেহ আছে কি ?

দূর্গাদাস। কেন তাঁহার পিতা।

লক্ষ্মীমেয়ে। রামরঙ্গণকে মেয়ে দিয়ে—পিতার আর মেয়ের উপর স্নেহ নাই।

দূর্গাদাস। তবে রামরঙ্গণ।

লক্ষ্মীমেয়ের চক্ষুতে জল আসিল, বলিল

"তুমি যে, বলিলে রামরঙ্গণ পৃথিবীতে নাই।"

দূর্গাদাস। যদি সুর-সুন্দরীর জীবিত সম্বাদ পাই, তবে রামরঙ্গণের সম্বাদ বলিয়া দিতে পারি। আজিও রামরঙ্গণ জীবিত আছেন,—স্ত্রীর জন্য কাঁদিয়া উন্মত্তবৎ হইয়াছেন।

লক্ষ্মীমেয়ে কাঁদিল। এবার কান্না গোপনে নয়, স্পষ্টভাবে বলিল "যদি রামরঙ্গণ জীবিত থাকেন তবে বল তিনি কোথায়; আমি একবার তাঁহাকে দেখিব—আমিই অভাগিনী সুর-সুন্দরী।"

এই বলিয়া তাহার মুখে একটা আবরণ ছিল,

খুলিয়া ফেলিল। দুর্গাদাসের হৃদয় স্ফীত—উদ্বেলিত ও আনন্দিত হইল। কারাগার মধ্যে সুর-সুন্দরীকে ধরিতে গেল। সুর-সুন্দরী দূরে—দশহাত দূরে সরিয়া গিয়া বলিল,

"ওকি! আমায় ধর কেন?"

দুর্গাদাস সজল নয়নে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,

"প্রিয়তমে,—সুরু, প্রিয়তমে, তোমাবিহনে যে আমি হৃদয়ে কত আগুণ পোষণ করিতেছি, দণ্ডে দণ্ডে যে কত বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিতেছি, তাহা কেমন করিয়া জানাইব?—প্রিয়তমে—আমিই তোমার হতভাগ্য রামরঙ্গণ।"

রামরঙ্গণেরও মুখে মুখোস ছিল, খুলিয়া ফেলিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব মিলনে, সহসা অতিরিক্ত আনন্দে সুর-সুন্দরী একেবারে অজ্ঞান হইলেন, পড়িয়া যাইতেছিলেন, রামরঙ্গণ হস্ত প্রসারণে ধরিলেন। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হইল,—রামরঙ্গণের উরুর উপর মস্তক রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

"রামরঙ্গণ, নাথ—তুমি ফাঁসির জন্য কারাগারে বন্দী?"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কেমনে জানাব আমি
জ্বলিছে যাতে হৃদয়।
ক্ষমা কর বারেক চাহ
ওহে দয়াময়॥
রেখেছ আমার জীবন
ক'র না হে পুনঃ বধ।
তাহ'লে বলিবে লোকে
আপনারে কৃতঘ্ন।'

দয়াকর।

সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই,—সূর্য্যদেবের রক্তিম ছবি দিগদিগন্তে একটু একটু ফুটি-

তেছে। সূর্য্যদেব অস্তগেলেন দেখে, নলিনী বড়ই দুঃখিতা হইল, প্রিয়তম বিয়োগে সে ও মুদিতা হইল। বাগানে—চাঁদের প্রিয়তমা কু ম কুলের মধ্যে দুই একটি করিয়া ফুটিতে লাগিল। মানবগণ দিবসের কর্ম্ম সমাধা করিয়া স্ব স্ব আলয়াভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। পশুপক্ষীরাও ধীরে ধীরে স্ব স্ব আশ্রমাভিমুখে আসিতে লাগিল।

এ সময় রাজবাটির শোভা অতি মনোরম। দেবমন্দিরে পরিবারগণ পঞ্চপ্রদীপের পলিতা পাকাইতেছে, প্রদীপ সাজাইতেছে, কাঁসর ঘণ্টা মাজিতেছে, ধূনাচিতে আগুণ করিতেছে। আস্তাবলের সম্মুখে সহীসেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্ব বাহির করিয়া কাহারও গা মাজিতেছে, কাহারও মুখে ছোলার তোবড়া লাগাইয়া দিয়াছে, কাহারও বা লাগাম ধরিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াতেছে। তাহার একটু দূরে, গবাদির গৃহে,—গো, মেষ, মহিষাদি মাঠ হইতে বাড়ি আসিতেছে, রাখালগণ বড় ব্যতিব্যস্ত, তাহাদিগকে 'গৃহমধ্যে পূরিতেছে—ডাক হাঁক ছাড়িতেছে। কর্ম্মচারীগণ কাজের একটু অবসর পেয়ে—বাহিরে বেড়াতে

বেরুলেন।

এই সময়ে দ্বিতীয় মহলের প্রাসাদোপরি রাজা মহাশয় পায়চারি করিতেছেন,—একটী স্ত্রীলোক জানু পাতিয়া সম্মুখে বসিল।

"পিতঃ! আমায় ক্ষমা করুন।"

রাজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"কে, লক্ষ্মীমেয়ে!—তোমায় কি ক্ষমা করিব? তুমি কি চাও?"

লক্ষ্মীমেয়ে বলিল,

"এক ব্যক্তির জীবন।"

রাজা। "কেসে?"

লক্ষ্মীমেয়ে। "জলদস্যু দুর্গাদাস।"

রাজা। "সে কিরূপে হইতে পারে?"

"লক্ষ্মীমেয়ে সকাতরে বলিতে লাগিল, "পিতঃ! আপনি দয়ার সাগর!—বড় আশায় আসিয়াছি, নিরাশ করিবেন না। আমি শুনিয়াছি, আমি জানি—আপনার নাম লইলে শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে,—ফাঁসির রজ্জু ছিঁড়িয়া পড়ে, তরবারি ভগ্ন হয়। অভাগিনীকে নিরাশ করিবেন না, আমার প্রাণের প্রাণ যাচ্ঞা করিতেছি! আমাকে আপনি প্রাণদান দিয়াছিলেন, কন্যায়

মত স্নেহ করেন—পিতঃ আমি বড় অভাগিনী!—আমাকে কৃপা করুন।”

রাজা বলিলেন,

“আমি শাস্ত্রের অধীন, কিরূপে তাহাকে মুক্তিদান করিতে পারি!”

লক্ষ্মীমেয়ে সজলনয়নে রাজার ভাবহীন বদনপানে চাহিয়া রহিল—স্থির, শান্তমূর্ত্তি, দয়ার্দ্র। কঠিনতার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। অচল স্থির—প্রস্তরমূর্ত্তি।

লক্ষ্মীমেয়ে আবার বলিতে লাগিল—“দয়াময়, একজনের অপরাধে, দুইজনের প্রাণবধ কি নিমিত্ত করিবেন? দুর্গাদাস দস্যু, আমি আপনার পালিতা—কন্যা! আমার প্রাণবধ কি নিমিত্ত করিবেন? পিতঃ! আপনি দয়াগুণে শ্রেষ্ঠ—কেবল কি অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হইবেন না? জগৎ আপনাকে দয়াবান বলিবে—সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত আপনার গুণগানে প্রতিধ্বনি হইবে! কেবল কি এই অবলা জানিবে—আপনার হৃদয়ে দয়া নাই?—কেবল কি আমার প্রতি কঠিন হইবেন?—আমি বড় দুঃখ পাইয়াছি, স্বামীর অনাদরে—বড় উচ্চ হইতে নীচে স্খলিত হইয়াছি—

বড় দুঃখ পাইয়াছি। পিতঃ! তুমিই এই দুঃখময় জীবন সুখময় করিতে পার। রাজ্যেশ্বর! ঈশ্বরের প্রতিনিধি! আমার প্রতি দয়া কর!” অতি কাতরোক্তি,—অতি মধুস্বরে নিঃসৃত হইল।

রাজার অবিচলিত বদন বিচলিত হইল। বলিলেন,

“যাও! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।”

মহানন্দে অবলা লাফাইয়া উঠিল। অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িল। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হইলে চাহিয়া দেখিল, রাজা সেখানে নাই—একটা দাসী তাঁহাকে বাতাস করিতেছে।

লক্ষ্মীমেয়ে উঠিয়া বসিল; কিয়ৎক্ষণ পরে রাজাও সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিল,

“লক্ষ্মীমেয়ে—মা আমার; একটা কথা কি জিজ্ঞাসা করিব?”

লক্ষ্মীমেয়ে বলিল,

“পিতঃ! আপনার নিকটে আমার গোপনীয় কিছুই নাই,—যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই বলিব।”

রাজা। ইতঃপূর্ব্বে তোমার নিকট তোমার পরিচয় কতবার চাহিয়াছি, কিন্তু তুমি তাহা দেও নাই,—জলদস্যু দুর্গাদাস, তাহার জন্য তুমি অত আকুল হইলে কেন? যেরূপ ভাবে কথা কহিলে, তাহাতে তো দুর্গাদাসকে তোমার স্বামী বলিয়াই বোধ হইতেছে। বল মা, তুমি কে—এবং কেমন করিযা ও কেনই বা ভাঁয়েযার বিলের ধারে পড়িয়াছিলে? শুনিতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে।

লক্ষ্মীমেয় বলিল,

"মহারাজ সে অনেক কথা,—দূর্গাদাস, উহা উহাঁর কৃত্রিম নাম, দূর্গাদাস আমার স্বামীই বটেন। আমাকে আপনি আদর করিয়া লক্ষ্মীমেয়ে বলিয়া ডাকেন, আমার নাম আপনার নিকট আপনার অনেক চেষ্টাতেও বলি নাই—আমার নাম সুর-সুন্দরী; সুবর্ণপুরের রাজার প্রধান মন্ত্রী, আমার পিতা। অধিক আর বলিতে চাহি না—আমাকে বিদায় দিন, দূর্গাদাসকে কারামুক্ত করিয়া দিন, আমরা চলিয়া যাই, আর যাহাতে দূর্গাদাস দস্যুবৃত্তি না করেন, আমি তাহা করিব।"

রাজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, তোমার ওরূপ পরিচয়ে আমি সন্তুষ্ট হইলাম না,—আদ্যোপান্ত বিশেষ করিয়া বল, শুনিতে আমার বড় কৌতূহল হইতেছে।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"আমারি যাতনা যত
জানাইব কারে।
নিশ্চিন্ত হ যেছেন নাথ—
বিচ্ছেদে সঁপি আমারে।
দুঃখে যদি মুদি আঁখি,
জাগিযে স্বপন দেখি,
কত যে বলিছেন নাথ,
'কবে ধরি সমাদরে।"

আমার কথা।

"আমার কথা যদি শুনেন, তাহাহইলে আপ-
নার দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। মহারাজ!

আপনার কোমল হৃদয়,—দয়াময় হৃদয়ে আমি দুঃখ দিতে চাহি না,—আমাকে বিদায় দিন, দুর্গাদাসকে কারামুক্ত করিয়া দিন, আমরা চলিয়া যাই। দুর্গাদাস যাহাতে আর দস্যুবৃত্তি না করেন, আমি তাহা করিব।”

লক্ষ্মীমেয়ে ওরফে সুর-সুন্দরী দমে দমে—নিশ্বাসে নিশ্বাসে এই কথাগুলি বলিলে রাজা বলিলেন,

“মা। ওরূপ পরিচয়ে আমি সন্তুষ্ট হইলাম না, তোমার যথাযথ পরিচয় আমার নিকট বল।”

রাজার কথা শুনিযা সুর-সুন্দরী বিস্মিত হইল, বলিল,

“মহারাজ! আমি দুঃখিনী, আমার আর বিশেষ পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন কি?—আর বিশেষই বা আছে কি?”

রাজা গম্ভীরস্বরে বলিলেন,

“তুমি জান, আমি দুর্গাদাসকে দেখিয়া অবধি অত্যন্ত আকুল হইয়াছি,। দুর্গাদাস—আমার বোধ হয়, আমার—কথাটা আর সরিল না, রাজার চক্ষু জলপূর্ণ হইল। লক্ষ্মীমেয়ে বলিল,

“মহারাজ! যদি শুধু দুর্গাদাসের পরিচয়ে

সন্তুষ্ট হন, দিতে প্রস্তুত আছি। আমি শুনিয়াছি, দুর্গাদাস হুগলির নিকট কোন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু আমি কখনও শ্বশুর বাড়ী যাই নাই। বিবাহ যে দিন হইল, তাহার পর দিবসই আমি স্বামীর সহিত দক্ষিণবঙ্গে গমন করিলাম—সেখানে গিয়া কপালের দোষে, গ্রহবৈগুণে স্বামী—"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই সুর-সুন্দরীর চক্ষুদ্বয় জলপূর্ণ হইয়া গেল। রাজা বলিলেন,

"মা! প্রকৃতিস্থ হও,—তুমি আমার মেয়ে। ধীরে স্থিরে সমস্ত কথা গুলি আমার নিকট বল।"

সুর বলিল,

"মহারাজ! সে বড় দুঃখের কথা। বলিতে বুক ফাটিয়া যায়। আপনি আমার পিতা,—জন্মদাতা নহেন, পালকপিতা। আপনি প্রতিপালন না করিলে, আমি আর স্বামীর মুখ দেখিতে পাইতাম না। সেই বিলেই আমাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইত। যাহা হউক,—আপনি যখন পিতা, তখন আপনার নিকট সব কথা বলিতেছি—শ্রবণ করুন।

"আমি সুবর্ণপুরের রাজার প্রধান মন্ত্রী মুকুন্দনারায়ণ সিংহের কন্যা, আমার নাম সুরসুন্দরী।

আমি পিতার অতি আদরের কন্যা,—পিতা আমার বিবাহের বয়স দেখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিলেন, চারি দিক হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। এই সময় একদিন রাজবাড়ীতে কে এক যুবক আসিয়া সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে চাহিয়া আপন বল ও বিক্রম পরীক্ষা দিতে বসিয়াছে। চারিদিক হইতে লোক জুটিয়া সে অদ্ভুত বীরের বীরত্ব দেখিতে লাগিল। আমিও কয়েকজন অঙ্গনার সহিত রাজার গৃহের বাতায়নে বসিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম। সে যুবকের অদ্ভুত বীরত্ব, অপূর্ব্ব রণকৌশল দেখিয়া আমি তাঁহার পক্ষাপাতী হইযা পড়িলাম। ক্রমে যুদ্ধ থামিয়া গেল, শুনিলাম রাজা তাহাকে উপযুক্ত পদে অভিষিক্ত করিযাছেন। দিন দিন আমার চিত্ত, তন্ময় হইয়া পড়িল। যুবকের নাম রাম-রঙ্গণ।*

এদিকে পিতা আমার সম্বন্ধ অন্য যুবকের সহিত স্থির করিলেন, রামরঙ্গণ তখন পাহাড়ী-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে

*যখনকার কথা হইতেছে, তখন হিন্দু ললনাগণ স্বামীর নাম করিতেন। সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতি তাহার প্রমাণস্থল।

তিনি দেশে আসিলেন,—সৌভাগ্য ক্রমে তিনিও আমার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। রামরঙ্গণ রাজার দক্ষিণ বাহু, সুতরাং তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিল, আমার পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজার অনুরোধে রামরঙ্গণের সহিত বিবাহ দিতে হইল। যে দিন বিবাহ হইল, তাহার পর দিবসই আমার স্বামী আমাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ বঙ্গে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। সেখানে গেলেই বিদ্রোহীগণ বশ্যতা স্বীকার করিল,—বিনা যুদ্ধেই শান্তি সংস্থাপিত হইয়া গেল। আমরা সুখেস্বচ্ছন্দে তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এজগতে কি কেহ নির্ম্মল সুখে দিনাতিপাত করিতে পারেন? অকস্মাৎ আমাদের সুখের সংসার দুঃখে পরিণত হইল, বসন্তের নবীনশুভ্র আকাশে দুরন্ত মেঘের সমুদয় হইল। স্বামী আমাকে অবিশ্বাস করিলেন। কেন করিলেন, তাহার আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কয়েকদিন হইতে যেন আমার উপর ত্যক্ত বিরক্ত হইলেন। আমাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর সম্ভাষণ করিতেন না,—দেখিলে যেন, ত্যক্ত বিরক্ত হইতেন। তবু দিন যেমন কাটিত—তেমনি

কাটিতে লাগিল। দাস দাসী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয়, স্বজন কেহ জানিতে পারিল না, যে আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে—চারু প্রতিমায় ঘুন লাগিয়াছে। কিন্তু নিঃশব্দে, বিনা-ড়ম্বরে ঘুন লাগিযাছে সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। নয়নে নযনে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠিত, সে হাসি আর নাই, যে আধ হাসি আধ প্রীতি—সে হাসি আর নাই, যে হাসি আর্দ্ধেক বলে, সংসার সুখময়। সুখের আকাংক্ষা পূরিল না—সে হাসি আর নাই। ক্রমে ক্রমে সে সকলি অন্তর্হিত হইল। আমার স্বামী আমাকে দেখিয়া যেন বিষবৎ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

একদিন নিদাঘ নিশিতে আমি চিন্তাকুল হৃদয় লইয়া স্বামীর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিলাম, এবং সত্বরেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে হটাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল, চাহিয়া দেখি স্বামী আমার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। তাঁহার

দুই চক্ষুদিয়া যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমাকে জাগিতে দেখিয়া বলিলেন,

"সুরু! যদি পাপের জন্য অনুতাপ না করিয়া থাক, তবে এই সময় কর, এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সহসা তিনি তাহার শাণিত ছুরিকা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। আমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার একটু চেতন হইল, চাহিয়া দেখি, আমার স্বামী নিকটে নাই। দুর্গের চারিদিকে কামান বন্দুকের শব্দ হইতেছে—সৈন্যগণ হুঙ্কার ছাড়িতেছে, বুঝিলাম শত্রু পড়িয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা পরিচারিকার মুখে শুনিলাম, আমার স্বামী পলায়ন করিয়াছেন। আমি আর কাহার জন্য থাকিব? গুপ্ত পথ জানিতাম, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখনও আমার বক্ষস্থল দিয়া রক্তধারা পড়িতেছে। কাজেই অধিকদূর যাইতে পারিলাম না,—আপনি যে বিল হইতে আমাকে আনিয়াছিলেন, সেই বিলের ধারে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তার পর

আপনার সৈন্যাদিও আপনি সেই পথ দিয়া যাইতে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

মহারাজ! দাসীর দুঃখের কথা শুনিলেন। আপনার কারাগারে দুর্গাদাস নামক যে পুরুষটী বন্দী আছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম রামরঙ্গণ—তিনিই আমার স্বামী। তিনি যে, কোথা দিয়া কেমন করিয়া দ্বীপে গিয়া দুর্গাদাস নাম ধারণ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন,—তাহা আমি জানি না। এক্ষণে দাসীর প্রতি দয়া করিয়া আমার স্বামীর জীবন দান করিয়া আমার জীবন দান করুন।—একবার বাঁচাইয়া ছিলেন,—আবার বাঁচান।

দয়াময়! রাজরাজেশ্বর! স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব। এতদিন জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি, কেবল স্বামীকে কখনও যদি দেখিতে পাই, সেই আশায়। যদি আমার সে আশা উন্মূলিত হয়—যদি আমার স্বামীর ফাঁসি হয়,—তবে আমিও তাঁহার সহগামিনী হইব। স্বামীধন স্ত্রীলোকের জীবনভার মাত্র। আপনি সর্ব্ব

শাস্ত্রজ্ঞ ও বহুদর্শী,—আমি অবলা স্ত্রীজাতি, আমাকে বুঝাইব কি? সকলি বুঝিতেছেন। আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। দাসীর প্রতি দয়া করুন—আমার স্বামীকে মুক্তিদান করুন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"কি মধুর যামিনী
মিলিল ভাজি শ্যামসনে
শ্যামসোহাগিনী ॥
আর যত গোকুলবাসী
আছিল যারা নয়ননীরে ভাসি,
শ্যাম দরশনে   আনন্দিত মনে,
করিতেছে জয়ধ্বনি ॥"

পরিচয়।

কথা শুনিয়া রাজার চক্ষু জলপূর্ণ হইল। তখনই তিনি একজন প্রতিহারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কারাগার হইতে জলদস্যু দুর্গাদাসকে আমার নিকট আনয়ন কর।"

প্রতিহারী চলিয়া গেল।

রাজা বলিলেন,

"মা সুর-সুন্দরী!"

সুরু উত্তর দিল,

"হুঁ।"

রাজা। তুমি পাশের ঘরে যাও।

সুরু। আমি আপনার কন্যা,—আপনার নিকট থাকিব না?

রাজা। দূর্গাদাস—আর দূর্গাদাসই বা বলি কেন, রামরঙ্গণ আসিতেছে,—দুই একজন কর্ম্মচারী আসিবে। তুমি পাশের ঘরে গিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিও।

সুরসুন্দরী ইষ্টসিদ্ধি হইয়াছে ভাবিয়া আনন্দিতচিত্তে পার্শ্বের ঘরে গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ দূর্গাদাস ও প্রতিহারী আসিল। সঙ্গে একজন অস্ত্রধারী শান্ত্রীও ছিল।

রাজা সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন,—দূর্গাদাস আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা অনেক ক্ষণ অনিমিষলোচনে দূর্গাদাসের বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখভাব কখনও প্রফুল্ল—

কখনও অপ্রসন্নতা ধারণ করিতে লাগিল। অনেক্ষ ক্ষণ পরে বলিলেন,

"দুর্গাদাস।"

দুর্গাদাস উত্তর করিল,

"আজ্ঞে!"

রাজা। মিথ্যা কথায় পাপ হয় জান?

দুর্গাদাস। না হয় শিখিলাম।

রাজা। মিথ্যা বলিও না।

দুর্গাদাস। কথাটা কি বলুন।

রাজা। তোমার প্রকৃত নাম কি?

দুর্গাদাস। সে সন্ধান কেন?

রাজা। বিশেষ আবশ্যক আছে।

দুর্গাদাস। কিছুক্ষণ পরেই যাহার ফাঁসি হইবে, তাঁহার নাম ধামে আবশ্যক কি?

রাজা। তুমিই প্রকৃত দুর্গাদাস কি, তাহার একজন সামান্য চর মাত্র, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

দুর্গাদাস। যদি সামান্য চর হই?

রাজা। ছাড়িয়া দিব।

দুর্গাদাস। আমি বলিলে বিশ্বাস করিবেন কি?

রাজা। করিব?

দুর্গাদাস। ডাকাতের কথায় কেহ বিশ্বাস করে কি? বিশেষতঃ এখন আমি প্রাণভয়ে ভীত।

রাজা। তবু আমি বিশ্বাস করিব। যে বীর, সে প্রাণভয়েও সত্য হ'তে স্খলিত হয় না।

দুর্গাদাস। তবে আমি প্রকৃতই দুর্গাদাস, আমি তাহার চর নহি।

রাজা। বিশ্বাস হয় না।

দুর্গাদাস। পূর্ব্বেই ত সে কথা বলিয়াছি।

রাজা। বিশ্বাস হয় না এই জন্য যে, তিন চারি পুরুষ হইতে জলদস্যু দুর্গাদাসের অত্যাচা-রের কথা ও তাহার নাম শুনিতেছি। তুমি যে বালক মাত্র।

দুর্গাদাস। যখন মিথ্যা বলিব না বলিয়াছি, তখন আপনার অবিশ্বাস নষ্ট করিতেছি। দুর্গাদাস কোন এক ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট নাম নহে। একজন ঐ দ্বীপের জলদস্যু সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে, যে সেই পদ অধিকার করে, তাহারই নাম দুর্গাদাস হয়। আমি সম্প্রতি এ পদ গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,

"তবে তোমার আগেকার নাম কি?"

দুর্গাদাস বলিল,

"সে কথা শুনিবার আবশ্যক আপনার নাই। ফাঁসি দেওয়ার উদ্যোগ করুন; আর কারা-যন্ত্রণা সহ্য হয় না?"

রাজা সজলনয়নে কহিলেন,

"আমি তোমাকে ফাঁসি দিব না, পুত্রবৎ প্রতিপালন করিব। আমার পালিতা একটী কন্যা আছে, শুনেছি তুমি তার স্বামী। তোমার নাম রামরঙ্গণ, আমি কি তোমাকে ফাঁসি দিয়া কন্যাকে বিধবা করিব!"

রামরঙ্গণ কোন কথা কহিলেন না! অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। রাজাও অনেকক্ষণ তাহার নিস্তব্ধানন প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষ ডাকিলেন,

"রামরঙ্গণ!"

রামরঙ্গণ কোন উত্তর না দিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিলেন। রাজা বলিলেন,

"তোমাকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব —উত্তর দাও।"

রামরঙ্গণ বলিলেন,

"কি বলুন।"

রাজা। তোমার পিত্রালয় কোথায় ?

রামরঙ্গণ। হুগলীর নিকট কোন গ্রামে।

রাজা। তোমার পিতা আছেন ?

রামরঙ্গণ। যিনি আছেন, শুনিয়াছি, তিনি আমার জন্মদাতা নহেন, পালকপিতা।

রাজার সর্ব্বাঙ্গে যেন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বলিলেন,

"তোমার জন্মদাতার নাম জান ?"

রামরঙ্গণ। না।

রাজা। তোমার পালক পিতা তাহা তোমাকে বলে নাই।

রামরঙ্গণ। কিছু না।

রাজা। কোন দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?

রামরঙ্গণ। করিয়াছিলাম,—কিন্তু তিনি বলেন নাই। বলিতেন, সময় হইলে আপনিই প্রকাশ করিব।

রাজা। তিনি আছেন ?

রামরঙ্গণ। কিছু দিনের সম্বাদ রাখিনা।

রাজা প্রতিহরীকে বলিলেন,

"উহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া দাও।"

দুর্গাদাস ওরফে রামরঙ্গণ শৃঙ্খল বিমুক্ত হইলেন। রাজা তাঁহাকে পার্শ্বের আসনে বসাইয়া প্রতিহারীকে বলিলেন,

"শীঘ্র সেনাপতিকে ডাক।"

প্রতিহারী সেনাপতিকে ডাকিল। সেনাপতি আসিয়া যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিল। রাজা বলিলেন,

"দুইজন অশ্বারোহী সৈনিক সজ্জীভূত করিয়া একজনকে হুগলীর নিকট * * গ্রামে আর এক-জনকে সুবর্ণপুরের রাজার নিকট পাঠাইয়া দাও। দুইখানা লিপি লইয়া যাইবে।"

সেনাপতি বলিল,

"মহারাজ! সুবর্ণপুরের রাজা, জলদস্যু দুর্গাদাস ধরা পড়িয়াছে, শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। বন্দরে আছেন, অনুমতি হইলে এখনই লোক পাঠাইয়া আনান যাইতে পারে।"

রাজা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখনই তাঁহাকে আনিতে লোক গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুবর্ণপুরের রাজা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি আসিয়াই অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন—

তাঁহার প্রাণ প্রফুল্লিত হইল। দেখিলেন, রাজার পার্শ্বে রামরঙ্গণ,—বহুদিন পরে পরমাত্মীয় পরম হিতৈষী মহাবীর রামরঙ্গণ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ পুলকে পূর্ণিত হইল। তিনি অতিশয় আনন্দবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া—আত্মবিস্মৃত হইলেন। ছুটিয়া গিয়া রামরঙ্গণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,

"রামরঙ্গণ, নিষ্ঠুর নির্ম্মম,—আমাকে ছাড়িয়া এতদিন কোথা ছিলে?"

রামরঙ্গণ কোন কথা না কহিয়া রাজার চরণ রজঃ গ্রহণ করিলেন।

রাজা বলিলেন,

"রামরঙ্গণ! তোমাবিহনে আমি যে, কিরূপ দুর্দ্দশা গ্রস্থ হইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। শত্রুগণ আর আমাকে তৃণবৎও জ্ঞান করে না। দক্ষিণ বঙ্গ এতদিন আমার হস্তান্তর থাকায় অর্থকোষও শূন্য হইয়া গিয়াছে। মানসিক চিন্তায় একেবারে ক্লান্ত ও বিষন্ন হইয়া রাজধানীও সংস্কারাভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্থা হইয়া রহিয়াছে। আমার শত শত অট্টালিকা বিশীর্ণ হইতেছে, প্রাকার বেষ্টন সকল ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, দিনাবসানের ঘনাবলী

প্রচণ্ড বয়ুবেশে খণ্ড খণ্ড হইলে আকাশমণ্ডলী দেখিতে যেরূপ হয়, সম্প্রতি সুবর্ণপুরের ভগ্নাকার সকল সেইরূপ হইয়াছে। কামিনীগণ চরণে উজ্জ্বলতর নুপুর ধারণ পূর্ব্বক সুমধুর রণরণায়িত শব্দে মনোহরণ করিয়া সুবর্ণপুরের যে রাজপথে গমনাগমন করিত, সে রাজমার্গ শিবাগণের সঞ্চারমার্গ হইয়াছে। সঞ্চারকালে সেই সকল শৃগাল মুখ ব্যাদনপূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করিতে থাকে, এবং তাহাদের মুখ হইতে ভয়ঙ্কর উল্কা নির্গত হয়! যে সকল দীর্ঘিকা জলপ্রমদাগণের সুকুমার করাস্ত্রদ্বারা মৃদু মৃদু তাড়িত হইয়া মৃদঙ্গের ন্যায় মনোহর ধ্বনি করিত, এখন বন্য মহিষগণের বিশাল শৃঙ্গাঘাতে প্রচণ্ড রূপে আহত হইয়া সেই সকল হইতে অতি কঠোর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে। সুবর্ণপুরের ক্রীড়া ময়ূরগণ যষ্টিরূপে বাসস্থানের অভাবে বৃক্ষশাখায় বাস করিতেছে, মুরজ শব্দাভাবে নৃত্যহীন হইয়াছে, এবং দাবানল-শিখা দ্বারা তাহা তাহাদের মনোহর বর্হভারের অগ্রভাগ দগ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা ক্রীড়া-ময়ূর হইয়াও সম্প্রতি বন্য ময়ূরবৎ কষ্টভোগ করি-তেছে।—সুধাধবলিত প্রাসাদমণ্ডলী শ্রীহীন হই-

য়াছে—অতএব তোমা বিহনে আমার নগরীর ও আমার যে শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এক্ষণে রাজধানীতে চল, তোমার গমনে নিরলঙ্কার বিরহিনী যুবতীর স্বামী সমাগমের ন্যায় নগরী আবার আনন্দিতা ও শ্রীযুক্তা হইবে।”

সুবর্ণপুরের রাজা এইরূপ বলিল, রাজা কহিলেন,

“এই রামরঙ্গণকে, আপনি বোধ হয় উত্তমরূপে চিনেন?”

রাজা। চিনি,—কিন্তু পরিচয় ভাল জানি না, রামরঙ্গণ যখন আমার ওখানে প্রথম আসিযা কর্ম্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, —আমার বাড়ি হুগলীর নিকটে। তাহার পর রামরঙ্গণ দক্ষিণবঙ্গ হইতে নিরুদ্দেশ হইলে আমি সন্ধানে সন্ধানে যাঁহাকে উনি পিতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আনাইয়া রামরঙ্গণের সম্বাদ তিনি কিছু জানেন কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—আমি আপনার এখানে রামরঙ্গণ আসা অবধি আর কোন সম্বাদই জানি না। অন্যান্য পরিচয় প্রাপ্তে

জানিতে পারিলাম, রামরঙ্গণ তাঁহার ঔরষজাত পুত্র নহেন, পালক পুত্র মাত্র। তাহার পরে, যাইবার সময় একটা মোড়ক করা কাগজ আমার হাতে দিয়া কহিলেন, কখনও যদি রামরঙ্গণের সাক্ষাৎ পান—তবে তাহাকে এই মোড়কটি দিবেন। ইহাতেই তাহার বংশাদির পরিচয় আছে। সে মোড়ক অন্যের খুলিতে নিষেধ আছে। সুতরাং কেহই তাহা খুলিতে পারেন নাই।—রামরঙ্গণ নিজে তাহা খুলিতে পারেন!

রাজা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও ব্যস্ত হইলেন। ধীরে ধীরে তাহার মানসকন্দরে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল,--তাহা উজ্জ্বল হইল। তিনি সে কাগজের মোড়ক দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"সে কাগজের মোড়কটী আপনার বাটিতে আছে?"

সুবর্ণপুরের রাজা কহিলেন,

"না, আমার অর্থাদি সম্বলিত বাক্স সঙ্গেই আছে।"

রাজা তখনই তাহা আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। সুবর্ণপুরের রাজা

একজন বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া তাহা আনাইলেন। সর্ব্বসমক্ষে রামরঙ্গণ সে কাগজের মোড়ক খুলিয়া তাহার মধ্যস্থ প্রকাণ্ড গুপ্তলিপি বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিলেন। রাজা তাহা একজন কর্ম্মচারীর হাতে দিয়া পাঠ করিতে আদেশ দিলেন! কর্ম্মচারী তাহা বড় বড় করিয়া পড়িতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কতদিন,— কতদিন
হৃদয়ের অন্তস্তলে,
যে যাতনা রেখেছি পুষিয়া
বিধি বুঝি অনুকূল হইয়া এখন
হৃদয়ের সুদারুণ বহ্নি মোর,
নির্ব্বাণ করিয়া অনন্ত শান্তি সলিল,
ঢালি দিলা তথা।

গুপ্তলিপি।

সমুদ্রতীরে সুরজয় নামক সমৃদ্ধিশালী নগরে আদিত্য কিশোর নামক এক রাজা বাস করেন।

তাঁহার মহিষী ভুবনেশ্বরী রূপে গুণে নিরুপমা ছিলেন। রাজা আদিত্যকিশোর তৎসহবাসে পরম সুখে দিন যাপন করিতেন। এই গুণবতী ভার্য্যার প্রগাঢ় প্রণয় লাভ করিয়া তিনি এত সুখী হইয়া ছিলেন যে, পৃথিবীতে প্রার্থয়িতব্য কোন বস্তুরই অভাব বোধ করিতেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে এই ইচ্ছা করিতেন যে, তাঁহার বাল্য-সখা পুণ্যপুরের অধিপতি প্রিয়তোষ সুরজয়ে যদি শুভাগমন করেন তবে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও আপনার অতুলনীয়া সহধর্ম্মিণীর রূপ গুণ প্রত্যক্ষ করাইয়া সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। আদিত্যকিশোর ও প্রিয়তোষ বাল্যকালে একত্রে ৺কাশীধামে একটোলে, এক অধ্যাপকের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, পরে নিজ নিজ পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় পৈতৃক সিংহাসনে অধি-রোহণ মানসে নিজ নিজ রাজ্যে গমন করেন। সেই অবধি তাঁহাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, কেবল পত্র ও উপঢৌকনাদি ও দূত প্রেরণ দ্বারা প্রণয়রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

অবশেষে কিয়দ্দিন পরে নিতান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রিয়তোষ পুণ্যপুর পরিত্যাগ

করিয়া সুন্নজয়ে উপস্থিত হইলেন। আশৈশব প্রিয় বয়স্যের সমাগমে আদিত্যকিশোর অনন্ত সুখসাগরে ভাসমান হইলেন এবং রাজ্ঞী যুবনেশ্বরীকে বিশেষ করিয়া তৎপ্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া বাল্যকালের কত দুঃখের কথা—কত আনন্দের কথা—অধ্যয়ন প্রসঙ্গ, কত রহস্যময়ী কথা কহিয়া নিজেরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাহা শুনাইয়া রাজ্ঞী যুবনেশ্বরীর চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিছুদিন পরে প্রিয়তোষ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। আদিত্যকিশোর তাঁহাকে আরও কিছুদিন তথায় অবস্থিতির জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক দিন রাজ্য হইতে আসিয়াছি ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া প্রিয়তোষ যাইবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বন্ধুর কথা রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে যখন মধুরভাষিণী যুবনেশ্বরী স্ত্রীজন সুলভ বাক্‌কৌশল বিস্তার করিয়া প্রিয়তোষের গমনে বাধা দিতে লা-

গিলেন, তখন বন্ধুপত্নীর অবমাননা করিয়া যাওয়া উচিত নহে বিবেচনায় প্রিয়তোষ যাইতে পারিলেন না, সুতরাং আরও কিছুদিন তথায় থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। এই ঘটনায় অকস্মাৎ আদিত্যকিশোরের মনে ঈর্ষার উদয় হইল। আশৈশব পরিচিত বন্ধু যে সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধ স্বভাব এবং পরিণীতা পত্নীও যে সাধ্বী ও পতিগতপ্রাণা, ইহা বিশিষ্টরূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার হৃদয় সংশয়ে কলুষিত হইল। রাজ্ঞী যুবনেশ্বরী তাঁহারই মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত—তাঁহারই নিদেশক্রমে রাজা প্রিয়তোষ যতই সমাদর করিতে লাগিলেন, ততই আদিত্যকিশোরের মন ঈর্ষানলে বিদগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে বন্ধুস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া আদিত্যকিশোর প্রতিহিংসা পরায়ণ নৃশংস রাক্ষস সদৃশ উঠিলেন এবং নন্দকিশোর নামক জনৈক অমাত্যকে বিষ প্রয়োগদ্বারা প্রিয়তোষের প্রাণবধ করিতে আদেশ দিলেন।

রাজপুরুষেরা সচরাচর রাজানুগ্রহ লাভ জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিবেচনা না করিয়া অবাধে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু নন্দকিশোর সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না,—তিনি

ন্যায়পরায়ণ ও ধার্ম্মিক। রাজা আদিত্যকিশোরের সন্দেহ যে একান্ত অমূলক, তাহাতে তিনি সন্দেহ রহিত হইয়া—তিনি প্রিয়তোষের প্রাণ হনন করিলেন না, অধিকন্তু উক্ত নরপালকে সমস্ত অবগত করাইয়া, সত্বর পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন এবং আদিত্যকিশোরের বিরাগ ভয়ে আপনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়তোষের সহিত তদীয় রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রিয়তোষ গুপ্তভাবে স্বরজয় পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই স্বরাজ্যে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নন্দকিশোরও তাঁহার বিশ্বাস লাভ করিয়া প্রিয়সখার ন্যায় নিকট থাকিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তোষের পলায়নে ঈর্ষাপরায়ণ আদিত্যকিশোরের ক্রোধ আরও উদ্দীপিত হইল। তিনি রাজ্ঞীকে ভ্রষ্টা জ্ঞান করিয়া শাস্তি দিবার জন্য অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভুবনেশ্বরী তৎকালে স্বীয় প্রথমজাত পুত্রটিকে কাছে বসাইয়া তাহার মধুময় কথা শুনিয়া চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন। রাজা বলপূর্ব্বক পুত্রকে গৃহান্তরে প্রেরণ করিয়া, রাজ্ঞীকে কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন।

রাজকুমার নিতান্ত শিশু হইলেও জননীর অপমানে একান্ত বিষণ্নচিত্ত হইলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মনের অসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা দৃষ্টে পুরবাসীরা তাঁহার জীবন সংশয় বলিয়া আ-শঙ্কা করিতে লাগিল।

সুরজয়-রাজ আদিত্যকিশোর যদিও নিজে মহিষীকে ব্যভিচারিণী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি পাত্রমিত্রামত্য প্রভৃতি প্রকৃতিপুঞ্জের সমক্ষে মহিষীর অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া আপনার ন্যায়পরতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে মারবারে আশাপূর্ণা দেবীর মন্দিরে লোক পাঠাইয়া দিলেন। ঐ ত্রিকালক দেবী, নিযম-চারিণী কৌমার ব্রতধারিণী কুমারীগণের শরীরে আবির্ভূতা হইয়া প্রত্যাদেশ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেন। সুতরাং ভবিষ্যতের গর্ব্ভস্থিত বা পরোক্ষ সম্পাদিত বিষয়গুলি জানিবার জন্য লোকে নানা স্থান হইতে ঐ মন্দিরে আগমন করিত।

রাণী যুবনেশ্বরী কারাগার প্রবেশকালে পূর্ণ-গর্ভা ছিলেন। কিয়দ্দিন মধ্যেই তাঁহার এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইল। অপত্য স্নেহের কি অনির্ব্ব-

চনীয় ক্ষমতা!—সেই অচিরজাত পুত্রটির মুখাবলোকন করিয়া, রাজ্ঞী দুঃখভারের অনেক লাঘব বোধ করিলেন। তিনি পুত্র ক্রোড়ে লইয়া স্নেহ ভরে মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—,,হতভাগ্য! তোমার মত আমিও পাপস্পর্শশূন্য।”

বিজয়বর্ম্মা নামে—সুরজয়রাজ আদিত্য কিশোরের এক সদস্য ছিলেন। তাঁহার পত্নী ইন্দুমতী রাজ্ঞীকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। পুত্রটী জন্মগ্রহণ করিলে, ইন্দুমতী একদিন কারাগারে যাইয়া রাজ্ঞীর এক পরিচারিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—“পরিচারিকে! তুমি মহিষীকে গিয়া বল, তিনি যদি আমাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নবপ্রসূত পুত্রটী দেন, আমি লইয়া রাজাকে দেখাই। কে জানে হয়ত সন্তানের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইতে পারে।” পরিচারিকা কহিল, “ঠাকুরাণি! আমি এখনই গিয়া রাজমহিষীকে এই কথা নিবেদন করিব।” কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল, তিনি এই বলিয়া দুঃখ করিতেছিলেন যে, “হায়! আমার যদি কেহ হিতাকাঙ্ক্ষী থাকিত, তাহা হইলে সাহস করিয়া পুত্রটিকে রাজার নিকটে লইয়া যাইত।” ইন্দুমতী

বলিলেন, "তুমি রাজ্ঞীকে বলিও যে, তাঁহার পক্ষে যতদূর বলিতে হয় বলিব, রাজা বলিয়া ভয় করিব না।" পরিচারিকা উত্তর করিল,—"জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন,—এ দুঃসময়ে আপনি রাজ্ঞীর যথেষ্ট উপকার করিলেন।" অনন্তর পরিচারিকা রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরীকে ইন্দুমতী প্রস্তাবিত বিষয় অবগত করাইল, তিনি হৃষ্টচিত্তে পুত্রটী পাঠাইয়া দিলেন,—কেননা তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কেহই সাহস করিয়া এ কার্য্য করিতে পারিবে না।

ইন্দুমতী পুত্রটিকে লইয়া রাজবাটিতে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার পতি তাঁহাকে নৃপতি সন্নিধানে গমন করিতে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু নিষেধ না মানিয়া তিনি রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। এবং শিশুটিকে সিংহাসনের পাদপিঠে স্থাপন করিয়া রাজ্ঞীর সতীত্বের বিষয় ও সম্প্রতি তাঁহার যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আচরিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! মহিষী বিশ্বাসঘাতিনী নহেন, আপনি বিশ্বাসঘাতক। সেই সাধ্বী সুজনবোধে আপনার হস্তে স্বীয় মান সম্ভ্রম ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন,—আপনি বিশ্বাসভঙ্গ

করিয়া মিছামিছি লোকসমাজে তাঁহার অপযশঃ ও সেই সঙ্গে আপনার ঔরসে তদ্গর্ভজাত পুত্র-গণের কলঙ্ক রটনা করিতেছেন। মহারাজ! তীক্ষ্ণধার তরবার অপেক্ষা নিন্দুকের রসনা অধিক ক্লেশকর আঘাত দেয়। আপনি এই নব প্রসূত শিশুটির পানে চাহিয়া দেখুন, দেখিবেন ইহার ক্ষুদ্র অবয়বে আপনার প্রতিকৃতি কেমন অবিকল অঙ্কিত হইয়াছে। চোক, নাক, কাণ, ভ্রু, অধিক কি আঙ্গুলের নখগুলি পর্য্যন্ত আপনার মত। জগ-দীশ্বর করুন, যেন ইহার মন আপনার মত অশুদ্ধ না হয়।* মহারাজ! রাজ্ঞীর স্বভাব চরিত্র আমি ভাল জানি,—আপনি অমূলক সন্দেহ পরিত্যাগ করুন—এই কুসুম সুকুমার পুত্রটিকে উঠাইয়া ক্রোড়ে লউন—আর ইহার প্রসূতিকে বামে বসা-ইয়া সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করুন। নিরপ-রাধে সেই অপাপবিদ্ধা রমণীর মনে ক্লেশ দিলে আপনার ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে।”

কিন্তু ইন্দুমতীর তীব্র অনুযোগের বরং বিপ-রীত ফল দর্শিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বিজয় বর্ম্মাকে

* সে দোষও আছে। নহিলে স্বর-সুন্দরী লক্ষীমেযে আর বামরঞ্জণ দুর্গাদাস হইত না।

আদেশ করিলেন;—"তোমার এই দুর্ম্মুখা স্ত্রীকে আমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দাও।"

ইন্দুমতী আসিবার সময়ে রাজার চরণতল হইতে পুত্রটিকে উঠাইয়া আনিলেন না। ভাবিলেন,—কেহ নিকটে না থাকিলে, রাজার মন শান্ত হইবে,—তখন স্বাভাবিক অপত্য স্নেহের আবির্ভাব হইয়া তাঁহার বর্ত্তমান মনোবিকারও দূর হইবে। কিন্তু ইন্দুমতী বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করিবামাত্র রাজা বিজয়বর্ম্মাকে আদেশ করিলেন,—"তুমি যদি এই দণ্ডেই পোতারোহণ করিয়া পাপিষ্ঠার গর্ভজাত এই পুত্রটিকে দূরদেশে লইয়া কোন অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আইস।"

বিজয়বর্ম্মা ইন্দুমতীর ন্যায় ধর্ম্মভীরু ছিলেন না। তিনি যথাবৎ রাজাদেশ পালন জন্য সেই অপোগণ্ড শিশুটিকে লইয়া সেই দণ্ডেই অর্ণব পোতে আরোহণ করিলেন।

বিজয়বর্ম্মা যে অর্ণবপোতে শিশু রাজপুত্রকে লইয়া গিয়াছিলেন, প্রবল বায়ুপ্রভাবে সেই পোত দক্ষিণবঙ্গের উপকূলে উপনীত হয়। বিজয়বর্ম্মা তথায় অবতরণ করিয়া অরণ্য মধ্যে শিশুটিকে

নিক্ষেপ করেন। ইন্দুমতী কারাগার হইতে রাজার নিকটে পুত্রটিকে পাঠাইয়া দিবার সময়ে তাহাকে মহার্হ বসন ভূষণে ভূষিত করিয়া দিয়াছিলেন। বিজয়বর্ম্মা শিশুটিকে বনমধ্যে বর্জ্জনকালে তাহার অঙ্গ হইতে সেই সমস্ত বেশ ভূষা উন্মোচন করেন নাই,—অধিকন্তু একখণ্ড কাগজে শিশুটির মহৎ-বংশে উৎপত্তি ও বর্ত্তমান বিপত্তির বিবরণ সূচক এই গুপ্তলিপি লিখিয়া আলপিন দ্বারা তাহার বস্ত্রের এক পার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

গুপ্তলিপি প্রণেতা স্বয়ং

বিজয় বর্ম্মা।"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সে সব কথা বোল্‌তে গেলে
আঁখিতে না ধরে জল।
এতদিনে বিধি বুঝি
মোর সাধ পূরাইল ॥

(পরিশিষ্ট।)

গুপ্তলিপি পাঠ সমাপ্ত হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল,—সভাশুদ্ধ সকলেই নিস্তব্ধ। সুবর্ণপুরের রাজাও স্তম্ভিত। যেরূপ পরিচয় হইল,—গুপ্তলিপিতে

যাহা লেখা আছে, তাহাতে সকলেই জানিলেন, সকলেই বুঝিলেন—দুর্গাদাস বা রামরঙ্গণ সুরঞ্জয়ের আদিত্যকিশোরের পুত্র। সুবর্ণপুরের রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহারাজ! অতঃপর রাণীর দশা কি হইল,—যদি বলিতে কোন বাধা না থাকে—তবে তাহা শুনাইয়া আমাদিগের কৌতূহল চিত্তকে চরিতার্থ করুন।"

"রাজা বাষ্পবিগলিত নেত্রে অমাত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত দ্বারা বলিতে আদেশ করিলেন। অমাত্য বলিতে লাগিল,—

রাজা, রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরীকে ব্যভিচারিণী স্থির করিয়া তাঁহার উপর এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে, আশাপূর্ণাদেবীর প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির প্রতীক্ষা না করিয়াই বিচারকমণ্ডলীকে মহিষীর অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভুবনেশ্বরী তখনও প্রসবজনিত দৈহিক দুর্ব্বলতায় শীর্ণ ও প্রসূত পুত্রের নির্ব্বাসনজনিত শোকে নিরতিশয় বিষণ্ণ ছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার সেই অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রাজসভায় বিচারক মণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে আদেশ

দিলেন। রাজ্ঞী প্রকৃতিবর্গের সমক্ষে ঈর্ষাকুলিত স্বীয় পতিকে আপনার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে শুনিয়া, ঘৃণায় ও লজ্জায় কিয়ৎক্ষণ ম্রিয়মান থাকিয়া, করুণ বচনে স্বীয় শুদ্ধাচারিতার উল্লেখ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মারবারদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিরা আশাপূর্ণার প্রত্যাদেশ লীপি লইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিল। রাজা মন্ত্রীকে সেই পত্রের শিলমোহর ভাঙ্গিয়া সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। তাহাতে সংক্ষেপে এই কথাগুলি লিখিত ছিল,—"ভুবনেশ্বরী সাধ্বী, প্রিয়তোষ নির্দ্দোষী, নন্দকিশোর রাজভক্ত প্রজা,—আদিত্য কিশোর ঈর্ষাপরায়ণ পাষণ্ড; নষ্টবস্তুর পুনরুদ্ধার না হইলে রাজার বংশ থাকিবে না।" কিন্তু রাজার মন ঈর্ষায় পূর্ণ থাকাতে তিনি এই দৈববাণী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন "রাজ্ঞীর মঙ্গলাকাংক্ষী কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া প্রকৃত দেবাদেশ অপলাপ পূর্ব্বক এই কৃত্রিম লিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। অতএব রাজা বিচারকদিগকে বিহিত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই একজন ভৃত্য ঊর্দ্ধ-

শ্বাসে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! রাজ-মহিষীকে দণ্ডবিধান জন্য রাজসভায় আনায়ন করা হইয়াছে শুনিয়া—রাজকুমার লজ্জায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

পুত্রবৎসলা যুবনেশ্বরী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিতা ও ভূপতিতা হইলেন। রাজাও পুত্রের মৃত্যু সম্বাদে ব্যথিত চিত্ত হইয়া, হতভাগিণী রাজ্ঞীর উপরে কাঠিন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তিণী ইন্দুমতী এবং পরিচারিকাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা স্থানান্তরে লইয়া শুশ্রুষাদি দ্বারা ইহার চৈতন্য সম্পাদন কর।" ইন্দুমতী কিয়ৎকাল পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন—"মহারাজ—সেই কালস্বরূপ মূর্চ্ছা চৈতন্যের সহিত মহিষীর প্রাণও হরণ করিয়াছে।"

যুবনেশ্বরীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া মহারাজের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। অন্তঃকরণে অনুশোচনা উপস্থিত হওয়াতে পত্নীর বিশুদ্ধাচারিতা সম্বন্ধে তাঁহার যে বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহা অন্তর্হিত হইল। তখন দেবী আশাপূর্ণার বাক্য প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। রাজকুমার মৃত—অচিরজাত শিশুটী প্রণষ্ট অর্থাৎ

অনুদ্দিষ্ট, সেই নষ্ট বস্তুর পুনরুদ্ধার না হইলে যে, তাহার বংশ থাকিবে না, এই দেববাক্যের সত্যতা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি তখন শোক সন্তপ্তচিত্তে কতই পরিবেদনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"হায়! কেহ যদি আমার সেই হারানিধি শিশুপুত্রটী আনিয়া দেয়, আমি তাহাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করি।"

অমাত্যের মুখ নিঃসৃত এই কথা গুলি শ্রবণ করিয়া সুবর্ণপুরের রাজা একেবার স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন, আর রাজা আদিত্যকিশোর, পূর্ব্ববিষয় স্মরণপথে উদিত হওয়াতে দুই চক্ষুর জলে বক্ষস্থল ভাসাইতে লাগিলেন।

তৎকালে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ মানসে অনেক নর নারী রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।—বিজয়বর্ম্মার পত্নী ইন্দুমতীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি, রাজ্ঞী যুবনেশ্বরী যে বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া, বিশেষতঃ যে অশুলভ রত্নটী কণ্ঠ দেশে পরাইয়া রাজ সন্নিধানে প্রেরণ জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন,—সুবর্ণপুরের রাজা কর্ত্তৃক গুপ্তলিপির সহিত যে কাপড় ছিল, তাহা অভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বস্ত্রাঞ্চল

নিবদ্ধ লিপি, খণ্ডে বিজয় বর্ম্মার হস্তাক্ষরও তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিল। এইরূপ অভিজ্ঞান পরম্পরায় রামরঙ্গণ যে, আদিত্যকিশোর নৃপতির তনয়, তদ্বিষয়ে আর কাহারও সংশয় থাকিল না।

প্রণষ্ট আত্মজের পুনরুদ্ধারে রাজা আদিত্যকিশোর আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন, এবং রামরঙ্গণকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। অনন্তর আনন্দোচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ খর্ব্বীভূত হইলে, তিনি রাজ্ঞীর তাদৃশ শোচনীয় মৃত্যু স্মরণ করিয়া নিতান্ত ম্রিয়মান হইলেন, এবং রামরঙ্গণের চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"বৎস! এ সময় যদি তোমার গর্ভধারিণী বাঁচিয়া থাকিত!"

রামরঙ্গণ পিতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া কহিলেন,

"বিজয় বর্ম্মা এখন কোথায় বলিতে পারেন?"

ইন্দুমতী রামরঙ্গণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"তিনি তোমাকে নির্ব্বাসন করিয়া আর

দেশে ফিরিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি, তিনি হাতে হাতেই আত্মকৃত নৃশংস কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছিলেন। তিনি অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ভল্লুক তীক্ষ্ণ নখরে তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া প্রাণ সংহার করে।”

রামরঙ্গণ বলিলেন,

“না, তিনি জীবিত আছেন।”

সভাশুদ্ধ লোক চমৎকৃত হইল।—ইন্দুমতীর নয়নকোণে আনন্দাশ্রু দেখা দিল।

রামরঙ্গণ বলিলেন,

“আমার আবাস দ্বীপে তিনি আছেন। দুর্গাদাসের প্রধান চর রতন শর্ম্মাই বিজয় বর্ম্মা; তাঁহার নিকট আমি সে পরিচয় পাইয়াছি। যে জাহাজে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানি ঝটিকাবেগে ভগ্ন হইয়া যায়,—সময় ও সুবিধা বুঝিয়া আমার পূর্ব্ব জলদস্যুপতির অনুচরেরা তাঁহাকে লইয়া যায়। সুযোগ পাইয়া তিনিও তাহাদের সহিত মিশিয়া গেলেন।”

অনন্তর একখানি রণতরি দ্বীপে গেল, এবং দুর্গাদাস ওরফে রামরঙ্গণের পত্র দেখাইয়া দ্বীপস্থ

সকলকেই সুরজয় নগরে আনান হইল। ইন্দুমতী স্বামী পাইল,—সুষমা হেমচন্দ্রে মিলন হইল। সুষমা সুর-সুন্দরীকে পাইয়া বহুদিনকার বিরহ সন্তপ্ত হৃদয় জুড়াইল।

ইন্দুমতী বড় আনন্দিত,—সে একদিন আসিয়া রাজাকে নিবেদন করিল,

"মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক সুনিপুণ ভাস্করের দ্বারা মহিষীর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া আমার বাটীতে স্থাপন করাইয়াছি। প্রতিমাখানি এমনি অবিকল হইয়াছে যে, দেখিলে স্বয়ং মহিষী বলিয়া আপনারও ভ্রম জন্মিবে, যদি অনুগ্রহ করিয়া অধিনীর আবাসে পদার্পণ করেন,—ভাস্করের গঠন নৈপুণ্য দেখিয়া প্রীতিলাভ করেন। রাজা প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজকুমারগণও স্বপ্রসূতির প্রতিকৃতি দেখিতে উৎসুক হইয়া পিতৃ সমভিব্যাহারে ইন্দুমতীর সনে গমন করিলেন।

সানুচর রাজা ও রাজপুত্রের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দুমতী আপন ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি দেশাধিপতিকে সমুচিত সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া সকলের কৌতুহল

পরিতৃপ্ত করিবার মানসে, প্রতিমূর্ত্তির আবরণ-পট উত্তোলন করিয়া দিলেন। প্রতিমা বাস্তবিকই রাজ্ঞী যুবনেশ্বরীর অবিকল অনুরূপ ছিল। রাজা তদ্দৃষ্টে পত্নীবিয়োগ শোকে অভিভূত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বাক্যনিঃসরণে সমর্থ হইলেন না। ইন্দুমতী রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন,

'মহারাজ! আপনার এই তুষ্ণীম্ভাব দর্শনে প্রীত হইলাম; আপনি শিল্পচাতুর্য্য দর্শনে বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া নিস্তব্ধ রহিয়াছেন। বলুন দেখি, মূর্ত্তিটী কি মহিষীর মত হয় নাই?

রাজা গলদশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিলেন,

"হায়! বিবাহের পূর্ব্বে আমি যখন মহিষীর প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করি, তখন তাঁহার চরণ নিবেশ ভঙ্গী ঠিক এইরূপ ছিল। সে যাহাঁহউক, ইন্দুমতি! আমার মহিষীর তো এত বয়স হয় নাই, ভাস্কর তাঁহার লাবণ্যের কমনীযতা রাখিতে পারে নাই, ললাট-ফলকে শারদীয় চন্দ্রার্দ্ধের সেই রুচির কান্তি বিভাসিত হইতেছে না।"

ইন্দুমতী উত্তর করিল,

"মহারাজ! ইহাতে শিল্পকরের নির্ম্মাণ চাতুর্য্য আরও অধিক প্রশংসনীয় হইয়াছে। কেননা

রাজ্ঞী জীবিত থাকিলে তাঁহার অবয়বে এইরূপ গত যৌবনার ভাব লক্ষিত হইত।”

অনন্তর আবরণপটে হস্তে দিয়া কহিলেন,

“মহারাজ! এক্ষণে অনুমতি করুন, প্রতিমাখানি আবৃত করি, নচেৎ অধিকক্ষণ দেখিতে দেখিতে এই জড় প্রকৃতিকে সজীব বলিয়া আপনার ভ্রান্তি জন্মিবে।”

রাজা নিষেধ করিয়া পুনর্ব্বার স্থিরনয়নে সেই প্রতিমূর্ত্তির দিকে নিরীক্ষণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অমাত্যকে কহিলেন,

“দেখ দেখ অমাত্য! এই মূর্ত্তিকে বাস্তবিকই সজীব বলিয়া বোধ হইতেছে। চক্ষুতে যেন নিমেষ পতন হইতেছে না?”

ইন্দুমতী কহিল,

“আমার অপরাধ লইবেন না মহারাজ! আমি পটক্ষেপণ করি। আপনি ক্রমে ক্রমে এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছেন যে, কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই ইহাকে প্রকৃত সচেতন বলিয়া মনে করিবেন।”

রাজা সখেদ বচনে বলিলেন,

“ইন্দুমতি! যেন চিরদিনই এ পাষাণময়ী প্রতিমায় আমার প্রিয়তমা মহিষীর ভ্রান্তি থাকে।

তোমরা ইহাকে অচেতন পদার্থ বলিতেছ—বল, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, ইহার নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রশ্বাসের সঞ্চার রহিয়াছে। নিশ্বাসবায়ু থাকিতে পারে, ভাস্কর এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র কোথায় পাইল? তোমরা কেহ আমাকে উপহাস করিও না, আমি একবার এই প্রকৃতির মুখচুম্বন করিব।"

ইন্দুমতী ব্যগ্রভাবে বলিল,

"মহারাজ! করেন কি?—ক্ষান্ত হউন, প্রতিমূর্ত্তির মুখে যে রং দেওয়া হইয়াছে, এখনও তাহা ভাল করিয়া শুকায় নাই—আপনার ওষ্ঠে কাঁচা রংএর দাগ লাগিবে। যাহাহউক, আপনাকে আর অধিকক্ষণ দেখিতে দেওয়া ভাল হইতেছে না,—আমি ঢাকিয়া দিই।"

রাজা বলিলেন,

"না না—এখনও আমার নয়ন অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে, এই মূর্ত্তিকে সচেতন বলিয়া যেন আমার চিরদিনই ভ্রম থাকে।"

রামরঙ্গণ ভূপতিত জানু হইয়া ভক্তিরসার্দ্র-চিত্তে সেই অপ্রতিম প্রতিমার দিকে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ইন্দুমতী পট-নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে তিনিও নিবারণ

করিয়া পিতৃবাক্যের সপক্ষতা করিলেন এবং কহিলেন,—"আমারও যেন চিরদিন এই মূর্ত্তিকে সজীব বলিয়া ভ্রম থাকে।"

ইন্দুমতী রাজাকে বলিল,

"রাজন্! আপনি যদি হর্ষোন্মত্ততা খর্ব্ব করিয়া চিত্তের আবেগ দমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আরও আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাইতে পারি—আমি এই প্রতিমূর্ত্তিকে অধিষ্ঠানমঞ্চ হইতে নামাইতে পারি। কুহকবলে এই কাণ্ড করাইব, এরূপ মনে করিবেন না, কুহকিনীদিগের সহিত সংস্রব রাখি, আমি তেমন মেয়ে নহি।"

রাজা বলিলেন,

"তুমি এই অচেতন প্রতিকৃতিকে সচেতন করিয়া যে কোন কার্য্য করাইবে, আমি দেখিয়া সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না। তুমি যদি ইহাকে গতিশক্তি দিতে পার—বাক্‌শক্তি দিয়া কথা কহাইতে পার না কি?"

অনন্তর ইন্দুমতী পূর্ব্বকৃত আয়োজনানুসারে বাদকদিগকে বাদ্য আরম্ভ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মৃদুগম্ভীর সেই বাদ্যধ্বনিতে যেন মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যার মহামন্ত্র উচ্চারিত হইল। প্রতিমা মঞ্চ হইতে অব-

তরণ করিয়া রাজার পাদপদ্মে প্রণাম করিল এবং সত্য সত্যই নরকণ্ঠ নির্গতস্বরে বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। সেই মূর্ত্তি বিস্ময়বিমূঢ় রামরঙ্গণের বাহুযুগল ধারণ করিয়া স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ শিরশ্চুম্বন করিয়া হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়াতে জগদীশ্বরের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

প্রতিমূর্ত্তি এইরূপ করিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কেননা উহা বাস্তবিক শিল্পিরচিত পাষাণময়ী নহে। রাজ্ঞী যুবনেশ্বরী স্বয়ং জীবিত শরীরে মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন।

রাজা আদিত্যকিশোর পুত্রশোকে মূর্চ্ছিতা যুবনেশ্বরীকে বিচারগৃহ হইতে অন্তরিত করিবার আদেশ প্রদান করেন, ইন্দুমতী তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া যান এবং শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে সমর্থা হয়েন। কিন্তু কি জানি, যদি পুনরায় রাজার অমূলক ঈর্ষা প্রবল হয় এবং তিনি ক্রোধবশতঃ মহিষীর প্রাণদণ্ড করেন, এই আশঙ্কা প্রযুক্ত মিথ্যা করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগের সংবাদ রটনা করিয়া দেন। অনন্তর রাজার চিত্তবিকার দূর হইলে, যুবনেশ্বরী প্রিয়-

পুত্রের নিধনে এবং নবপ্রসূত শিশুর অকারণ নির্ব্বাসনে, নির্ব্বেদবশতঃ আর রাজান্তঃপুরে গেহিনীরূপে বিরাজ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সঙ্গোপনে ইন্দুমতীর ভবনে কালহরণ করিতেছিলেন। এক্ষণ পুত্রের পুনঃ প্রাপ্তি সংবাদে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

মহিষীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাসিত তনয় ও তদীয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে লাভ করিয়া এবং অসম্ভাবিত বহুজন মিলনে রাজা আদিত্যকিশোর আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রজারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নানাবিধ উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। রাজা ও রাণী সহর্ষচিত্তে সেই সমস্ত উৎসবে যোগদান করিলেন। রামরঙ্গণ প্রিয়তমা সুরুকে পাইয়া যে কতদূর আনন্দিত হইল, তাহা অবর্ণনীয়। সুবর্ণপুরের রাজাকে প্রণাম ও যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রামরঙ্গণ বলিলেন,

"চিরকালই আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাস,— ইহা স্মরণ করিয়া যখন কোন আবশ্যক পড়িবে, আদেশ করিলে প্রাণপনে প্রতিপালন করিব।"

রাজা আনন্দিতচিত্তে সুবর্ণপুরে প্রস্থান করিলেন। দুর্গাদাসের আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেল। দেশ দস্যুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

সম্পূর্ণ।